অখণ্ড-জগৎ

প্রথম সংস্করণ

মাঘ—১৩৫২

প্রথম প্রকাশ—স্বাধীনতা দিবস ; ১৯৪৫

বেঙ্গল পাবলিশার্সের পক্ষে প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা
দি প্রিণ্টিং হাউসের পক্ষে মুদ্রাকর—বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৭০, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা
প্রচ্ছদসজ্জা—কে, ঘোষ দস্তিদার, - - - - - প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—ভারত ফটোটাইপ ষ্টুডিও
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স
সহায়ক—প্রতাপকুমার সিংহ, বেঙ্গল পেপার মিলস

Major Richard T. Kight. D.F.C.

যিনি

The Gulliver নামক যে বিমানে আমরা

পৃথিবী পরিভ্রমণ করলাম সেই বিমানের সঞ্চালক,

ও "চরম আবহাওয়া ও পথে শত্রুবিমানের

উপস্থিতি সত্ত্বেও এই কঠিন ও সংকটময়

অভিযাত্রা সুনির্দিষ্ট সময়ে এবং বিনা

দুর্ঘটনায়" অসামান্য সাফল্য সহকারে

সম্পন্ন করায় সমরবিভাগ যাঁকে

নভেম্বর ২৪, ১৯৪২

"Oak Leaf Cluster"-এ

ভূষিত করেছেন

এবং

Captain Alexis Klotz, Co-Pilot
Captain John C. Wagner
Master Sergeant James M. Cooper
Technical Sergeant Richard J. Barrett
Sergeant Victor P. Minkoff
Corporal Charles H. Reynolds

প্রভৃতি *The Gulliver* এর ক্লান্তিহীন কুশলী নাবিক মণ্ডলীকে উৎসর্গীকৃত

সূচীঃ

অবতরণিকা

পৃথিবী বিধ্বংসী মহাসমরে আমেরিকার বিরাট দায়িত্ব আছে ও যুদ্ধোত্তর কালে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও পৃথিবীর পুনর্গঠন কি ভাবে সম্ভব এই চিন্তাই মিঃ ওয়েণ্ডেল উইলকীর কাছে সর্বপ্রধান হয়ে উঠেছিল। যুদ্ধোত্তর কালে নিপীড়িত, পর-পদানত ও পরাধীন জাতিসমূহের জন্য পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রদানের জন্য আজ পৃথিবীতে যে আন্দোলন চলেছে, মিঃ উইলকী ছিলেন তার অন্যতম নায়ক। সাম্য ও সমানাধিকারের ভিত্তিতে সমগ্র বিশ্বে নববিধানের পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য মিত্রপক্ষীয় সম্মিলিত জাতিসমূহের কর্ণধারগণের কাছে তিনি তাঁর দাবী পেশ করেন। এই দাবীর ভিতরই মিঃ উইলকীর সমগ্র জীবনের আদর্শ ও কর্মধারা পরিস্ফুট।

১৯৪০ খৃঃ যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি পদের প্রতিদ্বন্দ্বীতার ছয় মাস পূর্বেও মিঃ উইলকী সম্পূর্ণ অখ্যাত ও অজ্ঞাত ছিলেন। সেই নির্বাচনে সামান্য মাত্র ভোটের ব্যবধানে তিনি পরাজিত হ'ন, কিন্তু এই পরাজয়ের গ্লানি তাঁকে স্পর্শ করেনি। এত অল্পকালের মধ্যে এই জাতীয় খ্যাতি ও প্রতিপত্তি আর কোনও রাষ্ট্রনেতা লাভ করেননি, পরাজিত চিরদিনই লোকচক্ষের অন্তরালে অন্তর্হিত হয়ে যান। শাসনতান্ত্রিক নিয়মে, যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের সমকক্ষ দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই, কিন্তু জনপ্রিয়তা ও খ্যাতিতে মিঃ উইলকীর নাম তাঁর বিজয়ী প্রতিদ্বন্দ্বীকে অতিক্রম করেছিল। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি হিসাবে "Battle of

Britain" দর্শনে লণ্ডনে যাত্রার পর, প্রচারে ও জনপ্রিয়তায় যুক্তরাষ্ট্রে ও ইংলণ্ডে তাঁর সমকক্ষ আর কেউ ছিলেন না। লণ্ডন থেকে প্রত্যাবর্তনের পর লণ্ডনের দুর্গত জনগণের প্রতি প্রদত্ত এক মর্মস্পর্শী বাণীতে তিনি জার্মানীর নৃশংসতার তীব্র নিন্দা করেন। মিঃ উইলকীর পূর্বপুরুষ ছিলেন জার্মান, (জার্মান বিদ্রোহের পর ১৮৪৮ খৃঃ জার্মানী ত্যাগ করে উইলকীর পূর্বপুরুষ আমেরিকায় আসেন) তদ্বারা কিন্তু তাঁর মনোভাবে কখনও জার্মানপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়নি।

মিঃ উইলকী ১৮৯২ খৃঃ ফেব্রুয়ারীতে যুক্তরাষ্ট্রের ইণ্ডিয়ানার এল্‌উড শহরে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যজীবনে উইলকীর অর্থাভাব ছিল, আর সেই কারণে কলেজে পড়ার সময় তাঁকে পর্যায়ক্রমে, বিল সরকার, রাঁধুনী, চিনির কলের মজুর ও ঠিকে চাকরের কাজ করতে হয়। জীবনের এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় সময়ে মানুষের প্রতি মানুষের অবিচার ও বঞ্চনায় ব্যাকুল হয়ে তিনি ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের সোশ্যালিষ্ট ক্লাবে যোগদান করেন। সেই সময়ে বক্তা হিসাবে তাঁর খ্যাতি বৃদ্ধি হয়। 'ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষালাভের পর তিনি আইন ব্যবসা গ্রহণ করেন। গত মহাযুদ্ধে ফরাসী রণাঙ্গনে মার্কিন গোলন্দাজ বাহিনীর ক্যাপ্টেন পদে মিঃ উইলকী অধিষ্ঠিত ছিলেন। তারপরই জনৈক গ্রন্থাগারিকা, মিস্ এডিথা উইলকের সঙ্গে তাঁর পরিণয় ঘটে। মিঃ উইলকীর জায়া, জনক ও জননী সকলেই ছিলেন আইন ব্যবসায়ী। ফায়ারষ্টোন টায়ার ও রবার কোম্পানীর আইন বিভাগে মিঃ উইলকী একটি কাজ পান ও পরে এক্রেণে মেসার্স নিস্‌বিট, মাথের ও উইলকী নামক প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। এই সময়েই ম্যুনিসিপাল ও ষ্টেট রাজনীতিতে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন ও ওহায়ো কু ক্লক্স্ ক্লান নামক গুপ্তদলের দমনে সহায়তা করেন। সার্থকনামা আইনজীবি হিসাবে মিঃ উইলকী কমনওয়েলথ্ পাওয়ার কর্পোরেশনের মিঃ বি, সি, কবের নজরে

পড়েন ও তাঁর আমন্ত্রণে ন্যু ইয়র্কে দ্বিগুণ বেতনে একটি নূতন কাজ পান। এই প্রতিষ্ঠানেই ১৯৩২ খৃঃ তিনি সভাপতির পদে উন্নীত হ'ন। এই সময় থেকেই ব্যবসার ক্ষেত্রে তাঁর প্রবল সাফল্য দেখা গেল।

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের বিশেষ প্রতিনিধি হিসাবে ১৯৪২-এর আগস্ট এ তিনি নিকট প্রাচ্য, রাশিয়া এবং চীন ভ্রমণ করেন। তাঁর এই পৃথিবী পরিভ্রমণ কাহিনী "ওয়ান ওয়ার্লড" নামক গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। এপ্রিল ১৯৪৩-এ গ্রন্থ প্রকাশের পর মে মাসেই ১,৫৫০,০০০ খণ্ড নিঃশেষিত হয়। এই অসামান্য প্রচারে আমেরিকায় প্রকাশিত সকল গ্রন্থের প্রচারের রেকর্ড অতিক্রান্ত হয়। উইল্‌কীর শেষ গ্রন্থ "*An American Program*" তাঁর মৃত্যুর দুদিন পরে প্রকাশিত হয়। কিন্তু প্রকাশের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তার সব খণ্ডগুলি নিঃশেষিত হয়।

১৯৪২, ২৬শে আগস্ট যুক্তরাষ্ট্রীয় সামরিক কর্তৃপক্ষ পরিচালিত "গলিভার" নামক চার ইঞ্জিন বিশিষ্ট বোমারু বিমানে পৃথিবী আর মহাদেশ আর রণনায়ক ও পৃথিবীর অগণিত জনগণের প্রকৃত অবস্থা প্রত্যক্ষভাবে দেখার জন্য তিনি এই যাত্রা সুরু করেন ও ঈজিপ্ট, জেরুসালেম, তুর্কী, ইরাক, ইরাণ, রাশিয়া, সোভিয়েট সেণ্ট্রাল এশিয়া, তুর্কীস্থান ও চীন পরিভ্রমণ করে ৪৯ দিনে ৩১,০০০ মাইল অতিক্রমণের পর ন্যু ইয়র্কে প্রত্যাবর্তন করেন। প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত অনুরোধে তাঁর পক্ষে ভারতে আসা সম্ভব হয়নি। "ওয়ান ওয়ার্লড"-এ এই পৃথিবী পরিভ্রমণ কাহিনী ও যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁর মতবাদ লিপিবদ্ধ করেন। এই পরিক্রমায় মস্কোর ক্রেমলিনে যোশেফ্ ষ্টালিনের সঙ্গে তু'বার সুদীর্ঘ আলোচনা, জেনারেলিসিমো ও মাদাম চিয়াং-এর সঙ্গে কয়েকটি ঘটনাবহুল দিনযাপন এবং ইজিপ্ট, ইরাণ, ইরাক, তুর্কী, সোভিয়েট রাশিয়া, জেরুসালেম প্রভৃতি দেশগুলিতে, আজ যাঁরা এই ক্রমতানা

জগতের প্রাণস্বরূপ, সেই সব নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ও অসংখ্য জনগণের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনার তিনি সুযোগ লাভ করেন।

বিগত ৮ই অক্টোবর ন্যু ইয়র্ক থেকে প্রচারিত একটি সংক্ষিপ্ত সংবাদে জানা যায় মিঃ ওয়েণ্ডেল উইলকী পরলোক গমন করেছেন। পূর্বদিন রাত্রে সঙ্কটাপন্ন অবস্থার জন্য তাঁকে অক্সিজেন শিবিরে রাখা হয়, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া খারাপ হওয়ায় নিদ্রিত অবস্থাতেই মধ্যরাত্রে তাঁর মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুকালে তাঁর সহধর্মিনী শয্যাপার্শ্বে ছিলেন।

সমগ্র জগৎ উইলকীর মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। গণতন্ত্রের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী ও কোটি কোটি মানবের মুক্তিতে বিশ্বাসী ওয়েণ্ডেল উইলকীর নাম আমেরিকানদের কাছে সাহস ও অনন্যতার প্রতীক্ ছিল। পৃথিবীর চতুর্দিকস্থ সকল শ্রেণীর জনগণের কাছ থেকে সহানুভূতি ও সমবেদনাপূর্ণ বাণী তাঁর স্ত্রীর কাছে প্রেরিত হয়েছে। ন্যু ইয়র্কের ফিফথ এ্যাভিন্যুস্থ প্রেস বিটারিয়ান চার্চে, উইলকীর মৃতদেহ শায়িত হয়, সহস্র সহস্র নর-নারী শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা সার বেঁধে রাস্তায় অপেক্ষা করেছে। গির্জায় পারলৌকিক প্রার্থনা সভায়, ২৫০০০ লোক সমবেত হয়, আর বাহিরে অপেক্ষমান ৩৫০০০ নর-নারী, Rev: Dr. John Bondell কর্তৃক শেষকৃত্য উপলক্ষ্যে প্রদত্ত বাণী: "The ideals which Mr. Willkie espoused will be enshrined in millions of hearts and . . . will be expressed in America's National life.". নীরবে নত মস্তকে শ্রবণ করেন। এই অনাড়ম্বর অথচ অন্তস্পর্শী প্রার্থনার পর মিঃ উইলকীর স্বগ্রাম ইণ্ডিয়ানায় তাঁর দেহ সমাধিদানের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।

মিঃ উইলকী যে মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গী প্রচার করেছেন তা লঘুভাবে গ্রহণ করা কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। বিশ্ব মানবের কল্যানে আত্ম-নিয়োগ করে মানব-সুহৃদ হিসাবে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

মিঃ উইলকীর ভাবাদর্শ ছিল সক্রিয়। ভারতবর্ষ ব্যতীত, প্রায় সমগ্র পৃথিবী ও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন রণাঙ্গণ ও রণনায়ক প্রত্যক্ষভাবে দেখার জন্য তিনি পরিভ্রমণ করেছেন। ভারতবর্ষে কেন তিনি আসেননি, সে বিষয় অনেক জল্পনা কল্পনা প্রচলিত আছে। তবে তিনি স্বয়ং বলেছিলেন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট বিশেষভাবে "ভারতবর্ষ" ভ্রমণে বিরত থাকবার জন্য অনুরোধ করেন। মানব জীবনের উন্নয়নের জন্য আজীবন কঠোর আন্দোলন করে মিঃ উইলকী অক্ষয় খ্যাতিলাভ করেছেন। "ওয়ান ওয়ার্লড" গ্রন্থে ও তাঁর বক্তৃতাদি ভারতবর্ষ সম্পর্কে যে সব উক্তি লিপিবদ্ধ হয়েছে, এই মহাসমরকালে সেই জাতীয় উক্তি, বোধ করি, অনুরূপ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কোনো রাষ্ট্রনেতার মুখে আজও উচ্চারিত হয়নি।

ভারতবর্ষ সম্পর্কে মিঃ ওয়েণ্ডেল উইলকীর বক্তৃতার প্রত্যুত্তরেই মিঃ উইনষ্টন চার্চিল তাঁর অধুনা বিখ্যাত মানসন হাউস বক্তৃতায় বলেন---

"কোনো অঞ্চলে যদি ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হয়ে থাকে ত আমি এখানে স্পষ্ট করে জানাতে চাই, আমরা আমাদের স্বত্ব স্বামিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে চাই (We mean to hold our own)। বৃটিশ সাম্রাজ্যের দেউলিয়া ঘোষণার আসরে সভাপতিত্ব করবার জন্য আমি সম্রাটের প্রধান সচিবের পদ গ্রহণ করিনি। ১০ই নভেম্বর, ১৯৪২।

অধঃপতিত ও পদদলিত মানব-জাতির চিন্তা মৃত্যুশয্যায়ও তার মনে সর্বপ্রধান হয়ে উঠেছিল। মৃত্যুর এক পক্ষকাল পূর্বে স্যাটারডের "*Collier's Magazine*"-এ যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রোদের সমানাধিকারের দাবী জানিয়ে তিনি আবেগভরে বলেন :—

"আমেরিকার বর্ণগত সংখ্যালঘুদের প্রতি সমানাচরণ ও ব্যবহারই ন্যায়সঙ্গত ও চিরস্থায়ী শান্তি ব্যবস্থার প্রধানতম ভিত্তি, কারণ একথা আজ আর বিশেষভাবে বলার প্রয়োজন নেই যে বর্তমান জগতে ঘরে আমরা যা করব, তা আমাদের পররাষ্ট্রনীতিতে, আর বাইরে যা করব, তা আমাদের স্বরাষ্ট্রনীতিতে আঘাত হানবে।...নিগ্রোরা মনে করে, (আর এ কথা কে অস্বীকার করবে?) স্বদেশের স্বাধীনতা সংরক্ষণে যদি শ্বেতাঙ্গ সহ-নাগরিকদের সঙ্গে প্রাণত্যাগের অধিকার তাদের থাকে, তাহ'লে একযোগে স্বাধীনতা ভোগের অধিকারও তাদের আছে।"

মিঃ উইলকীর এই শেষ উক্তি। মনুষ্য সমাজের প্রতি অবিচারের ও বঞ্চনার অবসানকল্পে তাঁর স্বদেশবাসীদের প্রতি এই তাঁর শেষ আবেদন। নিগ্রোদের সম্পর্কে ব্যবহৃত কথাগুলি, আজো যারা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধীনতার শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত, তাদের প্রতিও প্রযোজ্য। দলগত ও "ব্যক্তিগত" কোনো বাধাই তাঁর স্বাধীন চিন্তার পথরোধ করতে পারেনি। তাঁর স্পষ্টবাদিতা ও আন্তর্জাতিকতার ভিত্তিতে সমগ্র বিশ্বে নব বিধান রচনার পরিকল্পনা, তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক দল "রিপাব্লিকান পার্টি"র মনোনীত না হওয়ায় দ্বিতীয়বার যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতিপদে প্রতিদ্বন্দ্বীতার সুযোগ তিনি পাননি।

উইলকীর মৃত্যুতে সমগ্র জগতের অধঃপতিত, অনগ্রসর ও অসহায় জাতিসমূহ, একজন ন্যায়নিষ্ঠ সমর্থকের শক্তিমান সহায়তায় বঞ্চিত হ'ল।

ওয়ান ওয়ার্লড ১৯৪৩ মে মাসে আমেরিকায় সবপ্রথম প্রকাশিত হয়, এবং প্রকাশিত হওয়ার অল্পকাল পরেই আমার বইখানি পড়ার সুযোগ হয়। এই ধরণের স্পষ্টবাদিতা ও সৎসাহস এবং মানব-জাতির কল্যাণে এতদূর সহৃদয়তাপূর্ণ আলোচনা ইতিপূর্বে এই জাতীয় কোনো বিশ্ব জাগতীয় নেতার মুখে শোনা যায়নি। এই কারণে আমার মনে একখানি বাংলা অনুবাদের বাসনা হয় ও তদনুসারে সরাসরি মিঃ ওয়েণ্ডেল উইলকীকে আমার অনুরোধ জ্ঞাপন করি। মিঃ উইলকী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সৌজন্যে আমার অনুরোধ পাবার পরই বিশেষ উৎসাহপূর্ণ একখানি পত্রে "ওয়ান ওয়ার্লডে"র ভাষান্তরিত সংস্করণের সমস্ত স্বত্ব আমাকে দান করেন। নানা বাধা ও বিধিনিষেধের পরিধি অতিক্রম করে চিঠিখানি কিন্তু ৪ঠা অক্টোবর ১৯৪৪ আমার হাতে আসে, আর বঙ্গানুবাদ "অখণ্ড-জগৎ" প্রকাশের ব্যবস্থাদি সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই, ৮ই অক্টোবর বেতারযোগে তাঁর মৃত্যু

সংবাদ সর্বত্র প্রচারিত হয়। "ওয়ান ওয়ার্লডে"র বঙ্গানুবাদের কাজ ঘটনাক্রমে ঐ দিনই আরম্ভ করা হয়। এ কথা উল্লেখযোগ্য যে সেই দিন থেকে এই গ্রন্থ প্রকাশ কালের মধ্যে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এত দ্রুত ও এত জটিলভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তা বিস্ময়ের সীমা অতিক্রম করেছে।

মিঃ উইলকী যে সব দেশে পরিভ্রমণ করেছেন সেই সব দেশেই নানাবিধ পরিবর্তন ঘটেছে। ইজিপ্টে মিঃ নাহাশ পাশার পদচ্যুতি, পারসিয়া ও রাশিয়ায় তৈল ঘটিত গোলোযোগ, রোমেলের মৃত্যু, চীনের মুদ্রাস্ফীতির চরম অবস্থা, মার্সাল চিয়াং কাইসেক ও জেনারেল ষ্টীলওয়েলের বিরোধ, কুয়োমিনটং ও কম্যুনিষ্ট বিরোধ, চীনের সঙ্কটাপন্ন অবস্থা, অধিকৃত য়ুরোপে, পোল্যাণ্ড, গ্রীস্ বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশ সমূহের দুর্দশা, মিত্র-বাহিনীর দ্বিতীয় রণাঙ্গনে অগ্রগতি ও রুণ্ডষ্টেডের নেতৃত্বে জার্মানীর আকস্মিক নূতন আক্রমণ প্রভৃতি সমস্তই ছায়াচিত্রের মত সংবাদপত্র পাঠকের মনে ভাসমান, আর সর্বশেষে সকল ঘটনার চূড়ামণি হিসাবে রুজভেল্ট কর্তৃক কায়াহীন অতলান্তিক সনদের রহস্য ভেদে যে গভীর রসজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া গেল, তা বিশ্ববাসীদের অভিভূত করেছে।

ভারতবর্ষের অচল অবস্থা আজো অচল। রুজভেল্টের ভারতস্থ ব্যক্তিগত প্রতিনিধি উইলিয়াম ফিলিপসের প্রেসিডেণ্টকে লিখিত ভারত সম্পর্কিত গোপন পত্র ফাঁস হয়। পৃথিবীর সর্বত্র বিদগ্ধ জনমণ্ডলী ও উদারনীতিক চিন্তানায়কগণ ভারতবর্ষ সম্পর্কে আজ চারিদিকে আন্দোলন রত। বিভিন্ন স্বার্থের ভাড়াটিয়া প্রতিনিধিগণ ভারতবর্ষ সম্পর্কে বহু অপ-প্রচার ও কুৎসা রটনায় পঞ্চমুখ হলেও এবং স্যার আলফ্রেড্ ওয়াটসন, সার ফ্রেডারিক পাক্‌লে, বেভারলি নিকলস্ প্রভৃতি "ভারত বন্ধু"দের আপ্রাণ চেষ্টা সত্বেও, আজ আন্তর্জাতিক রাজনীতির

আসরে ভারত একটা প্রধান আসন লাভ করেছে। এই যুদ্ধের পূর্বে ভারতবর্ষ বৃটেনের "Domestic business" বা ঘরোয়া ব্যাপার মাত্র ছিল। চার্চিল বলেছেন "India is reposing serenely behind the Imperial Shield." ভারতবর্ষ কিন্তু আজ সার্বভৌম দেশের সামিল, সমগ্র বিশ্বের নর-নারীর প্রতিনিধির আজ এদেশে সমাবেশ ঘটেছে, সুতরাং আজ আর কিছুই কারো কাছে গোপন নেই। আমেরিকার প্রগতিশীল সংবাদপত্র সমূহ ভারতবর্ষ সম্পর্কে বিশেষ সহানুভূতি পূর্ণ আন্দোলন সুরু করেছেন। পার্লবাকের মত মহিয়সী মহিলা লেখিকা ভারতবর্ষের জন্য বিশেষ আন্দোলনে ব্যাপৃত। চৈনিক গণ-নেতা মার্সাল চিয়াং কাইসেক ও চৈনিক লেখক লিন-ওয়াই-টুং ভারতবর্ষ সম্পর্কে বহু স্পষ্টোক্তি করেছেন। মার্সাল চিয়াংএর গ্রন্থ "China's Destiny" ভারতবর্ষে নিষিদ্ধ হয়েছে। আমেরিকা ও ইংলণ্ডের বহু সাংবাদিক ও সাহিত্যিক ভারতবর্ষ সম্পর্কে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং সেই সব গ্রন্থ "Best Seller" পর্যায়ে পৌছেছে বা সর্বাধিক প্রচার লাভ করেছে। Eve Curie, Leland Stowe, Luis Fischer, William, B. Ziff, প্রভৃতি আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন লেখকবৃন্দ লিখিত ভারতবর্ষ সম্পর্কিত গ্রন্থে ভারতের প্রকৃত অবস্থার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। মিঃ ওয়েণ্ডেল উইলকী এই আন্তর্জাতিক আন্দোলনের অগ্রণী ছিলেন। মিঃ উইলকি তাঁর "ওয়ান ওয়ার্লড" গ্রন্থে ও বক্তৃতায় সর্ব প্রথম যে স্পষ্টোক্তি করেন সেই ধারানুসারেই পরবর্তীগণ তাঁদের মতবাদ প্রকাশ করেছেন।

সাইবেরিয়া ও চীন ভ্রমণকালে আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট Henry Wallace ভারতবর্ষ সম্পর্কে বিশেষভাবে তাঁর মতবাদ জ্ঞাপন করেছেন। *The Time for Decision* নামক গ্রন্থে প্রাক্তন সহকারী স্বরাষ্ট্র সচিব Sumner Wells বলেছেন—

"ইংলণ্ডের কঠোর নীতি ও যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের উদার নীতি, ভারতবর্ষের জনগণের স্বাধীনতা লাভের দৃঢ় সংকল্প উপেক্ষা করতে পারবে না। বর্তমান অচল অবস্থা ভীষণভাবে সুদূর প্রাচ্যের শান্তি ও স্থায়িত্ব সংকটাপন্ন করে তুলবে। সুদূর প্রাচ্যের স্বাধীন জনগণ, (যারা এখনও পরাধীন, তাদের কথা না ধরলেও), ভারতবর্ষের নেতাদের আকাঙ্খা ও অভীপ্সা শুধু যে অত্যন্ত সহানুভূতির চক্ষে দেখে তা নয়, আমাদের ঘোষিত "অতলান্তিক সনদে" উল্লিখিত নীতির সততার চূড়ান্ত পরীক্ষা হবে যুদ্ধোত্তরকালে পাশ্চাত্য জাতিসমূহের ভারতবর্ষ সম্পর্কিত ব্যবহারে।"

পৃথিবীকে শান্তিকালে এক অখণ্ড মৈত্রীর সূত্রে বাঁধার জন্য মিঃ উইলকী আবেদন জানিয়েছেন। বিশ্বশান্তি যে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভিন্ন সম্ভবপর নয় এই কথাই তিনি বারবার বলেছেন। আজ মিঃ উইলকির দেহাবসান ঘটেছে, কিন্তু তাঁর রচনাবলীর মধ্যে একটা অপূর্ব জীবনীশক্তির আভাষ পরিস্ফুট। যুদ্ধোত্তর জগতের নূতন পৃথিবীতে, নব বিশ্ব-বিধানে, নবীন যুগের জনগণ যে সেই আশা ও আদর্শ পরিপূর্ণ করবেন এই বিশ্বাস একালের জনগণের আছে।

এই গ্রন্থ অনুবাদকালে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সরকার, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধকুমার সান্যাল, মনোজ বসু, শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সাংবাদিক ও সাহিত্যিক বন্ধুগণ আমাকে নানাবিধ পরামর্শ দানে উৎসাহিত করেছেন, এই সূত্রে তাঁদের আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

"কমল কুটির"
বেহালা, কলিকাতা
পৌষ সংক্রান্তি, ১৩৫১

ভবানী মুখোপাধ্যায়

ভূমিকা

সামরিক ও অন্যবিধ সেন্সার ব্যবস্থার জন্য আমেরিকা আজ চারদিকে উচ্চপ্রাচীরে বেষ্টিত অবরুদ্ধ শহরের মত। বহির্জগতের সংবাদ কদাচিৎ হরকরা মারফৎ বাহিত হয়ে এখানে আসে। আমি এই প্রাচীরের বাহিরে গিয়াছিলাম। দেখলাম, বাহিরের কোনো কিছুই, ভিতর থেকে যেমন মনে হয়, ঠিক তেমন নয়।

এই যুদ্ধ কালেই, পৃথিবীর চতুর্দিকে বৈমানিক পরিক্রমায়, বারোটিরও অধিক জাতি সমূহের অসংখ্য জনগণের সঙ্গে আলাপের ও বহু বিশ্ব জাগতীয় নেতৃবৃন্দের সংগে প্রত্যক্ষভাবে ঘনিষ্ঠ আলোচনার সুযোগ ঘটেছিল, আর কারো এ জাতীয় সুযোগ ঘটেনি। এই পরিভ্রমণে আমি কিছু নূতন ও জরুরী সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, আর আমার কিছু পুরাতন ধারণাও সুদৃঢ় হয়ে উঠেছে। এই সিদ্ধান্তাবলী কেবল বিশ্বমানবীয় আশা বা নিছক ভাবাদর্শ বা অস্পষ্ট ধোঁয়া মাত্র নয়। আমি যা দেখলাম ও প্রত্যক্ষভাবে জানলাম, এবং যে অসংখ্য খ্যাত ও অখ্যাত নর-নারীর শৌর্য ও আত্মত্যাগ, তাদের বিশ্বাসকে অর্থপূর্ণ ও রূপান্বিত করে তুলেছে, আমার এই সিদ্ধান্তাবলী তাদেরই মতবাদের সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

যথাসম্ভব অনাসক্ত নিস্পৃহতায় আমার এই পর্যবেক্ষণের কয়েকটি অংশ লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছি, তবে হয়ত ঠিক ততখানি অনাসক্তিতে উপসংহারে উপনীত হতে পারিনি।

বিখ্যাত প্রকাশক Gardner (Mike) Jr., ও অভিজ্ঞ পররাষ্ট্র সাংবাদিক ও সম্পাদক Joseph Barnes—আমার এই পরিক্রমায় সঙ্গী ছিলেন। উভয়েই সুদক্ষ ভ্রমণ সহচর ও আমার বন্ধু। এই গ্রন্থের মালমশলা সংগ্রহে তাঁরা দুজনেই যথেষ্ট সহায়তা ও ঔদার্য প্রদান করেছেন। যদিও আমি জানি যে আমার বহু সিদ্ধান্তের সঙ্গে তাঁরা একমত, তবু এই সব উক্তির জন্য তাঁদের কোনো দায়িত্ব নেই।

U. S. Navy-র Captain Paul Phil ও U. S. Army-র Major Grant Mason, উক্ত বাহিনীদ্বয়ের প্রতিনিধি স্বরূপ আমার অনুগমন করেছিলেন এবং তাদের বিশেষ অভিজ্ঞতা বশতঃ আমাকে বহু মূল্যবান পরামর্শ দান করেছেন। এই যাত্রীদলের সকলেই এবং বিমানের নাবিকমণ্ডলী, আমার বিশেষ সহায়ক সহচর ছিলেন। যে বোমারে আমরা উড্ডীন ছিলাম, তার নির্বিকার ও মনোহর সঞ্চালক Major Richard (Dick) Kight-এর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে আমি যে তাঁদের সকলেরই মনোবাসনা পরিপূর্ণ করছি, তা আমি জানি।

নিউ ইয়র্ক
মার্চ ২, ১৯৪৩

ডব্লু. এল. ডব্লু.

এল এলামিন

যুক্তরাষ্ট্রীয় সামরিক কর্তৃপক্ষ পরিচালিত যাত্রীবাহী বিমানে পরিণত, এক বারো ইঞ্জিন বিশিষ্ট সংযুক্ত-বোমারু বিমানে এই পৃথিবী আর মহাসমর, রণক্ষেত্র, সমরনায়ক ও জনসাধারণকে প্রত্যক্ষভাবে দেখ্‌বার উদ্দেশ্যে ১৯৪২, ২৬শে আগসট্‌ মিচেল বিমান ক্ষেত্র ত্যাগ কর্‌লাম। এরই ঠিক ঊনপঞ্চাশ দিন পরে, ১৪ই অক্‌টোবর, মিনেসটার মিনিয়াপোলিসে ভূমি-স্পর্শ কর্‌লাম। উত্তর দ্রাঘিমায় পরিধি কম, আমি সেই পথে পৃথিবী পরিক্রম না করে, যে পথ দু'বার বিষুবরেখা অতিক্রম করেছে, সেই দীর্ঘ পথ গ্রহণ করেছিলাম।

মোট ৩১,০০০ মাইল পরিভ্রমণ করেছি—সংখ্যাটির দিকে লক্ষ্য করে এখনও অভিভূত হয়ে পড়ি। আমার এই ভ্রমণকালে অপর দেশ-বাসীদের সঙ্গে আমাদের দূরত্বের ব্যবধান নয়, নৈকট্যই আমার মনে বিশেষভাবে মুদ্রিত হয়েছে। পৃথিবীর পরিধি যে স্বল্প-পরিসর ও আত্ম-স্বাতন্ত্র্যপরায়ণ হয়েছে, এ বিষয় যদি আমার মনে কখনও সংশয় জেগে থাকে, তা হ'লে এই ভ্রমণে সেই সংশয় চিরতরে বিদূরিত হয়েছে।

আশ্চর্য, এই বিশাল সুদূর-প্রসারী বিশ্ব-পরিভ্রমণে আমরা মাত্র ১৬০ ঘণ্টা শূন্যে ছিলাম। চলমান অবস্থায় সাধারণতঃ আমরা আট বা দশ ঘণ্টা বিমান-বিহার কর্‌তাম, অর্থাৎ এই ভ্রমণে ঊনপঞ্চাশ দিনের মধ্যে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধিকল্পে প্রায় ত্রিশ দিন ভূ-পৃষ্ঠে ছিলাম। এক দেশ বা মহাদেশ থেকে অন্যত্র যাওয়ার শারীরিক ক্লেশ—একজন মার্কিন

ব্যবসায়ীর ব্যবসাগত যে-কোনও দৈনন্দিন ভ্রমণের চেয়ে বেশী ক্লান্তিকর নয়। এই পর্যটন এমনই সহজসাধ্য বোধ হয়েছিল যে ১৯৪৫-এর এক সপ্তাহান্তিক অবসরে শীকারের উদ্দেশ্যে একদিন আবার ফিরে আসব, সাইবেরিয়ার এক কেন্দ্রীয় সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতিকে এই কথা দিয়েছি, আর আশা আছে এ কথা আমি রাখতে পারবো।

এ দিনের পৃথিবীতে আজ আর দূর বলে কিছু নেই। দ্রুতগামী ট্রেণযোগে ন্যু ইয়র্কের কাছে লস্ এঞ্জেলস্ যেমন নিকট, দূর প্রাচ্যের অসংখ্য জনগণের সঙ্গে আমাদের দূরত্বের ব্যবধান ততটুকুই, এইবার তা জান্‌লাম। একটা কথা কিছুতেই মন থেকে দূর করা যায় না যে ভবিষ্যতে এদের অবস্থার ভালোমন্দ সম্পর্কে আমরাও জড়িত, ক্যালিফোনিয়ার জনসাধারণের ভালোমন্দে যেমন ন্যু ইয়র্কের স্বার্থ বিজড়িত।

উত্তরকালে আমাদের চিন্তা হবে সুদূর-প্রসারী।

আগস্‌টের শেষে কাইরোর পথে আমাদের কানে দুঃসংবাদ এসে পৌঁছল। নাইগেরিয়ার কানোয় প্রদেশে প্রকাশ্যভাবে আলোচনা চল্‌তে লাগ্‌লো জেনারেল রোমেলের অগ্রগামী সৈন্যদলের আলেকজান্দ্রিয়ার মধ্যবর্তী অবশিষ্ট কয় মাইল অগ্রসর হতে আর কদিন লাগ্‌বে। আমরা খারতুম পৌঁছবার মধ্যেই এই আলোচনা ইজিপ্টে একরকম মৃদু ত্রাস-সঞ্চারী সংবাদে পরিণত হ'ল। কাইরোতে অনেক য়ুরোপীয় বাসিন্দা উত্তর বা দক্ষিণাভিমুখে যাত্রার উদ্দেশ্যে রথ প্রস্তুত করতে লাগ্‌লেন। ওয়াসিংটন ত্যাগের প্রাক্কালে প্রেসিডেণ্টের সতর্কবাণী, "কাইরো পৌঁছবার আগেই তা জার্মান কবলিত হবে," এই কথাটি মনে পড়ল। নীল উপত্যকায় শেষ রক্ষিবাহিনীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ন্যাৎসী প্যারাসুটবাহিনীর অবতরণ কাহিনীও

শোনা গেল। ব্রিটিশ অষ্টমবাহিনীর সম্পূর্ণভাবে ইজিপ্ট পরিত্যাগ করে প্যালেষ্টাইন এবং দক্ষিণে সুদান ও কেনিয়ায় চলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, এই ধারণাটাই সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল।

স্বভাবতঃই এই সব সংবাদ আমি দমন করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কাইরো পৃথিবীর এমন জায়গা যেখানে কিছুই গোপন করা যায় না। অনেক ভালো লোক সেখানে ছিলেন। ইজিপ্টের যুক্তরাষ্ট্রীয় মন্ত্রী আলেকজাণ্ডার ক্লার্ক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিশেষ আশাপূর্ণ ছিলেন না, কিন্তু দীর্ঘ সময় তাঁর সঙ্গে আলাপ করার পর বুঝলাম, এই ভঙ্গুর অবস্থা দূরীকরণের জন্য যে কৌশল ও আয়োজন চলেছে সেই বিষয়ে বিস্তৃত জ্ঞানকে চাপা দেবার জন্যই বাইরে তাঁর এই মর্মান্তিক রুক্ষ নৈরাশ্যবাদের মুখোস। আরো অনেক ওয়াকিবহাল ব্যক্তি কাইরোতে ছিলেন, এঁদের মধ্যে সদা হাস্যময় বর্তুলাকার মন্ত্রী নহাশ পাশা অন্যতম, এমনই তাঁর রসজ্ঞান ও রহস্যপ্রীতি, যে আমি তাঁকে বলেছিলাম, যদি যুক্তরাষ্ট্রে এসে কোনও নির্বাচনে তিনি পদপ্রার্থী হ'ন, তা'হলে এক দুর্জয়প্রার্থী বলে বিবেচিত হবেন।

শহরটি কিন্তু গুজব আর আশঙ্কায় পরিপূর্ণ। কঠিন সেন্সার ব্যবস্থার ফলে মার্কিন সাংবাদিকগণ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত সকল ব্রিটিশ সংবাদ সম্পর্কে সন্দেহ ও সংশয় প্রকাশ করতে লাগলেন। সেফার্ড্স হোটেলে আধ ঘণ্টার মধ্যে, যে-মরুভূমির দূরত্ব একশো মাইলেরও বেশী নয়, সেই সম্পর্কে বারোজনের মুখে বিভিন্ন উক্তি শোনা গেল।

সুতরাং জেনারেল মণ্টগোমেরীর রণক্ষেত্র এল এলামিন চাক্ষুষ দেখার নিমন্ত্রণ আমি সাগ্রহে গ্রহণ করলাম। মীকে কাওয়েলস্ ও ইজিপ্টস্থ যুক্তরাষ্ট্রীয় বাহিনীর তদানীন্তন কমাণ্ডার—মেজর জেনারেল রাসেল, এল, ম্যাক্সওয়েলের সঙ্গে কাইরো থেকে মরুভূমির পথে রণক্ষেত্রের দিকে যাত্রা করলাম।

কাইরোতে এক ফরাসী দোকানে খাকী সার্ট ও ট্রাউজার কিনেছিলাম, দুটিই আমার পক্ষে আকারে ছোট—কিন্তু ঐ তাদের কাছে সবচেয়ে ভালো; আর যুদ্ধকালে মরুভূমিতে সচরাচর ব্যবহৃত একটি সাধারণ শয্যা সংগ্রহ করেছিলাম।

ভূমধ্য সাগরকূলস্থ বালিয়াড়ির মধ্যে প্রচ্ছন্ন হেড কোয়ার্টার্সে জেনারেল মণ্টগোমারী আমার সঙ্গে সাক্ষাত করলেন। সমুদ্র সৈকত থেকে জায়গাটি এত কাছে যে পরদিন প্রাতে তিনি, আমি, আর জেনারেল আলেকজান্দার, তিন-জনে সেই অপূর্ব নীল-সবুজ জলে অবগাহন করলাম। বালিয়াড়ির কিছুদূরে প্রচ্ছন্ন রাখার উদ্দেশ্যেই চারখানি আমেরিকান ট্রেলার পাশাপাশি সাজানো রয়েছে, এই নিয়েই হেড্ কোয়ার্টার্স। এর একটিতে আছে জেনারেলের মানচিত্র ও যুদ্ধ সংক্রান্ত নক্সা, একটি আমাদের ছেড়ে দিলেন, একটি তাঁর রক্ষীর, আর অপরটিতে তিনি স্বয়ং থাকেন, যখন অবশ্য ফ্রণ্টের বাইরে থাকেন।

এ সুযোগ সর্বদা ঘটেনা। ইজিপ্টে থাকাকালে, জেনারেল মণ্টগোমারীর এই শক্তিশালী, বিদগ্ধ, উগ্র এবং উৎকট ব্যক্তিত্ব, আমার মনে বিশেষভাবে রেখাপাত করেছে, কিন্তু তাঁর চরিত্রের মধ্যে সবচেয়ে বেশী অভিভূত করেছে তাঁর উদগ্র কর্মস্পৃহা। কাইরোতে তিনি থাকতেন-ই না। তাঁর লোকজন নিয়ে সাধারণতঃ ফ্রণ্টেই তিনি থাকতেন। জেনারেল ম্যাক্সওয়েল, যিনি কয়েক সপ্তাহ ধরে মধ্য-প্রাচ্য আমেরিকান সৈন্যদের সর্বময় কর্তা, তাঁকেও তিনি জানেন না দেখে সত্যই বিস্মিত হয়েছিলাম। তাঁর হেড্ কোয়ার্টার্সে পৌছবার পর তিনি আমাকে জনান্তিকে প্রশ্ন করলেন—"আপনার সঙ্গে এই অফিসারটি কে?" আমি বললাম—"জেনারেল ম্যাক্সওয়েল।" আবার তিনি বললেন—"জেনারেল ম্যাক্সওয়েলটি কে?" আমি যখন সব কথা বলে শেষ করেছি সেই

মুহূর্তে জেনারেল ম্যাক্সওয়েল স্বয়ং এসে পড়লেন। আমি উভয়ের পরিচয় করিয়ে দিলাম।

গাড়ী থেকে আমরা প্রায় নাম্‌বার সঙ্গেই জেনারেল মণ্টগোমারী, যে-যুদ্ধ তখন অন্তিম অবস্থায় পৌঁছেচে এবং দীর্ঘকালের মধ্যে সর্বপ্রথম রোমেলের অগ্রগতিতে পূর্ণচ্ছেদ টেনেছে, সেই যুদ্ধের আনুপূর্বিক বিবরণ দিতে আরম্ভ কর্‌লেন। এই যুদ্ধের কোনও সঠিক সংবাদ কাইরোয় পৌঁছয়নি বা সংবাদপত্রে দেওয়া হয়নি। জেনারেল ধাপে ধাপে যুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ বিবরণের পুনরাবৃত্তি কর্‌লেন, ঠিক যে কি ঘটেছে, এবং যদিও তাঁর সৈন্যদল বেশীদূর অগ্রগামী হয়নি তবু কি হিসাবে এই জয় গুরুত্বপূর্ণ তা আমাদের বোঝালেন। এ হোল উভয় পক্ষের শক্তি পরীক্ষার এক বিরাট আয়োজন। ব্রিটিশের পরাজয় ঘটলে রোমেল কয়দিনের মধ্যেই কায়রো পৌঁছে যেতেন।

মরুযুদ্ধের ষ্ট্রাটেজী বা রণকৌশলে এই আমার হাতেখড়ি, এই যুদ্ধে দূরত্বটা কিছু নয়, জঙ্গমত্ব ও দাহণ-শক্তিটাই সব। প্রথমটা আমার পক্ষে বোঝা শক্ত হ'ত কেন জেনারেল শান্তভাবে পুনরাবৃত্তি করেন, "ইজিপ্ট রক্ষা হোল।" তখনও শত্রু গভীরভাবে ইজিপ্টের ভিতর, এবং এতটুকু পশ্চাদপসরণ করেনি। ব্রিটিশের গোড়ার দিককার দাবী সম্বন্ধে কায়রোতে যে সংশয় দেখে এসেছি তা মনে পড়ল। যে-ট্রেলারখানি জেনারেল তাঁর মানচিত্র ও নক্সা ঘরে রূপান্তরিত করেছিলেন তা ত্যাগ করার আগেই আমি মরুযুদ্ধ সম্বন্ধে অনেক কিছু জান্‌লাম। "ইজিপ্টের বিপত্তি চিরতরে বিদূরিত হ'ল," এই আশ্বাসের পিছনে সর্বময় ব্রিটিশ অফিসার ও ভদ্রলোকের আত্ম-বিশ্বাসের চাইতে যে প্রবলতর কিছু ছিল, তা আমাকে তিনি বুঝিয়েছিলেন।

জেনারেল মণ্টগোমারী বিশেষ উৎসাহভরে আমেরিকায় প্রস্তুত 'জেনারেল সারমান' ট্যাঙ্কের কথা বল্‌লেন, আলেকজান্দ্রিয়া ও পোর্ট

সৈন্যের ডকে তখন প্রচুর পরিমাণে এই ট্যাঙ্ক আস্‌তে সুরু হয়েছে। আমেরিকায় প্রস্তুত ১০৫ মিলিমিটার স্বয়ংক্রিয় ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী কামান সম্পর্কেও তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। ট্যাঙ্কের যে গতিরোধ করা সম্ভব এই কামান তখন সবেমাত্র তা প্রমাণ করেছে।

ট্যাঙ্ক, গোলন্দাজ ও বিমানবাহিনীর অপর্যাপ্ত সন্নিবেশই যে পূর্বতন ব্রিটিশ পরাজয়ের কারণ এই তাঁর মূল বক্তব্য ছিল। জেনারেল মণ্টগোমারী বলেছিলেন তাঁর বিমানবাহিনীর অফিসারকে তিনি হেড কোয়ার্টার্সেই রেখেছেন, এবং বিমান, ট্যাঙ্ক ও গোলন্দাজবাহিনীর পূর্ণাঙ্গ যোগাযোগ-ই রোমেলের গত কয়দিনের গতিরোধের জন্য মূলতঃ দায়ী। তিনি বল্লেন, যে-যুদ্ধ তখন সবেমাত্র শেষ হয়েছে তাতে ব্রিটিশের মোট ৩৭টি ট্যাঙ্কের বিনিময়ে ১৪০ খানি জার্মান ট্যাঙ্ক নষ্ট হয়েছে, তার অর্ধেকগুলি উচ্চাঙ্গের ট্যাঙ্ক। বিমান দ্বারা যে-প্রাধান্য তিনি তখনই লাভ করেছেন সেই প্রাধান্য যে ভূমিতেও হবে, সে কথা তিনি তখনই ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন।

সেই সন্ধ্যায় জেনারেল মণ্টগোমারীর তাঁবুতে তাঁর প্রধান অফিসার মধ্যপ্রাচ্যের ব্রিটিশ সৈন্যদের অধিনায়ক, সার হ্যারল্ড্ আর, এল, জি, আলেকজাণ্ডার, জেনারেল ম্যাক্সওয়েল, মেজর জেনারেল লুইস্ এইচ ব্রীরিটন (মধ্য-প্রাচ্যীয় আমেরিকান বিমানবাহিনীর তদানীন্তন অধিনায়ক) এবং তাঁর ব্রিটিশ প্রতিরূপ এয়ার মার্শাল সার আর্থার টেডার প্রভৃতির সঙ্গে আমাদের ডিনার সম্পন্ন হ'ল।

এয়ার মার্শাল টেডারের সঙ্গে কাইরোতেও আমার সাক্ষাৎ ও আলাপ হয়েছিল। ভারী চমৎকার সৈনিক, নরম শান্ত মুখশ্রী আর তেমনই মৃদু গলা। মরুভূমিতে যেখানেই-যখন যান তেলরঙের সরঞ্জাম সঙ্গে থাকে। ইনি বিমান-বীর এবং চিন্তাশীলব্যক্তি।

সেই রাত্রে ব্রীরিটন ও টেডার ভবিষ্যৎ আক্রমণ সম্পর্কে আলোচনা কর্‌তে লাগ্‌লেন—তখনও পর্যন্ত বিশেষ কিছু না ঘটায় তাঁদের এই আলোচনা বলিষ্ঠ এবং দম্ভপূর্ণ মনে হয়েছিল। সম্মিলিত জাতিগুলির জাহাজের জন্য আবার ভূমধ্যসাগর উন্মুক্ত হবে, এ বিষয়ে তাঁরা উভয়েই নিশ্চিন্ত ছিলেন। বেনগাজী-স্ফীতির (Bulge) পশ্চিমে রোমেলকে অপসারণ করার পরই যে এই অবস্থা সম্ভবপর সে বিষয়ে উভয়েই একমত ছিলেন। তাঁরা তারপর বল্লেন—যে জিব্রাল্টার, মাল্টা, বেনগাজী এবং প্যালেষ্টাইনের বিরাট-যুক্তরাষ্ট্রীয় বিমানঘাঁটিস্থ আক্রমণকারী বিমান-ছত্রের আনুক্রমিক আড়ালে—আমরা আবার ইজিপ্ট ও আরও পূর্বে আফ্রিকার উপকূলবর্তী বন্দরগুলিতে সৈন্য সমাবেশ কর্‌তে পারব। যদি বেনগাজী অঞ্চল অধিকৃত হয় তাহ'লে যে ইতালীতে ব্যাপক-ভাবে বিমানহানা দেওয়ার বাস্তব সম্ভাবনা বর্তমান, একথাও তাঁরা জানালেন।

বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা চল্‌লো, এমন কি একজন অফিসর অবান্তর ভাবে, ব্রিটিশ সৈন্যদলে কেন মলমূত্রাগারকে 'House of Lords' বা লর্ড সভা বলা হয় তা বোঝাতে লাগলেন। কিন্তু জেনারেল মণ্টগোমারী ফ্রন্ট ছাড়া আরও কোনও বিষয় কথা বল্‌তে নারাজ। তিনি ভদ্রভাবে অপরের কথা শুন্‌বেন, তারপর দুএক মিনিটের পর কথার গতি মরুযুদ্ধে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। অবশেষে তিনি আর আমি সেই তাঁবু থেকে বেরিয়ে আমার জন্য নির্দিষ্ট শয়নঘরের দিকে চল্‌লাম। তিনি স্বয়ং পরীক্ষা করে দেখ্‌লেন আমার শোবার বাঙ্ক্‌টি ঠিক আছে কিনা—তারপর ট্রেলারের সিঁড়িতে বসে আমরা উভয়ে গল্প কর্‌তে লাগ্‌লাম—এখান থেকে বসে দেখ্‌লাম, অদূরে সমুদ্রে চাঁদের আলো তরঙ্গাঘাতে ভেঙে পড়্‌ছে—আর আমাদের পিছনে

রোমেলের পশ্চাদপসারী বাহিনীর প্রতি নিক্ষিপ্ত জেনারেলের গোলন্দাজ বাহিনীর কামানধ্বনি শুন্‌তে লাগ্‌লাম।

তিনি সেদিন অতীত দিনের কথায় মুখর ও মননশীল ছিলেন; ডনিগাল কাউন্টিতে তাঁর ছেলেবয়সের কথা, ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে তাঁর সুদীর্ঘ সংযোগ ও সেই ব্যপদেশে পৃথিবীর বহুস্থানে গমন, যুদ্ধ সুরু হবার পর সাধারণ এবং সামরিক কর্তৃপক্ষদের মধ্যে শুধু প্রতিরোধমূলক নয় দৃঢ়তাসূচক মনোভংগী গঠনে নিরন্তর চেষ্টার কথা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে কথা চল্‌ল।

"আমি বল্‌ছি, উইলকি, এই একমাত্র উপায়েই আমরা বস্‌দের হারাতে পারব।" তিনি সর্বদা জার্মানদের বল্‌তেন "The Boches." "এদের একবিন্দু অবসর দিওনা—অবসর দিওনা, বসেরা ভালো সৈন্য, এরা পেশাদার।"

রোমেল সম্বন্ধে প্রশ্ন করাতে বল্‌লেন—"রোমেল শিক্ষিত এবং কুশলী জেনারেল বা সেনানায়ক, কিন্তু তাঁর দুর্বলতা আছে, নিজের কৌশলের পুনরাবৃত্তি করেন—আর সেই পথেই আমি তাঁকে ধরব।"

তিনি যাবার জন্য উঠ্‌লেন, আমাকে বিশ্রামের শুভেচ্ছা জানিয়ে বল্লেন—"শোবার আগে আমি বরাবরই একটু পড়ি।" তারপর একটু বিষাদভরে জানালেন তাঁর সঙ্গে অল্পই বই আছে। অর্থাৎ সংসারে তাঁর যা কিছু সম্বল তা কাছেই আছে। ইংলণ্ড ত্যাগ করার কিছু আগে তাঁর আসবাবপত্র আর সারা জীবনের সংগ্রহ বইগুলি ডোভারের এক মালখানায় রেখেছিলেন। তিনি বল্লেন—"এক বিমান আক্রমণে বসেরা সব ধ্বংস করেছে।"

পরদিন ফ্রণ্টে আমরা বেড়ালাম, সচক্ষে দেখ্‌লাম রাশি রাশি ট্যাঙ্ক আর গোলন্দাজ বাহিনী, সাময়িক আক্রমণকারী-বিমান ঘাঁটি,

আর যে নিয়ত পরিবর্তনশীলতা ও অবস্থা তারল্য, মরুযুদ্ধের বৈশিষ্ট্য, সেই যুদ্ধোপযোগী দুর্ধর্ষ সরবরাহগোষ্ঠী। জেনারেল মণ্ট্‌গোমারীর নিজের কাজ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ও সম্পূর্ণতা লক্ষ্য করে আমি পুনরায় গভীর আকৃষ্ট হলাম। কোর, ডিভিসন, ব্রিগেড রেজিমেণ্ট, ব্যাটালিয়ন বা হেড কোয়ার্টার্স যাই হোক না কেন, তাদের গতিবিধি ও ট্যাঙ্কের অবস্থিতি সম্বন্ধে ভারপ্রাপ্ত অফিসারের চাইতেও বিস্তারিত খবর তিনি জানেন। বাড়াবাড়ি বলে মনে হতে পারে, কিন্তু কথাগুলি সত্য। সূক্ষাংশ সম্পর্কে লোকটীর বিস্ময়কর অসীম আগ্রহ।

মরুভূমিতে বিক্ষিপ্ত প্রচুর জার্মান ট্যাঙ্ক আমরা পরিদর্শন করলাম। এগুলি ব্রিটিশরা অধিকার করেছে এবং মণ্টগোমারীর আদেশে ধ্বংস করা হয়েছে। এই সব ধ্বংসপ্রাপ্ত ট্যাঙ্কে আমরা উঠলাম। তিনি খাবার বাক্স খুলে আমার হাতে ব্রিটিশ খাদ্যদ্রব্যের চূর্ণ অংশবিশেষ ও যে সমস্ত দ্রব্যাদি টৌব্রুক দখলের পর জার্মানরা নিয়েছিল তা দেখালেন। "দেখ উইলকি, শয়তানরা আমাদের খেয়েই বেঁচে ছিল, কিন্তু আর এসব চল্‌বেনা, অন্ততঃ এই ট্যাঙ্কগুলি ত' আমাদের বিপক্ষে আর ব্যবহার কর্‌তে পার্‌বেনা।"

আমরা যতক্ষণ ফ্রণ্টে বেড়াচ্ছিলাম ততক্ষণ ব্রিটিশ গোলন্দাজবাহিনী নিয়মিত ভাবে বজ্রগর্জন করেছে আর ব্রিটিশ ও আমেরিকান বিমানগুলি রোমেলের পশ্চাদপসারি বাহিনীকে বিপর্যস্ত করেছে। বিনিময়ে জার্মানরা ব্রিটিশ গোলন্দাজ সন্নিবেশের উপর স্টুটগার্ট বিমানের ঝাঁক নিয়ে দ্রুততালে তীক্ষ্ণভাবে হানা দিয়েছে। এখানে ওখানে মাথার উপর উজ্জ্বল আকাশে আঘাতপ্রাপ্ত বিমান কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়া আর আগুন উদ্গীরণ কর্‌তে কর্‌তে মাটির দিকে চক্রাকারে এসে পড়্‌ছে। কখনও বা দেখ্‌তাম সময় মত যে-ভাগ্যবান বৈমানিক ঝাঁপ দিচ্ছে

পেরেছে তার ভাসমান প্যারাস্যুট, আমার মনে হত মৃদু দক্ষিণা হাওয়ায় সবই যেন ভূমধ্য সাগরে পুরশ্চালিত হয়ে ভাসমান।

ফ্রণ্টে যে সব সৈনিক আমরা দেখেছি তার মধ্যে আছে ইংরাজ, অষ্ট্রেলিয়ান, নিউজিলাণ্ডীয়, ক্যানাডীয়, দক্ষিণ আফ্রিকার সৈন্যদল, এবং ত্রিশজন আমেরিকানের একটি দল। শেষোক্ত দলটি ট্যাঙ্কবাহিনী, যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিমানযোগে এদের প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে পাঠান হয়েছে। আমি প্রত্যেক আমেরিকানের সঙ্গে কথা কয়ে দেখ্‌লাম যে তারা আঠারটি বিভিন্ন আমেরিকান রাষ্ট্রের প্রতিনিধি। তারা ভালোই আছে মনে হল, এবং বেশ অকপটে তাদের আমেরিকা ফিরে যাবার বাসনা জানালো। ডজারস ও কার্ডিনালস্‌রা তখন নৌকা-কেতন (pennant) প্রতিযোগীতার ফাইনালে, সেই সম্পর্কে তারা আগ্রহপূর্ণ অসংখ্য প্রশ্ন কর্‌তে লাগল। এরা সবেমাত্র যুদ্ধ থেকে ফিরেছে, আবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে যাওয়ার কথা, কিন্তু আশ্চর্য এতটুকু বীরত্বের বড়াই নেই, লম্বা কথা নেই। এই সব স্বাস্থ্যবান আমেরিকান যুবকগোষ্ঠী আশা করে আছে কখন আবার তারা তাদের টেক্সাস্‌, ব্রডওয়ে, আইওয়াস্থ ক্ষেত দেখ্‌তে পাবে।

মধ্যাহ্নে জনৈক বিভাগীয় কমাণ্ডারের হেড্‌কোয়ার্টার্সে আহারের জন্য আমরা থাম্‌লাম, এখানেও বাসা মোটরের ট্রেলার নিয়ে গঠিত হয়েছে। লাঞ্চ্‌ বা মধ্যাহ্নকালীন আহার মানে—স্যাণ্ডউইচ্‌ আর মাছি। এই মাছি জার্মানদের মতোই সমানভাবে আমাদের সৈন্যদের বিব্রত করে। মুখে, চোখে, নাকে মাছি এসে ঢুকে পড়ে। মরুযুদ্ধের এই এক জ্বালা, কিন্তু আমার মনে হয় এ অনেকটা গতযুদ্ধে ফরাসী ট্রেঞ্চের কাদার মত প্রত্যক্ষ। অনেক অফিসারই অভিযোগ করে বল্লেন—তাঁদের চোখে আর মুখে মিহি বালি দিনরাত উড়ে পড়ছে। সর্বপ্রকার যান্ত্রিক সরঞ্জামের এই

জন্য বড় শীঘ্র ক্ষয় হয়। একজন বৈমানিক বল্লেন সাধারণ বিমান ইঞ্জিন মরুভূমির আবহাওয়ায় প্রত্যাশিত স্বাভাবিক জীবনের মাত্র শতকরা ২৫ ভাগ ব্যবহারযোগ্য থাকে। ঈজিপ্টের যেখানেই গেছি সুদক্ষ আমেরিকান ও ব্রিটিশ বিমান ইঞ্জিনিয়ারদের ফিল্টারের জটিলতা নিয়ে বিব্রত দেখেছি।

জেনারেল মণ্টগোমারীর হেডকোয়ার্টার্সে ফেরার পথে আমি যা দেখ্‌লাম ও শুন্‌লাম তার একটা মোটামুটি বিবরণ তিনি আমাকে বল্‌তে লাগ্‌লেন। তাঁর যুদ্ধের বর্তমান পরিস্থিতির চমৎকারিত্ব বর্ণনায়, এবং যে-যুদ্ধ সবেমাত্র শেষ হোল, তা যে চূড়ান্ত জয়ের অভিব্যঞ্জক, এই কথা জানাবার সময় তিনি কোনো অংশেরই বর্ণনা বাদ দিলেন না।

"এই যুদ্ধে ট্যাঙ্ক ও বিমানের ওপর আমাদের যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আর পূর্ব-ভূমধ্য সাগরের পথে রোমেলের সমর-সম্ভার না-পাওয়ার সম্ভাবনা হওয়ায় (কারণ আমরা তার পাঁচের ভিতর চারটি সরবরাহকারী যান ধ্বংস কর্‌ছি,)—রোমেলকে যে আমরা অবশেষে ধ্বংস করতে পারবো এ উক্তির গণিতিক নিশ্চয়তা বর্তমান। এই যুদ্ধে কঠিনতম শক্তি পরীক্ষা হয়ে গেল। তাঁকে স্বয়ং শত্রুপক্ষের ও নিজেদের ট্যাঙ্ক-ক্ষতি ও ধ্বংসের সংখ্যা নির্ণয় করতে দেখেছি। শত্রুপক্ষের অনেক ক্ষয় ক্ষতি আবার আমি নিজেই প্রত্যক্ষ করেছি। আগেই সংবাদ পেয়েছিলাম যে আলেক-জান্দ্রিয়ার পূর্বে আমেরিকান জাহাজ থেকে প্রচুর সমর-সম্ভার নামান হচ্চে, সে কথা তিনিও সমর্থন করলেন।

আমার কাছে তিনি একটি অনুগ্রহ প্রার্থনা করলেন। একটা বিজিত মনোবৃত্তি সমগ্র ইজিপ্ট, উত্তর-আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্য গ্রাস করে আছে; উপর্যুপরি ব্রিটিশ পরাজয়ের ফলে অনেকেরই ধারণা জার্মানরা ইজিপ্ট অধিকার করবে। এই কারণে ব্রিটেনের মর্যাদা

ক্ষুণ্ণ হয়েছে। আমাদের গুপ্তচর বিভাগে এ সবের প্রতিক্রিয়া শত্রুপক্ষের সহায়ক হয়েছে। রোমেলকে তিনি থামিয়েছেন—কিন্তু পোর্ট সৈদে তখন যে তিনশত সারমান ট্যাঙ্ক্ সবে এসে পৌঁছেচে তা কাজে লাগাবার পূর্বেই রোমেল মরুভূমিতে পশ্চাদপসরণ করেন এ তাঁর অভিপ্রেত নয়। তাঁর অনুমান ট্যাঙ্কগুলি পেতে প্রায় তিন সপ্তাহ সময় লাগ্‌বে। যদি এখনই যুদ্ধের ফলাফল যথারীতি ঘোষণা করে দেওয়া হয় তাহলে রোমেলের পশ্চাদপসরণ দ্রুত হতে পারে এই তাঁর আশঙ্কা। কিন্তু আমার কোনও বে-সরকারী উক্তিকে রোমেল হয়ত নূতন আক্রমণাত্মক লক্ষণ মনে না করতে পারেন অথচ ঈজিপ্ট, আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের জনগণের মনোবল যথেষ্ট দৃঢ় হয়ে উঠ্‌বে।

সচক্ষে যা প্রত্যক্ষ কর্‌লাম তাতে তিনি যা করেছেন তার গুরুত্ব সম্বন্ধে যে অতিশয়োক্তি কর্‌ছেন না তা উপলব্ধি করেছি, সুতরাং তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ কর্‌তে আনন্দ হোল।

অতঃপর তিনি তাঁর হেডকোয়ার্টার্সে সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের আহ্বান কর্‌লেন, আর আমি পূর্বাহ্নে স্থিরীকৃত উভয়ের মনোনীত ভাষায় যুদ্ধের ফলাফল তাঁদের জানালাম ঃ

"ঈজিপ্ট এখন নিরাপদ। রোমেল বিতাড়িত, আফ্রিকা থেকে জার্মান বিতাড়নের কাজ সুরু হয়েছে।"

ব্রিটিশের তরফ থেকে সাংবাদিকগণ দীর্ঘকালের মধ্যে এই একটি সুসংবাদ পেলেন। বহুবার তাঁরা প্রতারিত হয়েছেন, তদুপরি তাঁরা পরিশ্রান্ত। তাঁদের চোখে সমর-সীমানা এতটুকু হ্রাস পায়নি। রোমেল তখনও নীলের কয়েক মাইল মাত্র দূরে, অথচ ত্রিপোলীর পথ—যেখান থেকে আমরা হঠে এসেছি—তা অনেক দূর, আর কাইরোর পথের স্বল্পতা বেদনাদায়ক। সেই সন্ধ্যায় বহু সংবাদদাতার মুখেই একটু সৌজন্যমিশ্রিত

সংশয় লক্ষ্য করলাম। ভবিষ্যৎবক্তা জেনারেলদের কথায় তাঁরা অভ্যস্ত, কিন্তু কর্ম-নির্বাহক জেনারেলদের সম্বন্ধে তাঁদের কোনো অভিজ্ঞতা নেই।

মণ্টগোমারীর হেড কোয়ার্টার্স থেকে একটি ছোট জার্মান স্কাউট প্লেনে উঠলাম, এর কেবিন আগাগোড়া কাঁচের সুতরাং সকল দিক বেশ দেখা যায়, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ব্রিটিশ ও আমেরিকান বিমানঘাঁটি পর্যন্ত। এয়ার মার্শাল টেডার ছিলেন এই বিমানের সঞ্চালক (Pilot)।

বিমান ঘাঁটিতে শত শত আমেরিকান ও ব্রিটিশ বৈমানিক দেখলাম। কেউ সবেমাত্র যুদ্ধ থেকে ফিরে নামছেন, কেউ বা উঠছেন। অনেকে আবার অভিজ্ঞতা বিনিময় করছেন, বাতাস আর আবহাওয়ার কথা। সর্বত্রই একটা নির্ভীক ও বে-পরোয়া ভাব। সকালে যাদের প্যারাসুটসহ ভূমধ্যসাগরের দিকে ভাসমান দেখলাম তাদের পরিণাম সম্পর্কে শঙ্কাভরে প্রশ্ন করে জানলাম তাদের সনাক্ত করা যায়নি; কিন্তু ভারপ্রাপ্ত অফিসর বল্লেন—"আশ্চর্য! কজন যে প্রবাহতাড়িত হয়ে ভেসে গেল কে জানে? কিছু শত্রু-সীমানার পিছনেই পড়ে, কিছু সমুদ্রে, আর কিছু বা সুদূর মরুভূমিতে। তবে বুদ্ধিকৌশলে ও আত্ম-বিশ্বাসের বলে অনেকেই হেড কোয়ার্টার্সে ফিরে আসে।"

কয়েকজন আমেরিকান বৈমানিকের সঙ্গে কথা বল্লাম, মরুতে দেখা সেই সৈনিকদের মতোই এঁদের মনোভংগী। তারপর এয়ার মার্শাল ও আমি আলেকজান্দ্রিয়ার দিকে উড়ে চল্লাম। যুদ্ধ যে, আমাদের দেখা বালি, ট্যাঙ্ক অথবা দীর্ঘ কামানের পরিচ্ছন্ন নলের মত সহজ ও সরল নয় সেই কথাটাই এই বিরতির অবসরে বিশেষভাবে আমার মনে জাগল।

আলেকজান্দ্রিয়ার দুটি স্মৃতিকথা আমার মনে স্পষ্ট হয়ে আছে। প্রথমতঃ বন্দরের ফরাসী নৌবাহিনীর আশাহত অধ্যক্ষ রিয়ার এড্মিরাল গডফ্রের সঙ্গে আমার সুদীর্ঘ আলোচনা। শহরের সকল দিক থেকেই

তাঁর জাহাজগুলি দৃশ্যমান। তাদের কামানের কিছু অংশ তীর প্রান্তে, জাহাজের খোল গুগ্‌লী, শামুকে আচ্ছন্ন—সামান্য কিছু দূরে পাড়ি দেবার মত তেল তাঁদের আছে। তবুও এরা এক বলিষ্ঠ সম্ভাবনাময় শক্তির প্রতিনিধি।

মৃত্যুর এই বিশাল যন্ত্রে ফরাসী কৃষকেরা ঢেলেছে তাদের সঞ্চয়, ইঞ্জিনিয়ার ও নাবিকরা তাদের কৃতিত্ব; ফ্রান্স আজও নাৎসী কবলিত থাকা সত্ত্বেও এইখানে এদের এই সম্মানহীন বিকলত্বের নিষ্প্রয়োজন উপস্থিতি এই বেদনাদায়ক কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে, যুদ্ধ আজো বহু ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর কাছে সংশয়ময় ও ঘৃণিত, কোন্ পক্ষে যোগ দিতে হবে তারা এখনও স্থির করতে পারেনি।

এডমিরাল গডফ্রে ভালো ইংরাজী বলেন, তাঁকে একজন উচ্চ শ্রেণীর দক্ষ ফরাসী অফিসার বলে মনে হ'ল, যে ব্রিটিশ অফিসারগণ আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন, আমার এই ধারণা তাঁরাও সমর্থন করলেন। ফ্রান্সের ঘটনা-বিপর্যয়ে তিনি বড়ই বিব্রত, আর সরল অফিসার সুলভ নিয়ম নিষ্ঠার পরিধির মধ্যেই তাঁর সামরিক জ্ঞান সীমাবদ্ধ। ১৯৪০ জুনের পর ফরাসী নৌবহরের উপর ব্রিটিশের আক্রমণে তিনি স্বভাবতঃই গভীরভাবে বিদ্বেষ পরায়ণ হয়ে উঠেছেন। তবে তিনি যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে শুভেচ্ছা প্রকাশ করলেন। যদিও তিনি বল্লেন যে মার্শাল পেঁতা যতকাল জীবিত থাকবেন ততকাল তিনি তাঁরই আদেশানুসারে চলবেন। তবু তিনি তাঁর নিজের ও অধীনস্থ নাবিকদের ব্যক্তিগত অভিমত আমাকে জানিয়েছিলেন। তাঁদের ধারণা আমেরিকানরা ঠিক আসবেই, আর সেই ক্ষেত্রে তাঁদের নৌবাহিনী নামমাত্র (Token) বাধা দেবে।

দারলাঁর সঙ্গে পূর্বাহ্নে কোনও বন্দোবস্ত না করেই যদি আমরা সোজাসুজি আমেরিকান হিসাবে ফরাসীদের সঙ্গে লড়তে যাই, তাহলে আমাদের সম্ভাব্য ক্ষতির যে-কাহিনী তাঁর সঙ্গে ও অপরাপর ফরাসী

অফিসার, নাবিক ও সৈন্যদের সঙ্গে আলোচনাকালে শুনেছিলাম, তার কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জিত অংশ বাদ না দিয়ে আমি কখনই গ্রহণ করিনি। যে-সব কাহিনী সপ্রমাণ করা শক্ত, আবার অ-প্রমাণও করা যায় না সে কাহিনী আমি সর্বদাই সন্দেহের চোখে দেখি, বিশেষ যখন তা কোনও রাজনৈতিক নীতির সমর্থক।

দক্ষিণ আমেরিকার জলে *Exeter* ও *Graf Spee* নৌযুদ্ধের নায়ক ও বর্তমানে পূর্ব-ভূমধ্য-সাগরে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ এডমিরাল হারউডের গৃহে সেই রাত্রের ডিনার আমার আলেকজান্দ্রিয়ার দ্বিতীয় স্মৃতি। সেই রাত্রে তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার নৌ-বিভাগীয়, কূটনৈতিক ও রাষ্ট্র-প্রতিনিধি দপ্তরের দশজন সহযোগীকে আমার সঙ্গে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন। কতকটা অনাসক্ত এবং নৈর্ব্যক্তিকভাবেই পৃথিবীর সর্বত্র যুদ্ধরত অফিসারদের মধ্যে যেভাবে যুদ্ধালোচনা চলে সেইভাবে আমাদের কথা চললো—অবশেষে আলোচনা রাজনীতিতে রূপান্তরিত হ'ল।

এঁরা সকলেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এক একজন অভিজ্ঞ শাসক, ভাবীকাল সম্পর্কে বিশেষতঃ ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ ও প্রাচ্যের অসংখ্য জনগণের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাদের সংযুক্ত দায়িত্ব বিষয়ে কিছু কথা আদায় করবার চেষ্টা করলাম।

যা পেলাম তা বিশুদ্ধ রাডিয়ার্ড কিপলিঙ[1]—এমন কি সিসিল রোডসের[2] উদারনীতিরও ছোঁয়াচমুক্ত। আমি জানি ইংল্যাণ্ড ও

১ রাডিয়ার্ড কিপলিঙ—(১৮৬৫—১৯৩৬ খৃঃ) ইংরাজ সাহিত্যিক ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নীতির গোঁড়া সমর্থক ও কুখ্যাত ভারত বিদ্বেষী।

২ সিসিল জন রোডস (১৮৫২—১৯০২ খৃঃ) ইংরাজ রাজ-নীতিবিদ, আফ্রিকার ব্রিটিশ অধিকার বিস্তারে সহায়ক ও পরে কেপ কলোনীর প্রধান মন্ত্রী হ'ন। শেষ জীবনে রোডেসিয়ার উন্নতির জন্য সচেষ্ট হন।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্বত্র ওয়াকিবহাল ইংরাজগণ পুরাতন আদর্শের "অভিভাবকত্বের" দায়িত্বের পরিবর্তে কিভাবে স্বায়ত্ব শাসনের ব্যবস্থার দিকে অধিকতর অগ্রসর হওয়া সম্ভব সেই সমস্যা সমাধানের পন্থা উদ্ভাবনের জন্য কঠোরভাবে চেষ্টা করছেন। কিন্তু "লণ্ডনে প্রস্তুত" শাসন-নীতি পালনকারী এই ভদ্রলোকদের ধারণা নেই যে পৃথিবীর রূপ পরিবর্তিত হচ্ছে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা তাঁদের চক্ষে সম্পূর্ণ নয়; আমার মনে হ'ল, এই নীতির পরিবর্তন করার যে কোনও সম্ভাবনা আছে সে কথা তাঁরা কখনও চিন্তা করেন নি। এটল্যাণ্টিক চার্টার বা অতলান্তিক সনদ তাঁরা সকলেই প্রায় পড়েছেন। সেই সনদ যে তাঁদের জীবন-গতি বা চিন্তাধারা পরিবর্তিত করতে পারে এটা তাঁদের কারো খেয়াল হয়নি। আমার সেই সন্ধ্যার সিদ্ধান্ত মধ্যপ্রাচ্যের পরবর্তী দিনগুলিতে দৃঢ়তর হয়ে উঠল; এই যুদ্ধক্ষেত্রের উজ্জ্বল সাফল্য, পৃথিবীর সুদূরতম প্রান্তব্যাপী মহাসমরে আমাদের বিজয়ী করবে না, নূতন লোক ও প্রাচ্যের জনগণের প্রতি আমাদের সম্বন্ধ সম্পর্কে নূতন মনোভাবই এই যুদ্ধে বিজয়-সাফল্য আনতে পারে, নইলে যে কোনও শান্তি ব্যবস্থা শুধু সাময়িক যুদ্ধ-বিরতি হয়ে দাঁড়াবে।

পরদিন রাজা ফারুক, প্রধান মন্ত্রী এবং পরে ইজিপ্টের ব্রিটিশ রাজদূত অর্থাৎ ইজিপ্টের প্রকৃত শাসনকর্তা সার মাইলস্ ল্যাম্প্‌সনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য কাইরোয় ফিরে এলাম। সারা পথেই অতীত ও বর্তমানের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ লক্ষ্য করলাম। একদিকে নীল উপত্যকার উপজাত দ্রব্যসম্ভারে পূর্ণ দেশীচালক পরিচালিত উষ্ট্রবাহিনী —আর অন্যদিকে উগ্র শক্তিবিশিষ্ট বিমানপূর্ণ সুদীর্ঘ নূতন ধরণের লরীর সার কাইরোর কারখানায় চলেছে ভগ্নাংশ মেরামতের জন্য—ইজিপ্টের প্রাচীন গৌরবের স্মারক স্ফিংকস আর পিরামিড সর্বদাই সুদূরে দৃশ্যমান।

মধ্য-প্রাচ্য

কাইরো থেকে তেহারেণে—সহস্র বৎসরের ইতিহাসের বৈষম্য ও বৈচিত্র্য যেখানে আজো রক্ষিত, পৃথিবীর সভ্যতার মতো প্রাচীন সেই সব শহরের উপর দিয়ে 'বাণিজ্য পথ' ধরে উড়ে চল্‌লাম। নীল উপত্যকার সেচ-শোষকের (Pump) ধারে, চোখ বাঁধা মহিষদের অন্তহীন চক্রে ঘুরতে দেখে মনে হ'ল, আমার দেখা ইজিপ্টের আমেরিকান মেরামতী কারখানার সঙ্গে এর কিছুই সংযোগ নেই। অপরিচ্ছন্ন, অর্ধভুক্ত ছেলেরা প্রাচীন জেরুসালেমের শহরে খেলা করছে, বেরুটের বিমানক্ষেত্রে তরুণ ফরাসী সৈনিকদল, বাগদাদের কম্বলের কারখানায় আরব দেশের দশ বছরের বালক-বালিকারা কাজ করছে, তেহারেণের বহির্দেশে পোলিশ-শরণাগতেরা বিরাট ব্যারাকে বাসা বেঁধেছে—এই বিশাল অঞ্চল, যাকে আমরা মধ্য-প্রাচ্য বলি, তার যে চিত্র আমি পেলাম তা বৈষম্য, তীক্ষ্ণ রঙ আর বিভ্রমে পরিপূর্ণ।

আধুনিক ভ্রমণকারী শূন্য-বিচরণকালে যে দেশের ওপর দিয়ে যান, মনে মনে তার একটা নক্সা রচনার সুযোগ পান। বেরুট থেকে লীডা, বাগদাদ, তেহারেনে দীর্ঘ পাড়ি দেবার সময় আমার নোটগুলি পর্যালোচনা করা ও খুঁটিনাটি বিষয়ে বিচার-বিবেচনা করার সময় পাওয়া গেল। সোভিয়েট য়ুনিয়নের উদ্দেশ্যে ইরাণ ছাড়বার পূর্বেই মধ্য প্রাচ্য সম্পর্কে নিজেকেই যে কতকগুলি জরুরী ও গুরুত্ব পূর্ণ প্রশ্ন করেছিলাম তার উত্তর সম্পর্কে মন স্থির করে ফেল্লাম।

প্রথমতঃ আমি সিদ্ধান্ত করলাম যে এই সব জনগণ আমাদের বিপক্ষে নয়, আমাদের পক্ষেই আছে। আমেরিকা অনেক দূর এবং এদের ওপর কোন রকম কর্তৃত্ব করে না, অংশত সেটি একটি হেতু। এটি একটি প্রধান কারণ—এই কারণেই জার্মানীর এখনও ইরাণে জনপ্রিয়তা আছে। তদুপরি আমেরিকা যুদ্ধাবতরণে সাধারণের ধারণা হয়েছে সামরিক যে কোনও বিপর্যয় ঘটুক না কেন, সম্মিলিত জাতিগুলি পরিশেষে জয়ী হবেই। আলেকজান্দার দি গ্রেটেরও পূর্বকাল থেকে মধ্য প্রাচ্যের জনগণ ধারাবাহিকভাবে বিজয়ীর কাছে পরাজয় বরণ করেছে—এক কথায় সেই কারণেই হয়ত এদের চিন্তাধারায় বাস্তবতার পরিমাণ অধিক এবং সহজাত উদ্বর্তন প্রবৃত্তির ফলে যুদ্ধের প্রত্যক্ষ পরিণতির পূর্বেই বিজয়ী দল নির্বাচনে এরা সমর্থ হয়।

আমার দ্বিতীয় সিদ্ধান্তঃ যতগুলি দেশ পরিভ্রমণ করলাম দেখেছি প্রায় সবত্রই একটা প্রচ্ছন্ন বিক্ষোভের জ্বালা বর্তমান। কঠিনতম নিরপেক্ষতাও এই যুদ্ধের গভীর ও উগ্রতম পরিবর্তনের হাত থেকে এই সব জনগণকে রক্ষা করতে পারবে না। বিগত দশটি শতাব্দীতেও তাদের জীবনের যে পরিবর্তন ঘটেনি আগামী দশ বছরে সেই পরিবর্তন সাধিত হবে।

তৃতীয়তঃ, আমি এই পবিবর্তন আমাদের অনুকূলে ঘটবে এমন কিছু স্বয়ংক্রিয় নিশ্চয়তা লক্ষ্য করলাম না। আমাদের পাশ্চাত্য রাজনৈতিক ভাবধারার ইন্দ্রজাল, বহু মুসলমান, আরব, ইহুদী ও ইরাণীদের কাছে তীক্ষ্ণ তাচ্ছিল্যের কারণ হয়েছে। এক পুরুষ ধরে তারা আমাদের ঘনিষ্ঠভাবে লক্ষ্য করছে, এদিকে আমরা নিজেদের মধ্যেই যুধ্যমান এবং নিজেদেরই ভাবাদর্শের কেন্দ্রীয় আকৃতি সম্পর্কে সংশয়াচ্ছন্ন। সর্বত্রই আমি ভদ্র ও সংশয়শীল লোক দেখেছি, তারা তাদের নিজস্ব সুযোগ ও অসুবিধা সম্পর্কে সৌজন্যসহকারে আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে

কিন্তু আমাদের নিজস্ব সমস্যা সম্পর্কে শ্লেষাত্মক প্রশ্ন করেছে। আমেরিকার জাতিগত বৈষম্য ব্যবস্থার কথা প্রায়ই উঠত, এবং আমার মনে হয় যতগুলি সরকারী কর্মচারীর সঙ্গে আমি আলাপ করেছিলাম সকলেই আমাদের সঙ্গে ভিসির সম্বন্ধ সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। আরব এবং ইহুদীগণ কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করেছেন যে আমাদের স্বাধীনতা কথার অর্থ কি নূতন ও বর্ধিত তাঁবেদার রাষ্ট্রের প্রসার। কারণে বা অকারণে, তাদের কাছে যেমন লেবানন, সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইন, বিদেশী শাসনের স্বেচ্ছাচারিতার মূর্তি নিয়ে আছে।

পরিশেষে মধ্য-প্রাচ্যের যেখানেই আমি গেছি সর্বত্রই শ্রম-শিল্প সংক্রান্ত একটা অনগ্রসরতার সঙ্গে দারিদ্র্য ও কদর্যতা লক্ষ্য করেছি। আমি বুঝি কোনও আমেরিকানের এই উক্তিকে হয়ত সোজাভাবে গ্রহণ করা হবে না। আমি জেরুসালেমে গিয়ে সর্বপ্রথম জানলাম যে বাইবেলের যুগে প্রত্যাবর্তনের প্রকৃত মনোভংগী নিয়ে বহু আমেরিকান সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁরা যে সত্যই বাইবেলের যুগে ফিরেছেন তার কারণ এই যে দু'হাজার বছরেও সে দেশের সামান্যই পরিবর্তন ঘটেছে। পাশ্চাত্য প্রভাবমুক্ত পূর্বকালের সরল ও কঠিন জীবনের আভ্যন্তরীণ রূপের উপরে আধুনিক বিমান পথ, তেলের পাইপ লাইন, পীচঢালা রাস্তা, এমন কি প্লাম্বিং ব্যবস্থা প্রভৃতি সব কিছু, চাকচিক্যের একটা পাতলা আবরণী মাত্র। বিশ্বব্যাপী জিওনিষ্ট আন্দোলনের ফলে যে সব কৃষি, শ্রমশিল্প বা সাংস্কৃতিক উন্নতি সাধিত হয়েছে বা আরবরা বাগদাদে যে স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠা করেছে—তাই যা একমাত্র উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম।

এই জনগণের বিভিন্ন পরিমাণে ও বিভিন্ন ভাবে চারটি জিনিষের প্রয়োজন রয়েছে বলে আমার মনে হ'ল, এদের মধ্যে আরো শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজন, জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা আরো প্রসার, অধিকতর আধুনিকতম

শ্রমশিল্পের প্রতিষ্ঠা, আর প্রয়োজন স্বায়ত্বশাসন ও স্বাধীনতা জনিত অধিকতর সামাজিক মর্যাদা ও আত্ম-বিশ্বাসের।

ইতিহাস ইজিপ্টের লোকের জাতীয়-জীবনের যে তেজস্বীতার দাবী রাখে, শিক্ষা বিস্তারের ফলে তা যে আবার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, এই নীলের পথে ভ্রমণকালে, (এমন কি এই যুদ্ধের আবহাওয়ায়). যে কোনও ভ্রমণকারীর মনে সেকথা উদয় না হয়ে পারে না, এই আমার ধারণা। দেশে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ইংরাজ ও আমেরিকানরা সহায়তা করেছেন, আমি রাজা ফারুক থেকে প্রধানমন্ত্রী নাহাশ পাশা, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার প্রভৃতি সকল শ্রেণীর ইজিপ্তিয়দের সঙ্গে আলাপ করেছি, এরা পৃথিবীর যে কোনও দেশে শিক্ষিত লোক হিসাবে স্বীকৃত হবেন। তবু ইজিপ্টের, এমন কি মধ্যপ্রাচ্যের কোথাও—এক তুরস্ক ছাড়া—জাতীয় গৌরবের বস্তু হিসাবে কেউ আমাকে দেশীয় বিদ্যালয় দেখাবার প্রস্তাব করেনি। একমাত্র স্কুল যা দেখবার জন্য আমি অনুরুদ্ধ হয়েছিলাম, তা একটি আমেরিকান মহিলা পরিচালিত মেয়েদের স্কুল। গভীর বাধা সত্ত্বেও তিনি গত বিশ বছর ধরে ইজিপ্তীয় অনাথদের শিক্ষা দেবার জন্য চেষ্টা করছেন।

যতগুলি সম্বর্ধনা সভায় গিয়েছি সর্বত্র 'পাশা'দের দেখেছি। তাঁদের অনেকেরই বিদেশিনী স্ত্রী, সামাজিক হিসাবে তাঁরা চমৎকার লোক। ওটোমন শাসনকাল থেকে ইজিপ্টের এই "পাশা" উপাধি প্রচলিত। পুরাকালে সামরিক নেতা বা প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের সম্রাজ্য-সেবার পুরস্কার হিসাবে এই উপাধি প্রদান করা হত। এখন এই উপাধি সম্রাট প্রদত্ত "সৌজন্য সূচক উপাধিতে" পরিণত হয়েছে। ইজিপ্টের লোকেরা পাশাদের আবির্ভাবে লাল কার্পেট বিছিয়ে দেয়, কারণ এই সব কাজ আদায় করার উপযুক্ত অর্থ তাঁদের আছে।

একজন তরুণ সংবাদপত্রসেবীর আতিথেয়তা গ্রহণ করেছিলাম, তাঁকে যখন প্রশ্ন কর্‌লাম "উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ রচনা কর্‌লে কি পাশা হওয়া যায়।" তিনি উত্তরে বল্লেন—"হয়ত হওয়া যায়, তবে কি জানেন ইজিপ্টে প্রায় কেউই গ্রন্থ রচনা করেন না।"

"ছবি আঁকলে পাশা হওয়া যায় ?" আমি প্রশ্ন কর্‌লাম।

"না হবার ত' কোনও কারণ নেই, তবে কেউ এখানে ছবি আঁকেন না।"

"বড় আবিষ্কারক কেউ কখনও পাশা হয়েছেন ?"

আবার উত্তর পেলাম—"ফ্যারাওদের আমলের পর আর কোনও বড় আবিস্কারকের কথা আমার জানা নেই।"

সাংস্কৃতিক এই বন্ধ্যাত্বের কারণ জানবার জন্য আমি ইজিপ্টে বড় বেশী দিন ছিলাম না। আসল কথা ইজিপ্টে সার্বভৌম বড় শহর কাইরোতে, সংস্কৃতি ও শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদেশী আধিপত্য, এর একটি প্রধান হেতু; যেমন পাশাদের একটা ক্ষুদ্র গোষ্ঠী সব উর্বর জমি অধিকার করে আছেন, রাজনৈতিক কার্যাবলীর জন্য নয়, অর্থের বিনিময়ে উপাধি তাঁরা লাভ করেন।

তবে প্রধান কারণ বোধকরি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি। সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে সামান্য সংখ্যক ধনী জমীর মালিক আছেন যাঁদের সম্পত্তি প্রধানতঃ পুরুষানুক্রমিক। আমি তাঁদের অনেকের সঙ্গে আলাপ করে দেখ্‌লাম, যে কোনও প্রকার রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে তাঁরা উদাসীন, বিশেষ যদি তা তাঁদের নিজস্ব কায়েমী স্বার্থের কোনো ব্যাঘাত না ঘটায়। ভ্রাম্যমান জাতি ব্যতীত, জনগণের একটা বিরাট অংশ নিঃস্ব, সম্পত্তিহীন, প্রাচীন পুরোহিত তন্ত্রের বিধানে বিশ্রীভাবে শাসিত, এবং অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন ভাবে জীবন যাপন করে। যাদের প্রাচুর্য

আছে আর যারা নিঃস্ব তাদের মাঝে সৃজনী বা প্রেরণা শক্তি কিছুই জাগেনা। মধ্যপ্রাচ্যে মধ্যপন্থা কিছুই নেই।

তবু আশ্চর্য মনে হতে পারে, এই মাটিতেই দীর্ঘকালের অচেতন জনগণের মধ্যে একটা বিক্ষোভ দেখা গেল, ধর্মব্যবস্থার গণ্ডী ও অনুশীলনের বিধিনিষেধের প্রতি একটা ক্রমবর্ধমান অশ্রদ্ধা লক্ষিত হ'ল। প্রায় সকল শহরেই একটি করে দলের সংস্পর্শে এসেছি, সংখ্যায় তারা অল্প, কিন্তু এই দুর্দমনীয়, উৎসাহী, বিদগ্ধ তরুণদল গণ-আন্দোলনের যে-কৌশল রুশিয়ার বিপ্লব সম্ভব করেছে তা জানে, এবং সেই কথাই আলোচনা করল। আমাদের দেশের প্রজাতন্ত্র ব্যবস্থার পূর্ণতার (Democratic Development) ইতিহাসও তারা জানে। আমার সঙ্গে আলোচনাকালে কি উপায়ে তাদের নিজেদের এই তীব্র আকাঙ্খা পূরণ হবে সেই কথাই বোধকরি মনের মধ্যে পরিমাপ করছিল। পৃথিবীর এই প্রান্তের মত, রাশিয়ায়, চীনদেশে প্রায় সর্বত্রই উদগ্র জাতীয়তার বর্ধমান মনোভংগী লক্ষ্য করেছি। যাঁদের ধারণা যে পৃথিবীর আশা অন্যপথে, তাঁদের পক্ষে এটি বিরক্তিকর সংবাদ।

একই প্রকার অসন্তোষ, বুভুক্ষা ও অসহিষ্ণুতা, আমি ইরাক, লেবানন, ইরাণে লক্ষ্য করেছি ; প্রধান এবং পররাষ্ট্রসচিবরা দক্ষ এবং জ্ঞানী ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও জনগণের সমস্যা সম্পর্কে সরকারী মনোযোগের বেলায় সর্বত্রই সেই সমান অকারণ কাল-হরণ নীতি।

বেরুট, তেহারেণ ও কাইরোতে সর্ব-সাধারণের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা ও পোষকতা করে আমেরিকানরা সহায়তা করার চেষ্টা করছেন। বেরুটে, বেরুটস্থ আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি বেয়ার্ড ডজের উদ্যানে তাঁর সঙ্গে চা পান করলাম। সেইদিনই যুদ্ধরত ফরাসীদের নেতা জেনারেল চার্লস দ্য গল, তাঁদের ডেলিগেট জেনারেল, জেনারেল জর্জেস

কার্ত্ত, এবং ব্রিটিশ মন্ত্রী মেজর জেনারেল এডওয়ার্ড লুইস্ স্পীয়ার্সের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হ'ল, তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গেই সিরিয়া ও লেবাননের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা করলাম। কিন্তু এ আমার অত্যুক্তি নয়, এই সকলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁদের সকলের চেয়ে ডাঃ ডজ আমাকে অধিক আশান্বিত করেছিলেন।

জেনারেল দ্য গলের কাছে আমার যাওয়ার কথা কিন্তু কোনদিনই বিস্মৃত হব না। বেরুটের বিমানক্ষেত্রে আমাকে উর্দি পরিহিত সান্ত্রীবা শোভাযাত্রা এবং বাদ্যভাণ্ড সহকারে সম্বর্ধনা করে জেনারেলের বাস গৃহে নিয়ে যাওয়া হল, বিরাট শুভ্র প্রাসাদ, প্রশস্ত উদ্যানে চারিদিক বেষ্টিত, আর প্রতি বাঁকেই যাত্রীগণ সসম্ভ্রমে সেলাম জানাতে লাগল। জেনারেলের খাস-কামরায় বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপ চলল। সেই কক্ষের প্রায় সকল কোণে, দেয়ালে, নেপোলিয়ানের আবক্ষ প্রতিমূর্তি, মূর্তি বা ছবি সাজান রয়েছে। বিরাট একভোজের মধ্য দিয়ে ও পরে সুন্দর নক্ষত্রালোকিত লনে বসে আমাদের আলোচনা চলতে লাগল।

সিরিয়া বা লেবাননে ব্রিটিশ অথবা তাঁরা আধিপত্য করবেন এই নিয়ে সেই সময়ে ব্রিটিশদের সঙ্গে তাঁর যে দ্বন্দ্ব চলেছিল সেই কথা বর্ণনাকালে জেনারেল বারবার নাটকীয় ভঙ্গীতে বল্লেন—"আমি আমার নীতি বিসর্জন দিতে বা আপোষ করতে পারি না।" তাঁর সহকারী এডিকং যোগ করলেন—"জোন অফ আর্কের মত।" যখন আমি যুদ্ধরত ফরাসী আন্দোলনের প্রতি আমার গভীর আগ্রহের কথা জানালাম, তখন তিনি তা সংশোধিত করে বল্লেন—"যুদ্ধরত ফরাসী (Fighting French) একটা আন্দোলন নয়, স্বয়ং ফ্রান্স। আমরা ফ্রান্সের সব কিছু এবং তার সম্পত্তির অবশিষ্ট ভোগী উত্তরাধিকারী।" যখন আমি স্মরণ করিয়ে দিলাম যে সিরিয়া 'জাতিসঙ্ঘের' (League of Nations) আজ্ঞাবাহী

(Mandated) রাষ্ট্র, তিনি বল্লেন—আমি তা জানি, কিন্তু এর অভিভাবক হিসাবে আমি ট্রাষ্টি। আমি সেই অনুশাসনের অবসান ঘটাতে পারি না বা অপর কাউকে সে কার্য করতে দিতে পারি না। আবার যখন ফ্রান্সে গভর্ণমেণ্ট বা শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে তখনই তা করা সম্ভবপর হবে। পৃথিবীর কোথাও আমি ফরাসী অধিকার এতটুকু ক্ষুণ্ণ হতে দেব না, তবু উইনষ্টন চার্চিল বা ফ্রাঙ্কলিন রুজভেণ্টের সঙ্গে আলোচনায় বসে কোন্ ফরাসী অঞ্চল বা অধিকার সাময়িকভাবে তাঁদের হাতে ছেড়ে দিলে জার্মান বা তাদের সহায়কদের ফ্রান্স থেকে বিতাড়নের সুবিধা হবে সে বিষয়ে মত ও পথ চিন্তা করতে আমি সম্পূর্ণ রাজি আছি।"

তিনি বলতে লাগলেন—"মিঃ উইলকী, কেউ কেউ ভুলে যান যে আমি বা আমার সহযোগীরা ফ্রান্সের প্রতিনিধি। ফ্রান্সের গৌরবময় ইতিহাসের কথা তাঁদের স্মরণ নেই, তার এই সাময়িক অবলুপ্তি হিসাবেই তাঁরা চিন্তা করেন।" ব্রিটিশ ও ফরাসীদের মধ্যে সিরিয়া ও মধ্য প্রাচ্যের আধিপত্য নিয়ে যে কলহ চলেছে সে বিষয়ে পরে আমি লেবাননের একজন উচ্চ পদস্থ কর্মচারীর সঙ্গে আলোচনা করলাম। কোন পক্ষে তাঁর সহানুভূতি প্রশ্ন করায় তিনি বল্লেন—"ওদের দুই ঘরেই প্লেগ উপস্থিত, দুই সমান উৎপাত।" মধ্য প্রাচ্যের বুদ্ধিজীবীদের তাঁবেদারি বা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় একবিন্দু শ্রদ্ধা নেই, তা সে যে কোনো শক্তির হাতেই থাকুক।

বেরুট থেকে জেরুসালেমে গেলাম, প্রাচীন ও আধুনিকের বৈষম্য আর কোথাও এমন নাটকীয় রূপ নেয়নি। আমাদের দ্রুতগামী মোলায়েম আধুনিক বিমানের বাতায়ন পথে পরিষ্কার শূন্য মার্গের তলদেশে—লেবাননের যে-শৈলশ্রেণীতে একদা দেবদারু বৃক্ষের সার ছিল, সেই শৈলশ্রেণী, ডেড সী, সী অফ গ্যালিলী, জর্ডান নদী, মাউণ্ট অফ্ অলিভস্ ও গার্ডেন অফ্ গেথসিমেন দেখা গেল।

জেরুসালেমে ব্যায়ামকারী, পাইপ-পায়ী ও অত্যন্ত দক্ষ এবং পাকা বৃটিশ, প্যালেষ্টাইন ও ট্রান্স জর্ডানের রেসিডেণ্ট হাই কমিশনার সার হ্যারল্ড্ ম্যাক্ মাইকেলের আতিথেয়তা গ্রহণ করেছিলাম। তিনি আমাকে প্রাচীন শহরের সর্বত্র দেখালেন এবং অখণ্ড ধৈর্য সহকারে, খোস মেজাজে, তাঁবেদার ও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের মধ্যে কি প্রভেদ (যা আমেরিকানদের পক্ষে বোঝা কঠিন) তা বোঝালেন।

কিন্তু জেরুসালেমের আমেরিকান কনসাল জেনারেল লাউয়েল সি, পিঙ্কারটন আমাকে প্যালেষ্টাইনের সমস্যার প্রত্যক্ষ ও জটিল অবস্থা জানবার স্বযোগ দিয়েছিলেন। তাঁর উদার-গৃহে তিনি ইহুদী ও আরবদের বিবদমান সকল দলের প্রতিনিধিকে পর্যায়ক্রমে আহ্বান করেছিলেন। এক জনবহুল দিবস ধরে আমি, জো বার্নেস ও মিকে কাউয়েলস্ তাঁদের সঙ্গে আলাপ করেছিলাম। সেই অঞ্চলের বৃটিশ বাহিনীর কর্তা মেজর জেনারেল ডি, এফ, ম্যাককনেল এলেন, আর সার হ্যারল্ডে্র দপ্তরের অস্থায়ী চীফ সেক্রেটারী রবার্ট স্কট; জুইস এজেন্সীর রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান, সুদক্ষ ও বিবেচক মসে সার্টক, আর সার হারল্ডের দপ্তরের আরব সদস্য রুই বে আব্দল হাডি; জিওনিষ্টদের রিভিসনিষ্ট অংশ, এঁরা সমগ্র দেশটাই ইহুদীর জন্ম দাবী করেন, তাঁদের প্রধান ডাঃ আরে আলত্মান; আর আরব আইনজীবী ও জাতীয়তাবাদী নেতা অনী বে আব্দল হাদী, তিনি সমগ্র দেশটা আরবদের জন্মই দাবী করেন। সকলেই তাঁদের কাহিনী বল্লেন।

দিন শেষে এই জটিল সমস্যার সলোমনের মত একটা চূড়ান্ত রকম মীমাংসা করবার জন্ম আমার লোভ হ'ল। কিন্তু তখনই আবার "Hadasah" প্রতিষ্ঠাত্রী মিস্ হেনরিয়েটা জোণ্ডের সরল ও অনাড়ম্বর গৃহে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তাঁকে আমার সারাদিবসব্যাপী,

সাক্ষাৎকার—স্যার হ্যারল্ড ম্যাক্‌মাইকেলের সঙ্গে আলোচনা, ও এই সমস্যা সমাধানের জন্য আমার উদ্বেগ সব কথা জানালাম। প্রশ্ন করলাম, এ কথা কি সত্য, কোনও বৈদেশিক শক্তি স্বেচ্ছায় আরব ও ইহুদীদের এই কলহ সৃষ্টি করে নিজেদের ক্ষমতা ও প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে চায়।

তিনি বল্লেন—"গভীর দুঃখভরে আপনাকে বল্‌ছি, একথা সত্য।" তারপর বল্লেন—এই সমস্যা দীর্ঘকাল ধরে আমি চিন্তা কর্‌ছি। এ সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত আমি আমেরিকায় স্বচ্ছন্দে ও শান্তিতে থাক্‌তে পারবো না। পৃথিবীতে আর কোনও উপযুক্ত স্থান নেই যেখানে য়ুরোপের অত্যাচারিত ইহুদীরা থাক্‌তে পারে। আর আমরা যতই কেন কামনা করি না আপনার বা আমার জীবদ্দশায় এই ইহুদীদলন বন্ধ হবেনা। ইহুদীদের একটা জাতীয় বাসস্থান চাই। আমি একজন উৎসাহী জিওনিষ্ট বটে, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না যে ইহুদীদের আকাঙ্খা ও আরবদের দাবীর মধ্যে কোনো বিরোধ আছে।

এই জেরুসালেমে আমি আমার সহধর্মী ইহুদীদের কাছে এই সামান্য অনুরোধ জানাই যে কুসংস্কার দূর করে তাঁরা মানুষের সঙ্গে মানুষের বিরোধের অবসান ঘটান। আরবদের সঙ্গে মিতালি করে, তাদের সঙ্গে মিশে আমরা যে শাসক বা ধ্বংসকারী হিসাবে আসিনি, এসেছি এ দেশের ঐতিহ্যের এক অংশ হিসাবে, আমাদের ধর্মগত ও ভাবাবেগজড়িত স্বদেশে, এই কথাটাই তাদের মনে জাগিয়ে দিতে তাঁদের অনুরোধ করেছি।"

শিক্ষা ব্যবস্থা ও তার সম্ভাবনা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ধারণা আমাকে তিনি জানালেন এবং যদিও তিনি এখন বৃদ্ধা, প্রায় আশীর কাছাকাছি, তবুও বহু ইহুদী কৃষি-উপনিবেশ ও শ্রমিক অঞ্চলে জিওনিষ্ট নির্দেশানুসারে কি করা হয়েছে সে বিষয়ে তাঁর বর্ণিত কাহিনীগুলি তারুণ্য ও সজীবতায় পরিপূর্ণ।

আরব ইহুদী সমস্যার মত এমন একটি জটিল বিষয়, যার ভিত্তি প্রাচীন ইতিহাস ও ধর্মে এবং যার মধ্যে গভীর আন্তর্জাতিক নীতি ও রাজনীতি নিহিত, শুধু যে শুভ মনোভংগী ও সরল নিষ্ঠার দ্বারা তার সমাধান সম্ভব এমন অস্বাভাবিক কথা বিশ্বাস করা হয়ত কঠিন, কিন্তু সেই অপরাহ্ণ শেষে, বাতায়ন পথে প্রতিফলিত সূর্যালোকে প্রতিবিম্বিত সেই ধীমতীর সংবেদনশীল মুখখানি দেখে আমি ক্ষণিকের জন্য বিহ্বল-বিস্ময়ে ভাবলাম, সকল দুরাকাঙ্ক্ষি রাজনীতিকের চেয়েও এই মহিলার পরিণত ও আত্মত্যাগী বিবেক হয়ত বেশী কিছুই জানে।

মধ্য প্রাচ্যের সর্বত্র শিক্ষা প্রসার-সমস্যার সঙ্গে জনস্বাস্থ্য ও ঔষধের সমস্যাও সংযুক্ত। এই সব দেশের কোথাও ভ্রমণ কালে ব্যাধি ও মহামারী সম্পর্কে অস্বস্তিকরভাবে সচেতন না হয়ে পারা যায়না, এবং এদের জীবনীশক্তি ও স্বাস্থ্যের নিশ্চিত উন্নতির ব্যবস্থা না করলে এদের ভবিষ্যৎ কল্পনা করা কঠিন।

শিক্ষার দ্বারা কি করা সম্ভব স্বল্প সংখ্যক দেশী ও বিদেশী লোক, (বিশেষ করে আমেরিকানরা) ইতিমধ্যেই তা দেখিয়াছেন। ইজিপ্ট, প্যালেষ্টাইন বা ইরাণে যুক্তরাষ্ট্রীয় সৈন্যবাহিনীর ম্যালেরিয়ার যে রেকর্ড আমি দেখেছি, যুদ্ধোত্তরকালে তা এক চাঞ্চল্যকর বিবৃতি হবে। আমার বিশ্বাস আবরণযুক্ত জানালা, যুগ্ম দরজা, চাকরদের সতর্কভাবে পরীক্ষা করা, বদ্ধ জলের নিস্কাষন, মশার বুট ও মশারি, মধ্য প্রাচ্যের জনগণের মনে একটা স্থায়ী ছাপ রেখে দিয়েছে। আর যাই হোক ম্যালেরিয়া কারো কাম্য নয়।

এই সব দেশের জনস্বাস্থ্যের উন্নতি হলে তার যে প্রতিক্রিয়া হবে তা ডাক্তারী বই-এ পাওয়া যাবে না। কারণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কার্যকরী করতে হলে তা সার্বজনীন হতে হবে; ব্যাধি ব্যক্তিত্বের খাতির রাখে না। সাধারণ নর-নারী যখন স্বল্প মৃত্যুহার ও অধিকতর শক্তিশালী জীবনের

সুবিধার অংশভোগী হবে, তখন আমার অনুমান, তারা সমভাগী হবার জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে উঠবে।

আমাদের মত ভ্রমণরত বৈদেশিকের শয়ন ব্যবস্থা বৈশিষ্ট্যহীন নয়। জেরুসালেমে সার হ্যারল্ড্ ম্যাক্‌মাইকেলের আতিথ্য গ্রহণ করে আমি বিছানায় মশারি দেখ্‌তে পেলাম না, পরিবর্তে এক সর্পাকৃতি দীর্ঘ সবুজ কুণ্ডলী টেবিলে দেখ্‌লাম। আমারটি জ্বালিনি, কিন্তু আমার একজন সঙ্গী তাঁরটি জ্বাল্‌লেন। জানালেন যে সারারাত ধরে ধীরে ধীরে অনুকূল-গতিতে ও শিষ্টভাবে ওটি জ্বল্‌বে আর তদ্বারা তিনি অন্ততঃ গভীর নিরপত্তা-বোধ করবেন। বাগদাদে "বিলাতে", বা বিশেষ অতিথিশালা, যেখানে আমরা ছিলাম, সেখানে আন্তরনস্থিত বিশাল পাখা সারারাত ঘুরেছে। সুইডেনের প্রিন্স বার্তিলকে রাখার জন্য কয়েক বছর আগে এই বাড়ি নির্মিত হয়েছিল। বেরুটে জেনারেল কার্তু'র *residence des Pins*-এ আমরা শোবার পূর্বে সিরিয়ান বালকেরা 'মশক-তাড়ক' হাতে নিয়ে সতর্কভাবে ধীর পদক্ষেপে ঘুরে বেড়াত। ভাগ্যবানদের জন্য এই চিরাগত সতর্ক ব্যবস্থা লক্ষ্য করে নয়, সকল মশানাশক ফাঁদ ব্যর্থ করেও যখন বিরাট এক মশা হাতের ওপর বসার উপক্রম করে, তখনই এই সমস্যা উপলব্ধি করা সম্ভব, ন্যু ইয়র্ক থেকে বাগদাদ পর্যন্ত প্রতি অবস্থানে (stop) শ্রুত সতর্কবাণী ও বক্তৃতার কথা তখনই অস্বস্তিকরভাবে মনে পড়ে।

জনস্বাস্থ্যের আসল সমস্যা অবশ্য দারিদ্র্য। ইজিপ্টে Bilharziasisএ ভীষণ মৃত্যু ঘটে। এই ব্যাধি "নীল নদের" শামুকে বহন করে আনে। ইজিপ্টিয়রা নীল ও তার শাখা খালের জল পান করে ও সেই জলে স্নান করে, এবং এই জল থেকে সংক্রামিত ব্যাধির শক্তিহানিকর প্রতিক্রিয়ার ফলে ভীষণভাবে রোগ ভোগ করে। জল থেকে শামুক বিতাড়ন

করাটাই বড় কথা নয়, ইজিপ্সিয়দের পরিশ্রুত জল প্রদানের ব্যবস্থাটাই প্রধান সমস্যা। আর এই ব্যবস্থায় অর্থের প্রয়োজন।

Trachoma-য় (চোখের শ্লৈষ্মিক আবরণের উপর দানা জন্মে) সকল গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ছেলেদের চোখ বন্ধ হয়ে যায়, আর কাইরো, যেরুসালেম ও বাগদাদের পথে আমরা তা দেখলাম। যদি জনসাধারণ তাদের জীবন যাত্রায় মাছি প্রভৃতি বিষাক্ত কীটাদি অবাঞ্ছনীয় বিবেচনা না করে, চিকিৎসা ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থায়ও এই সমস্যা দূর করা সম্ভব হবে না। অর্থাৎ উপযুক্ত গৃহাদি নির্মাণ, তাপ নিবারণ ব্যবস্থা ও ব্যাপক-ভাবে পর্দা ব্যবহারের বিশেষ প্রয়োজন।

ইরাণের রাজধানী তেহারেণে আমরা ব্যাপকভাবে অস্বাস্থ্যকর অবস্থার বিশেষ চাঞ্চল্যকর নমুনা দেখেছি। পথপার্শ্বস্থ উন্মুক্ত নালার ভিতর দিয়ে শহরের জল সরবরাহ করা হয়। লোকে সেই জলে স্নান করে, কাপড় কাচে, সেচন করে, বাড়ির উপরতলায় নিয়ে যায়, সেই জল পান করে, সেই জলে রাঁধে। জল সাতবার ঘুরলেই স্বতই শুদ্ধ এই প্রাচীন প্রবাদ বাক্যে হয়ত তারা সন্তুষ্ট থাকে কিন্তু আমাশয়, কলেরা, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি জলবাহিত আরো বহু প্রকার ব্যাধির প্রকোপ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে না। তেহারেনে ভূমিষ্ঠ পাচটির মধ্যে মাত্র একটি শিশু ছবছর পর্যন্ত বাঁচে।

জেরুসালেমে ও কায়রোতে যেমন অনেকে আমাকে বলেছিলেন— "The natives don't want anything better than what they have," (যা আছে তার চেয়ে ভালো কিছু এই সব দেশী লোকের কাম্য নয়)। কথাটা বলা খুব সহজ। যারা বঞ্চিত তাদের উন্নতির বিরুদ্ধে যারা Satus quo বা প্রচলিত ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট আছে যুগ যুগ ধরে তারা এই যুক্তিই দিয়ে এসেছে। সভ্যতার ইতিহাসে

দেখা যায় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রবর্তনে যারা তাদের ভাগ্যের সামান্যই বা কিছুমাত্র উন্নতিসাধন করতে পারে না, সমাজের পক্ষে তাকে বিভাগকারি নয় বরং বিস্তারকারি পদ্ধতি বলা চলে। কারণ এতদ্বারা সকল সমাজেরই উন্নতির সম্ভাবনা! মধ্য প্রাচ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি বোধকরি জীবন-যাত্রার উন্নততর আদর্শের ওপর অনেকটা নির্ভর করে, আর সেই আদর্শ আধুনিক যান্ত্রিক এবং শিল্পব্যবস্থার দ্রব্য উৎপাদনী শক্তি, বৃদ্ধি ও লোক নিয়োগের ব্যবস্থার দ্বারাই আনয়ন করা সম্ভব।

জীবন-যাত্রার এই উন্নতি পৃথিবীর বাণিজ্য ব্যবস্থার শক্তি বৃদ্ধি করবে সন্দেহ নেই। কারণ মধ্য প্রাচ্য বিরাট শুষ্ক স্পঞ্জের মতন, প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন দ্রব্যরাজি শোষণ করবার অশেষ শক্তি এর আছে। সুতরাং এই জনগণের উন্নততর জীবন-যাত্রার আদর্শে উৎসাহ প্রদানের ফলে ব্যবহারিক সুবিধা লাভের সবিশেষ সম্ভাবনা। কিন্তু এ ছাড়াও এই সমস্যা সমাধানের আরো জরুরী ও শক্তিশালী হেতু আছে। কারণ এই জনগণের ও তাদের জগতের মধ্যে একটা সমসাম্যের অভাবের মাঝে রয়েছে একটি দ্বন্দ্বের বীজ, আর একটি পৃথিবীব্যাপী সমরের সূচনা। তথ্যগুলি সরল ও সহজ। এই অঞ্চলের জলপাইকুঞ্জ, তুলার মাঠ ও তৈল কূপগুলি যদি আমরা অব্যাহত রাখতাম তাহলে এই সম-সাম্যতা সম্পর্কে আমাদের উদ্বিগ্ন না হলেও চলত, অন্তত আপাততঃ ত' নয়। কিন্তু আমরা তাদের অক্ষুণ্ণ রাখিনি। রেডিও প্রোগ্রাম, ইঞ্জিনিয়ার, সৈন্যদল ব্যবসায়ী, আমাদের বিমানচালক, সবই এই মধ্য প্রাচ্যে পাঠিয়েছি, এখন তার প্রতিক্রিয়ার দায় আমরা এড়িয়ে চলতে পারি না।

ফলে প্রাচীন ধারার জীবন-যাত্রা অপ্রচলিত ও অকেজো হয়ে পড়েছে। কাইরো থেকে মাইল কয়েকমাত্র দূরে দেখছি ইজিপ্টের দশ

বছরেরও কম বয়স্ক বালকেরা সেচ নালা থেকে প্রথমতম চক্রের মত আদিম চক্রে জল শোষণ করছে। এই ছোট ছেলেরা বেশ ঠাণ্ডা, কিন্তু বেশীদিন আর এরকম থাকবে না। সমগ্র ইজিপ্ট, গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে "অ-সমররত জাতির মৈত্রী"—(Non-belligerent alliance) বিস্ময়কর সম্বন্ধ নিয়ে, যুদ্ধে কোন পক্ষ জয়ী হবে সে বিষয়ে একটা জাতির মূলগত উদাসীন্য স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করেছে। এটা সম্পূর্ণ-রূপে ব্রিটেনের দোষ নয়, তবে আমরা এবং ব্রিটেন উভয়ে যেভাবে আমাদের দায়িত্ব উপেক্ষা করেছি, এই অবস্থার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগ বর্তমান।

মধ্য প্রাচ্যের জনগণকে যান্ত্রিক এবং শিল্পগতভাবে বিংশ শতাব্দীতে আনার এই সমস্যা বোধ করি অপর দিকে রাজনৈতিক স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে সংশ্লিষ্ট। বহু পাশ্চাত্য দেশবাসী, যাদের সঙ্গে আমার এই দেশে সাক্ষাৎ ও আলোচনা হয়েছে, তাঁরা আরবদের জীবন-যাত্রার চরম অনঅগ্রসরতা সম্বন্ধে, যে সব কারণ তাঁদের কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে তা বলেছেন। "আরবরা অকাল-মৃত্যু পছন্দ করে" থেকে "ধর্মগত বাধায় যে-অর্থে জীবন-যাত্রার উন্নতি করা সম্ভব তারা সে অর্থ সঞ্চয় করতে পারে না" ইত্যাদি কারণগুলি তার অন্যতম। এই কারণগুলি আমার কাছে অর্থহীন ও অবান্তর মনে হ'ল। আমার দেখা যে কোনো আরবকে তারা নিজেরাই নিজের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, একথা অনুভব করতে দিলে দেখা যাবে তারা তাদের বাস-জগতের পরিবর্তন সাধন করেছে।

মধ্য প্রাচ্য সম্পর্কিত আলোচনায় 'স্বাধীনতা' বা 'স্বায়ত্ত শাসন' প্রত্যয়গুলি আমেরিকানের পক্ষে হিতকরী নির্ব্যূঢ় প্রত্যয়। এক পক্ষে যে সব লোক এই ব্যবস্থার বিপক্ষে তাঁরা বলেন হঠাৎ যদি স্বায়ত্ত শাসনের

জন্য এদের স্বাধীন করে দেওয়া হয়, তাহলে তার ফলে বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় ঘটবে। অপর পক্ষে যারা এর সমর্থক তাঁরা মধ্য প্রাচ্যে পাশ্চাত্য প্রভাবের অত্যন্ত কদর্য চিত্র দেখান। ফরাসী, ব্রিটিশ ও আমেরিকান বাণিজ্য সম্প্রসরণের ফলে যে সত্যকার লাভ হয়েছে সে কথা ভুলে শুধু সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-নীতির-ই বর্ণনা করা হয়।

ব্যবহারিক ও কার্য্যকরী সত্য আছে মধ্যপথে। আমি খুব কম সংখ্যক আরব, ইহুদী, ইজিপ্সিয় বা ইরাণী দেখেছি যারা চায় পশ্চিম এখনই পুঁটলী পোটলা নিয়ে বিদায় হোক। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা চায় যে সুশৃঙ্খল পরিকল্পনানুযায়ী ব্রিটেন ও ফ্রান্স তাদের নিজস্ব শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনে ক্রম বর্ধমান অংশ হস্তান্তর করুক।

আমার কাছে এই আকাঙ্ক্ষা যুক্তিযুক্ত মনে হয়। ইরাকের মত দেশে এ রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা সাফল্যমণ্ডিত করা চলে। ইরাক পৃথিবীর সেই স্বল্প সংখ্যক দেশগুলির অন্যতম, যে দেশ প্রথমে ঔপনিবেশিক অবস্থা থেকে ক্রমে তাঁবেদার (Mandated) রাষ্ট্র ও পরে বস্তুত একরকম স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। ব্রিটিশের প্রয়োজনে এই সার্বভৌমত্ব কিছু পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হতে দেখার সুযোগ আমার অবশ্য ঘটেছে, তবে তা যুদ্ধ জয় সংশ্লিষ্ট সামরিক প্রয়োজন।

ইরাকে দেখা লোকদের আমার ভালো লেগেছে। প্রিন্স আবুল ইলা, রিজেণ্ট, বাগদাদের নক্ষত্রালোকের তলে আমাকে যে রাজসিক ভোজে আপ্যায়িত করেছিলেন, তা আমার কাছে চিরস্মরণীয়। বিশাল ময়দানে অভ্যাগতদের সম্বর্ধনা করবার জন্য তিনি একটি সুন্দর কার্পেটে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর সন্নিকটস্থ অপর কার্পেটগুলিতে তাঁর রাষ্ট্রের অপরাপর প্রধানবৃন্দ দণ্ডায়মান। এঁদের মধ্যে কয়েকজন বিস্ময়ের বিষয়, অর্থনীতির মন্ত্রী আর সেনেটের সভাপতি সুন্দর আচকান ও পাগড়িতে

সুসজ্জিত ছিলেন। মরুভূমি সুলভ পোষাক ও দীর্ঘ দাড়ির জন্য সেনেটের সভাপতি, স্থানীয় শ্রদ্ধাহীন বিদেশীদের কাছে "ভগবান" নামে পরিচিত। অপর সকলেই পাশ্চাত্য বেশে সজ্জিত ছিলেন। শুনলাম, প্রায় সব মন্ত্রীই সরকারের প্রায় সকল বিভাগে একবার করে মন্ত্রীত্ব করেছেন।

জনৈক ইরাকী বন্ধু বল্লেন "অল্প তাস নিয়ে খেলা, তাই মাঝে মাঝে ফেটিয়ে নিতে হয়।"

দু রাত্রি পরে ইরাকের প্রধান সচিব নুরী, এস-সৈদ পাশা, আর একটি ভোজে আপ্যায়িত করলেন। লোকটি খর্বাকৃতি, মুখে তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসার ছাপ, আমার দেখা লোকের মধ্যে এরকম তীক্ষ্ণ মনের পরিচয় কদাচিৎ পেয়েছি। জার্মানী সমর্থিত, তাঁর পূর্বতন মন্ত্রী রসিদ আলী আল গৈলানিকে ব্রিটিশ সৈন্যদল উৎখাত করবার পর ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে ইনি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। ইরাককে যুদ্ধে নামাবানের তীব্র বাসনা সম্পন্ন ব্রিটেনের "অ-যুযুৎসু মিত্র" (non-belligerent ally) শক্তি হিসাবে নুরী, পরিচালিত করছেন, এবং এতদিনে তাঁরা যুদ্ধে নেমেছেন। বাগদাদের ব্রিটিশ সচিব স্যার কিনাহান কর্ণওয়ালিস, আর একটি দীর্ঘ দেহ, পাইপ-প্যারী, দক্ষ, শান্ত এবং ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যস্থাপক পাকা ব্রিটিশ; এঁকে আমি মধ্যপ্রাচ্যে সর্বত্র দেখেছি। নিঃসন্দেহে বলা যায় নুরী তাঁর কথা, শ্রদ্ধাভরে শুনতেন, 'শ্রদ্ধা' কথাটা এখানে একটু হাল্কা করেই উল্লেখ করলাম। নুরীকে আমি বাস্তববাদী সন্দেহ করি, ব্রিটিশ শাসনমুক্ত, ব্যবহারিকভাবে পূর্ণ স্বাধীনতার দ্বন্দ্বে তিনি জড়িত হতে চান না, তাঁর এই প্রথমতম সত্যকার আধুনিক ও স্বাধীন আরব রাষ্ট্রগঠনের সংগ্রামে, কাল তাঁর পক্ষে একথা বোধকরি তিনি জানেন।

নুরীর এই ভোজসভা মধ্যপ্রাচ্যের এক আরব্য রজনীর চিত্র। সারাদিন

আমাদের বাগদাদ দেখে কেটেছে, সিয়া মস্‌জিদের সোনার অপরূপ মিনারগুলি আকাশ স্পর্শ করছে, ধূলি-ধূসরিত প্রাচীর ও বাসগৃহ, বাজারে রৌপ্য ও তাম্র কারিকরগণ পাত্র ও কলসী গঠন করছেন, দোকানে কিন্তু ন্যু ইয়র্ক বা লিভারপুলের মেশিনে তৈরী পাত্রাদি ভিন্ন আর কিছু পাওয়া যায় না। আমাদের ইতিহাসের সূচনা কালের Ur-Chaldee সংগ্রহে পরিপূর্ণ পৃথিবীর সুন্দরতম ম্যুজিয়ম, একটি কাফেতে আমরা আরব-কফি পান করলাম আর দেখলাম, আমাদের আশ পাশে লোকে কথা বলছে, কাগজ পড়ছে, বা পাশা খেলছে। এই বিচিত্র পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতেও রূপকথা বর্ণিত এই অপরূপ ভোজসভা।

যথারীতি কয়েকটি লৌকিক বক্তৃতার পর, ভোজসভা কনসার্টে, কনসার্ট আরব-নটীদের নৃত্যপ্রদর্শনীতে, এবং তা পরে উন্মুক্ত আরব্য-আকাশতলে, পার্সিয়ান উপসাগরস্থ বসরার মার্কিন সৈনিক ও ইংরাজ নার্স এবং ইরাকী অফিসারদের পাশ্চাত্য বল-নৃত্যে পরিণত হ'ল। পূর্ব ও পশ্চিমের কোনোদিন মিলন হবেনা, বা আল্লা চিরকাল সাগর-পারের বিদেশী শাসনাধীনে আরবদের সামান্য মরুবাসী করে রাখতে বদ্ধ পরিকর, সেই সন্ধ্যায় বসে এই সব ধারণা মনে পোষণ করা কারো পক্ষে সম্ভব হতনা।

পরদিন বাগদাদ থেকে তেহারেণ ভ্রমণকালে আমি পূর্ব রজনীর ঘটনাবলী চিন্তা করছিলাম। এই আড়ম্বর ও উৎসবের অন্তরালবর্তী এক প্রচ্ছন্ন অন্তঃশীলা ধরার কথা আমার মনে এল, ইতিপূর্বে সমগ্র মধ্য-প্রাচ্যে ছাত্র, সাংবাদিক, ও সৈনিকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা কালে এই ধারা আমি লক্ষ্য করেছি। শিক্ষালাভের এই নব-জাগ্রত বুভুক্ষা যদি অতৃপ্ত থাকে ও যথাক্রমে সমাজ-শাসক ও বিদেশী প্রভুর ধর্মগত বিধিনিষেধ ও শাসন প্রথার বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের এই বাসনা তাদের অপূর্ণ থাকে, অবশেষে কোনো চরমপন্থী নেতার তারা শরণ নেবে

এই সিদ্ধান্তই করা যায়। ঘোমটা, ফেজ, অস্থিরতা, নোংরা শিক্ষার অভাব, আধুনিক শ্রমশিল্পের অপরিপূর্ণতা ও শাসনব্যবস্থার স্বৈরাচার, এই সব তাদের মনে সেই অতীতের প্রতিচ্ছবি জাগ্রত করে, যে-অতীতের বোঝা তাদের ওপর নিজেদের সামাজিক শক্তি ও বিদেশী অধীনতার স্বার্থ সংমিশ্রিত হয়ে এতকাল চাপানো ছিল। বহুবার আমি জিজ্ঞাসিত হয়েছি : আমাদের এই দেশ বাণিজ্য-পথ বা সামরিক কারণে সমরগত অংশ বিশেষ, (Strategic point), এই কারণেই কি আমাদের রাজনীতি, বিদেশীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে, বা অপ্রত্যক্ষ ভাবে বিদেশী আধিপত্যে আমাদের জীবন-ধারা প্রবাহিত হোক্, আমেরিকার এই নীতি সমর্থনের বাসনা আছে ? কিংবা অন্য ভাবে ঘুরিয়ে হয়ত প্রশ্ন হয়েছে—আমরা সমরগত অংশবিশেষ, সেই কারণে পৃথিবীর এই প্রধান সামরিক এবং বাণিজ্যপথকে চক্রশক্তি (Axis) বা অপর কোনও অ-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের (Non-Democratic) সম্ভাব্য আধিপত্য প্রতিরোধকল্পেই কি এদেশ অধিকারে রাখা প্রয়োজন? আমাদের খাল, সাগর ও আমাদের এই দেশগুলি পূর্ব ভূমধ্য সাগর নিয়ন্ত্রণে অপরিহার্য বা এশিয়া প্রবেশের এই পথ, সেই হেতু কি আমাদের এই অবস্থা ?

আমি জানি এই সমস্যা অধিকতর সরল ভাবে বর্ণনা করা সম্ভব এবং এর সহজ উত্তর দেওয়া শক্ত। আমি জানি, পাশ্চাত্য গণতন্ত্রকে (Western Democracy) শত্রু আক্রমণের আশঙ্কামুক্ত রাখার জন্য —সুয়েজ, পূর্ব-ভূমধ্যসাগর প্রান্ত, এবং এশিয়া মাইনরের রাস্তাগুলি সম্পূর্ণ অধিকারে কিংবা মিত্রশক্তির কোনো বলিষ্ঠ বাহুর নিরাপদ আশ্রয়ে রাখা দরকার। এদিকে "সংরক্ষক" (Protective) ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার ঐতিহাসিক ও এ-কালিক যুক্তিও আমার জানা আছে। ব্যবহারিক

ক্ষেত্রে, এবং বর্তমানের এই প্রবহমান বিক্ষোভের কথা বিবেচনা করে অবশ্য এই ব্যবস্থাই চিরকাল সংরক্ষিত হবে কি না সেই প্রশ্ন ওঠে! ভাবাদর্শের দিক দিয়ে, আমাদের স্বীকার করতেই হবে, যে-নীতির সমর্থনে এই যুদ্ধে আমরা ব্রতী হয়েছে, এইটুকু ব্যবস্থা তার সম্পূর্ণ বিরোধী। উপরন্তু যতই আমরা আমাদের এই যুদ্ধনীতি প্রচার করবো—ততই এই ব্যবস্থার বিপক্ষে সংকটজনক বিক্ষোভের উত্তেজনা বর্ধিত হবে।

আমি এ সবই জানি। মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান মন্ত্রী, পররাষ্ট্র সচিব, ও প্রতি নগরের নব-জাগ্রত বুদ্ধিজীবীগণের মনে মনে যে ধারণা অস্পষ্ট আকৃতি নিয়ে আছে, আমি এখানে তার যুক্তি প্রদান করেছি।

যে কোনো উপায়ে, নূতন মনোভংগী ও সহনশীল বিবেচনাশক্তির সাহায্যে এ প্রশ্নের জবাব দিতেই হবে, নতুবা কোনো নূতন নেতার উদগ্র উন্মাদনায়, এই অসন্তুষ্ট জনসাধারণ, একদিন একত্রিত হয়ে উঠে দাঁড়াবে। তার ফলে হয়ত বহিঃশক্তির সম্পূর্ণ অপসারণ প্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে আর সেই সঙ্গে গণতন্ত্রশক্তির (Democratic) প্রভাব সম্পূর্ণ ক্ষুণ্ণ হবে, অথবা বহিঃশক্তিগুলিকে এই দেশগুলির সামরিকভাবে সম্পূর্ণ আয়ত্তে রাখতে হবে।

যে-সমাপ্তির আমরা পোষক, সেই কল্পিত সমাপ্তি আনয়নে মধ্য প্রাচ্যের এই চাঞ্চল্যকর নবীন শক্তির সহায়তা যদি আমাদের কাম্য হয়, তাহলে দেশীয় লোকের তদ্বিরের সাহায্যে এবং নিজেদের স্বার্থের খাতিরে একের বিরুদ্ধে অপরকে লাগিয়ে দিয়ে, আমাদের এভাবে আর আধিপত্য বজায় রাখার চেষ্টা করলে চলবে না।

নূতন জাতি তুর্কী

উত্তর আফ্রিকা থেকে পৃথিবীর প্রাচীনতম সাগর বেষ্টন করে ও চায়নার পথে বাগদাদ পর্যন্ত পৃথিবীর যে প্রাচীন অংশ বিস্তীর্ণ আছে, সেই অঞ্চলেই হয়ত আমাদের এই যুদ্ধের জয়-পরাজয় নির্ধারিত হবে। এই অঞ্চল এখনও সম্ভাব্য যুদ্ধক্ষেত্র; ব্রিটিশ, যুদ্ধরত ফরাসী ও অন্যান্য জাতি সমূহের সঙ্গে আমেরিকান ট্যাঙ্ক ও বিমান সেখানে আছে। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের চাইতেও এ অঞ্চলের অন্য প্রাধান্য আছে; এখানকার এই বিশাল সামাজিক বীক্ষনাগারে-ধীর অথচ বিরামহীন প্রণালীতে লক্ষ লক্ষ লোকের নিষ্ঠা ও ভাবাদর্শের পরীক্ষা হয়; এই প্রণালীতেই মানুষের মনে যুদ্ধ চলে—জয় পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়।

মধ্যপ্রাচ্য যে আন্দোলিত ও পরিবর্তিত হচ্ছে, এই সিদ্ধান্তের সমর্থন তুর্কীতে পাওয়া যায়। যে বিস্তীর্ণ অঞ্চল একদা অটোমন সাম্রাজ্য হিসাবে পরিচিত ছিল, সেই অঞ্চলে যা ঘটছে, তুর্কীর সাধারণতন্ত্র এক পুরুষে তার একটা সম্ভাব্য প্রতিরূপ প্রদান করেছে। আমেরিকানের মনে আজ তুর্কী যে-ভাবধারা জাগ্রত করে তা রাশিয়ার সীমান্ত থেকে, চীন ও ভারতবর্ষ ভ্রমণকালে যা কিছু দেখা যাবে, তদ্বারা আরো দৃঢ়তর হবে।

তুর্কী নূতন সাধারণতন্ত্র; গত শরতে তুর্কীর ঊনবিংশতম জন্মতিথি পালিত হয়েছে। অনেক য়ুরোপীয় প্রতিবেশীর চাইতে তুর্কী অপেক্ষাকৃত দুর্বল; আমি যখন তুর্কীতে ছিলাম তখন যাদের সঙ্গে আলাপ করেছি,

দেখেছি দেশ যে একদিন আক্রান্ত হবেই সে বিষয়ে তারা সবিশেষ সচেতন। পরিশেষে, তুর্কী এখন পূর্বাপেক্ষা আকৃতিতে ক্ষীণতর হয়েছে—বিশৃঙ্খল ভাবে প্রসারিত সাম্রাজ্য আজ পরিচ্ছন্ন, দৃঢ়সংশক্তি সম্পন্ন একটি জাতিতে পরিণত হয়েছে।

যদিচ বয়সে নবীন এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও ক্ষুদ্র, তবু তুর্কী আমার চোখে ভালো লাগল। ভালো লাগল এই কারণে, নিজের ক্ষমতানুসারে সকল শক্তি প্রয়োগ করে নিরপেক্ষতা রক্ষা করতে তুর্কী দৃঢ়সঙ্কল্প। ভালো লাগল কারণ, আধুনিক জগতের মুখ চেয়ে এরা পুনর্গঠন কাজে লেগেছে। ভালো লাগল কারণ, আমি অনেক দৃঢ় এবং অকপট লোক দেখলাম—তাদের মধ্যে অনেকেরই দেহে সামরিক উর্দি, সংগ্রাম করে এদের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে হবে। পরিশেষে ভালো লাগল তার কারণ, আমার মনে হল তুর্কীতে আমি এমন এক জাতি দেখলাম যে জাতি নিজেকে জানাতে পেরেছে, বর্তমান সম্পদের ভাবধারা, শিক্ষা, স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রতন্ত্র, পৃথিবীর নূতনতর অংশের মতন পুরাতন অংশেও সচল, এ তারই চিহ্ন।

আনকারা পৃথিবীর বৃহত্তম রাজধানীগুলির অন্যতম নয়। শহরটি আধুনিক, শৈলস্থিত প্রাচীনকালের গ্রামের সংরক্ষিত অংশবিশেষ, যেন ইতিমধ্যে তারা কতদূর অগ্রসর হয়েছে, তারই স্মারক হয়ে আছে। আর একটি পাহাড়, তার ওপরে সাধারণতন্ত্রের জনক আতাতুর্ক নিজের বাড়ি নির্মাণ করেছেন, সেইখান থেকে তরুচ্ছায়াময় প্রশস্ত পথ দিয়ে শহরের কেন্দ্রে যাওয়া যায়। রাস্তাগুলি মোটর গাড়িতে পরিপূর্ণ, লোকজন সুসজ্জিত এবং ব্যস্ত; বাড়িগুলি নূতন এবং সুদৃশ্য।

একদিন আমি আনকারার বাইরে ২০ মাইল পূর্বে গ্রামাঞ্চলে গেলাম। শহরের সীমানার বাইরে এলে মনে হবে প্রাচীন আনাতোলিয়ায়

এসেছি। আতাতুর্ক কেন ঐতিহ্যময় ওটোমান রাজধানী, কনস্তানতিনোপোল (বর্তমান ইস্তাম্বুল,) ত্যাগ করে আনাতোলীয় উপত্যকার মাঝে এইখানে রাজধানী স্থাপন করেছেন, তা বোঝা যায়।

একদিক দিয়ে এ দেশ আক্রমণ করা কঠিন। সুশিক্ষিত এবং সুসজ্জিত অল্পসংখ্যক সৈন্য এই গ্রামাঞ্চলে আক্রমণকারি যান্ত্রিক সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল প্রতিরোধাত্মক সংগ্রাম চালাতে পারে।

মেষপালকরা পাহাড়ে মেষ চরাচ্ছে। সাধারণতন্ত্র হবার পর-বিগত ঊনিশ বছর ধরে তুর্কী কি ভাবে পুনর্গঠন করেছে, এই গ্রামাঞ্চলেও তার চিহ্ন বর্তমান। পূর্ব প্রান্তে নূতন রাস্তা নির্মিত হচ্ছে: ষ্টীম রোলার, (রাস্তা পেষক যন্ত্র), ও ষ্টোন-ক্রাসারের (পাথর ভাঙা যন্ত্র) পাশ দিয়ে আমরা মোটর চালিয়ে গেলাম। আধুনিক সেচ ব্যবস্থার প্রচুর আয়োজন, এই জাতীয় সেচ ব্যবস্থায় একদিন আনাতোলিয়ার একটা বিরাট অংশকে উন্নতিশীল কৃষি অঞ্চলে পরিণত করা সম্ভব হবে। জনশিক্ষার প্রসারে, সেচ ব্যবস্থা ও শ্রমশিল্পের উন্নয়নে তুর্কী আজ গৌরবান্বিত এবং তারা কি করেছে তা আমাদের দেখাবার জন্য উদ্‌গ্রীব।

প্রথমতঃ একটা শিক্ষকতা শিক্ষা বিদ্যালয় দেখ্‌বার জন্য আমরা একটা গ্রামে গিয়েছিলাম--গ্রামের ঝরণার পাশে বাড়ি তৈরী করা হয়েছে। বাড়িটা কন্‌ক্রীট ও কাঁচের তৈরী; গ্রামের ঠিক কেন্দ্রস্থলে বাড়িটি। একপাশে পানীয় জলের ব্যবস্থা, অপর পাশে কাপড় কাচ্‌বার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। গ্রামের ছেলেদের খেলাধূলার জন্য একটা ছোট নদী। এই মনোরম ক্রমবিকাশ দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছি--দেখ্‌লাম একটি বাড়ির ছাদে সনাতন ভঙ্গীতে ওড়নাবৃতা একটি মহিলা চিত্রার্পিতের মত বসে আছেন। আবার পরিচ্ছন্ন ঝরণার স্বচ্ছ ধারায় বালক বালিকারা যেন আমার মতই নূতন, ভালো ও চাঞ্চল্যকর কোনো বস্তুর দিকে চেয়ে আছে।

তুর্কীর শিল্পসম্পদ যতটা পেরেছি আমি দেখে নিয়েছি। এই শিল্প-সম্পদ আকারে অবশ্য যে জার্মান জাতি একদিন এদের আক্রমণ করতে পারে, তাদের মত বিরাট নয়, তবু বৈশিষ্ট্য ও ভবিষ্য সম্ভাবনায় বিশেষ হৃদয়গ্রাহী। আমি বিমানক্ষেত্র, রেলপথ, যান্ত্রিকবাহিনীর সমরোপকরণ এবং আধুনিকতম ধরণে গৃহনির্মাণ কার্য দেখলাম। এই সমস্ত এবং আরো অন্য কিছু দেখে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, শ্রমশিল্পের বিপ্লব কোনো জাতি বা গোষ্ঠী বিশেষের একচেটিয়া অধিকার নয়। যে-প্রজ্বালক যন্ত্র, মধ্যপ্রাচ্যের লক্ষ লক্ষ লোককে জাগ্রত করেছে, উদ্বুদ্ধ এবং চঞ্চল করে তুলেছে, এই তরুণ-তুর্কীর প্রাণে তা নূতন বুভুক্ষা, নূতন কর্মকুশলতা এনেছে। ইতিমধ্যেই যে-নূতন জগৎ তাদের কাম্য এবং ঠিক কি ভাবে তার যন্ত্রপাতি পরিচালনা করতে হয় তা এরা শিখেছে, এখন আর তাদের থামান শক্ত।

তুর্কীর এই শিল্পগত ও অর্থনৈতিক-পুনর্গঠনের চাইতেও তার সমাজ ও শিক্ষাগত বিপ্লব এই যুদ্ধকালে অধিকতর চমকপ্রদ। ভ্রমণকারীর চোখে পোষাক পরিচ্ছদেই দেশের পরিবর্তনের ধারা ধরা পড়ে। বাগদাদে আমি সরকারী কর্মচারীদের কিছু অংশকে পাশ্চাত্য পোষাক পরিধান করতে ও কিছু অংশের অংগে প্রাচীন ঐতিহ্যময় মুস্লিম পোষাক দেখেছি। চীনের রাষ্ট্রপতিকে প্রাচীন চীনের পোষাক মেনে চলার জন্য শ্রদ্ধা করা হয়, মাদাম চিয়াংকৈশেক চৈনিক ধরণে পোষাক ব্যবহার করেন বটে তবু তার মধ্যে প্রচলিত ফ্যাসানের ছোঁয়াচ মেশানো থাকে। তুর্কীতে রাজকর্মচারীরা সগর্বে এবং বিশেষভাবে পাশ্চাত্য পোষাকই পরিধান করেন। পরিবর্তনের অন্যতম প্রতীক হিসাবে আইন করে "ফেজ" পরা রদ করা হয়েছে। স্বল্পসংখ্যক গুণ্ঠনবতী স্ত্রীলোককে এখনই অ-কালিক বলে মনে হয়। আতাতুর্ক এবং তাঁর দৃঢ়চিত্ত দক্ষ উত্তরাধিকারিদের নেতৃত্বে তুর্কীরা

প্রকৃতপক্ষে আক্ষরিকভাবে এই প্রাচীন প্রাচীতে 'ঘোমটার' রেওয়াজ বিলোপ করেছেন। তাদের জাতির মুখাবরণ অপসারিত করে যে আলোক তার স্থান গ্রহণ করেছে, মনে হয় তা চিরস্থায়ী।

আর দীর্ঘদিনের প্রচলিত প্রথার এই যুগান্তকারি পরিবর্তন কোনো চাপরাশ, উর্দি বা ব্যাপক গণ-উন্মাদনার ফলে সাধিত হয়নি। অপর কোনও দেশ আক্রমণ না করেও এই সাফল্য, লাভ করা সম্ভব হয়েছে।

আমেরিকার এই ব্যাপারে বিশেষভাবে গৌরব অনুভব করবার হেতু বর্তমান। ইস্তাম্বুলের বাইরে রবার্টস কলেজ, দীর্ঘকালের মত আজও পূর্ব গৌরবে বিদ্যমান, দুঃখের বিষয় আমার সেখানে যাওয়া হয়ে উঠল না। শিক্ষা প্রসারে আন্তর্জাতিকতার এই এক স্বার্থহীন উদাহরণ। এখানকার গ্রাজুয়েটরা আজ তুর্কীর অনেক গুরুত্বপূর্ণ ডেস্কের ধারে অধিষ্ঠিত। পৃথিবীর একাংশে অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সমগ্র পৃথিবী ঐশ্বর্যময়ী হোক্ এ ছাড়া যাদের আর কোনো কামনা ছিল না সেই মার্কিন শিক্ষকদের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত ছাত্রেরা আজ শিক্ষার সদ্ব্যবহারই করছেন।

শিক্ষা ব্যবস্থার এই প্রশ্ন কি গভীর ভাবে সমগ্র এশিয়াকে আচ্ছন্ন করে আছে তা আমেরিকানদেরও হয়ত বোঝা শক্ত। স্কুল আর বই আমাদের কাছে স্বতঃসিদ্ধ। আমাদের ছেলেরা বা ছাত্রেরা স্কুলে যায় তার মধ্যে কেন বা কি জন্য এ প্রশ্ন নেই।

শিক্ষা ব্যবস্থা যাদের কাছে স্বতঃসিদ্ধ নয় তারা তা কি ভাবে গ্রহণ করেছে তুর্কীর গ্রামাঞ্চলে তা দেখা যায়। ছেলেরা ও শিক্ষকদের তৈরী এক সাধারণ বিদ্যালয়ে দাঁড়িয়ে ছোটদের কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত শুনলাম। যে-প্রাচীন নৃত্যকলা একদিন আনাতোলিয়ার গৌরব ছিল তাদের সেই জাতীয় লোক-নৃত্য শিক্ষা করতে দেখলাম। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থানুসারে

তাদের শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে, এবং তারা বিজ্ঞান-সম্মত কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এইভাবে জন-সাধারণের কাছে বই এর পাতা উন্মুক্ত করা ইতিহাসের এক চরম সিদ্ধান্ত। পথের মাঝে এই এক মোড় ফেরা, এখান থেকে ফিরে যাবার আর সম্ভাবনা নাই।

নব্য-তুর্কী সেই দেশ, স্বাধীনতা এবং স্বায়ত্ত শাসন সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত তারুণ্য ও অনভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও যে দেশের নিশ্চিতভাবে বোঝাপড়া করে নেবার কিছু আছে। কথা কইলে এ দেশের লোকের মুখে তাই দেখা যায়, তাদের ভাষায় যেন এই কথাই উচ্চারিত। আন্‌কারা, অন্যান্য প্রাচীন গ্রামগুলি এবং যে সব তুর্কী গ্রামাঞ্চল আমি দেখেছি, আর নতুন শহর গুলিতে সর্বত্রই এই কথাই যেন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত।

স্বাভাবিক কারণে কিন্তু তুর্কীরা সংগ্রামে উৎসুক নয়, কারণ জার্মান আক্রমণের ফলে তাদের এই নবগঠিত সাফল্যের সম্ভাব্য ধ্বংসকর পরিণতি সম্পর্কে তারা সচেতন। তুর্কী ছোট দেশ। এই ষোল মিলিয়ন লোকের নিজেদের সীমানার বাইরে আর কোনো কামনা নেই, এই সার্বভৌম যুদ্ধের ফলে নিজেদের স্বপক্ষে ভারসাম্য (balance) লাভ করারও কোনো স্বপ্ন তাদের মনে নেই। সেই কারণেই তারা সশস্ত্র নিরপেক্ষতা রক্ষার জন্য স্থিরসঙ্কল্প। গত শরৎকালে তুর্কীর সৈন্যদলে এক মিলিয়ন লোক ছিল। যান্ত্রিক সামরিক সরঞ্জামের অপরিপূর্তি এদের সামরিক যত্ন দৃঢ়তা ও অনুশীলনে পরিপূর্ণ করেছে।

তুর্কী সৈন্যদলের সরকারী সর্বাধ্যক্ষের (Chief of staff) সঙ্গে আমি আলোচনা করেছি, তুর্কীর যেখানেই গেছি সর্বত্র তাদের পাহারা দিতে, কুচকাওয়াজ করতে বা সামরিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা নিতে দেখেছি। তুর্কীকে প্রাচী আক্রমণের পথ হিসাবে যারা ব্যবহার করতে চাইবে, সেই আক্রমণকারী শক্তির কাছে তুর্কী এক সশ্রদ্ধ সমস্যা, এই আমার ধারণা।

তুর্কীর সৈন্যদের দেখা ছাড়া, আমি এদেশের শাসন বিভাগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছি, এঁরা য়ুরোপের দিকে সশঙ্ক উদ্বেগে তাকিয়ে আছেন, কখন যে দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধে অবতরণ করতে হবে কে জানে।

এই তীব্র আশঙ্কা নিয়ে আবার বাস করাও মুস্কিল। কিন্তু তাদের শক্তি ও নিরাপত্তা ব্যাহত হলে তারা যে তীক্ষ্ণ দৃঢ়তার সঙ্গে বর্বরভাবে সংগ্রাম ছাড়া অন্য কিছু করবে এমন সংকেত একটি লোকের মুখেও লক্ষ্য করিনি।

ভ্রাম্যমান বিদেশীর মনে ছাপ দেবার জন্য এর চেয়ে আর কি কাহিনী বর্ণনা করা চলে। আমি তুর্কীর বর্তমান প্রধান মন্ত্রী, তীক্ষ্ণধী মিঃ সারাকগলুর সঙ্গে আলাপ করেছি। পররাষ্ট্র সচিব হিসাবে মিঃ সারাকগলুর উত্তরাধিকারী, প্রখ্যাতনামা কূটনীতিবিদ্, নৌমেন বে'র সঙ্গেও আলাপ হয়েছে। আমি তুর্কীর সরকার পক্ষের অপর সদস্যদের সঙ্গে আলাপ করেছি, তাঁদের সাংবাদিক, সৈনিক, কিষাণ ও মজুরদের সঙ্গেও আলাপ করেছি। এঁরা প্রত্যেকেই আমাকে একই কথা বলেছেন: "যুদ্ধ আমরা চাই না, আংশিকভাবেও না। কিন্তু প্রথমতম বিদেশী সৈনিক আমাদের সীমান্ত অতিক্রম করলেই তাকে হত্যা করা হবে, আর আমরা থামবার আগেই বহু মৃত বিদেশীর দেহ আমাদের পথে, প্রান্তরে ও পর্বতে লুটিয়ে পড়বে।"

'বিদেশী' এই কথাটি সর্বদাই ব্যবহৃত হত, এবং বিশেষ করে জানাত, যে কোনো দিক থেকে যে কোনো দেশ কর্তৃক আক্রান্ত হলে তাদের বিরুদ্ধে তারা সংগ্রাম করবেই। তারা না উল্লেখ করলেও বোঝা গেল একটি বিশেষ দিক থেকেই তারা আসন্ন বিপদ আশঙ্কা করছে। আজ আর তারা আমাদের বা আমাদের ব্রিটিশ মিত্রদের (তাদেরও মিত্র) ভয় করে না, রাশিয়ার সর্বশেষ উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংশয় থাকলেও, পর্যুদস্ত রাশিয়ার

ভয়ও তাদের নেই। যে-স্ফীত মস্তক রাষ্ট্র, গত কয়েক বছরের মধ্যে য়ুরোপে গড়ে উঠেছে এবং যা এই দেশ অতিক্রম করে এশিয়ার দিকে পাড়ি দিতে চায়, পশ্চিমের সেই স্ফীত মস্তক শক্তিই তাদের আসন্ন আশঙ্কার কারণ। উদ্বেগ ও আশঙ্কার দৃষ্টি তাদের চোখে, কারণ তারা যুদ্ধ করতে নারাজ, কিন্তু সে দৃষ্টিতে তোষণনীতি ও ভয়ের চিহ্ন নেই। জার্মানী দু'বার তুর্কীতে "শান্তি" অভিযানের (Peace-offensive) চেষ্টা করেছে কিন্তু দুবারই তাদের সে প্রচেষ্টা বিফল হয়েছে।

আমাদের সঙ্গে তারা কারবারে নামতে ইচ্ছুক। দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয়ে তারা প্রস্তুত। পৃথিবীর সিকি অংশ ক্রোম্ তুর্কীতে উৎপন্ন হয়। তাদের তামাক ও তুলা অন্য দেশের বিশেষ প্রয়োজনীয়। অন্ততঃ কিছুকালের জন্য এই সম্পদ তুর্কীর নিরপেক্ষতা প্রাচীরের উপস্তম্ভের (buttress) কাজ করতে পারে। অতি কষ্টে জানলাম, তুর্কীতে খাদ্য বস্ত্র, বিশেষ করে গম ও উৎপন্ন দ্রব্য এবং বস্ত্রাদির প্রয়োজন আছে। আমি জেনে বিশেষ আনন্দ পেলাম যে আমার প্রত্যাবর্তনের পর প্রচুর পরিমাণে খাদ্য দ্রব্য এবং অন্যান্য দ্রব্যসম্ভার আমরা সেখানে পাঠাচ্ছি, কারণ আমরাই এখন এক-মাত্র দেশ যারা তাদের যথেষ্টরূপে সরবরাহ করতে সক্ষম। তুর্কীর সম্পদ শত্রু অধিকারে যাওয়া নিবারণ করতে, এবং আমাদের যারা বন্ধু থাকতে ইচ্ছুক তাদের নিরপেক্ষতা রক্ষা করতে, আমাদেরই স্বার্থে এ কাজ আমাদের করা দরকার।

এদের এই বন্ধুত্বে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রায় এক যুগব্যাপী ডাঃ গোয়েবেল্স্ ও তাঁর নাৎসী প্রচার যন্ত্রের গুরুভারে, ডেমোক্রেসীর প্রতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সম্পর্কে তুর্কীর জনগণের ধীর অথচ গভীর চেতনবোধ ব্যাহত হয়নি। তুর্কীরা আমাদের বন্ধু। তারা আমাদের পছন্দ এবং প্রশংসা করে। আমাদের ভয়ও করে না, ঈর্ষাও করে না।

এদের নিরপেক্ষতা অবশ্য সততার সঙ্গে নিয়ন্ত্রিত। উদাহরণস্বরূপ বলছি, যুক্তরাষ্ট্রের যে সামরিক বিমানে আমি পৃথিবী পরিভ্রমণ করলাম, সেই বিমানে আমার তুর্কী আগমন প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। ভূমধ্য সাগরের পূর্ব উপকূল পরিভ্রমণে এবং হিমশীতলা তৌরস পর্বতের উপর দিয়ে আনকারায় যাবার জন্য কায়রোতে প্যান-আমেরিকান এয়ার ওয়েজের একটি বিমান ব্যবহার করতে হ'ল। যে বিমান-ক্ষেত্রে আমরা অবতরণ করলাম সেখানে সযত্নে পাহারায় রক্ষিত তিনখানি লিবারেটর বিমান রয়েছে দেখলাম। রুমেনিয়ার পলেস্তি তৈলক্ষেত্রে বোমা বর্ষণের পর প্রত্যাবর্তনের পথে তুর্কীরা সেগুলি অন্তরীণ করে রেখেছে।

এই নিরপেক্ষ নির্ভুলতার অন্তরালবর্তী আন্তরিকতাটুকু কেউ ভুল করতে পারবেন না। চক্রশক্তির (axis) বেতারে তুর্কীতে আমার উপস্থিতি সম্বন্ধে যখন অভিযোগ করা হয়েছিল আমি তখন সাংবাদিকদের বলেছিলাম, "এর উত্তর অতি সোজা, হিটলারকে বলুন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে জার্মানীর প্রতিনিধি হিসাবে তুর্কীতে পাঠাতে।" পরে দেখলাম আমার এই মন্তব্য তুর্কীর পদস্থ রাজকর্মচারীদের মধ্যে যথেষ্ট কৌতুকের সৃষ্টি করেছে।

'জাতীয়তা' কথাটির জোরেই তুর্কীর এই সব করা সম্ভব হয়েছে বটে, তবু বিস্ময়ের কথা, তুর্কী ও তার নেতৃস্থানীয় সরকারী ব্যক্তিদের নিজেদের আসন্ন প্রয়োজনের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিকতার সহযোগীতা গ্রহণের ক্ষমতা, আমার দেখা আর সব দেশের চাইতে বেশী। এই কথাটাই প্রধান মন্ত্রী, পররাষ্ট্রসচিব ও অন্যান্য নেতৃস্থানীয় সাংবাদিকগণের সঙ্গে সকল দীর্ঘ এবং খোলাখুলি আলোচনাকালে দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে।

সব রাজধানীর মতই অবশ্য একটা আন্তর্জাতিক সমাজের কৌতূহলকর অভিব্যক্তি রাজধানীতে পরিপূর্ণ। একরাত্রিতে পররাষ্ট্র সচিব নৌমেন বে

আনকারার বাইরে এক ডিনার দিলেন। বাড়ীটি আতাতুর্কের গ্রামাঞ্চলের বাগানবাড়ি, শহরের সীমানার বাইরে এখানে তিনি আদর্শ কৃষি ও গোশালা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অন্ততঃ এঁরা আমাকে বল্লেন, "আদর্শ কৃষিশালা", আমি দেখলাম পাহাড়ের ওপর চমৎকার আধুনিক প্রাসাদ—দূর আনকারার দিকে পাহাড়ের ধাপে ধাপে ফুলের বাগান।

এই বাড়ির যে-ঘরটি এখন পররাষ্ট্র সচিব সরকারী আপ্যায়ন কার্যে ব্যবহার করেন, সেই ঘরে আতাতুর্কের ব্যবহৃত একটি টেলিফোন আছে, সেটি নিরেট সোণার। আর একটি ঘরে শিক্-কাবাব তৈরী করবার প্রাচীন ধরণের এক যন্ত্র আছে; একজন পাচক মাংসের এক বিরাট অংশ কাঠ কয়লার উন্মুক্ত আঁচে ঘুরিয়ে ঝলসে নিচ্ছে ও তার সিদ্ধ অংশ পাতলা করে কেটে ভাতের হাঁড়িতে ফেল্‌ছে।

প্রধান বলরুমে আমাদের আহ্বায়ক নৌমেন বে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর কার্যাবলী অনুসারে তিনি এ যুগের বিশেষ কৃতবিদ্য পররাষ্ট্রনীতিবিদ্, তাঁর আকৃতিও সেই পরিচয় দেয়। তাঁর স্বাস্থ্য তত ভালো নয়, তবে যে-তীক্ষ্ণ-দক্ষতার সঙ্গে তিনি য়ুরোপ ও পৃথিবীর দিকে লক্ষ্য রেখেছেন, তাঁর দেহের পাণ্ডুর বর্ণ ও সাধারণ কৃশতায় তা সুপ্রকট। তাঁর আকৃতির মত তাঁর মনও দেখলাম একটু বিষাদাচ্ছন্ন, কিছু রুক্ষ, অত্যন্ত দৃঢ় ও সুগভীর।

তাঁর চারিদিকে আমাদের পক্ষভুক্ত সকল দেশের কূটনীতিবিদ্‌গণ, নৃত্য, পান বা আলোচনায় ব্যস্ত। চক্রশক্তি অনুপ্রাণিত সাংবাদিকগণ আমার আনকারার সাংবাদিক সম্মিলনে (Press Conference) যোগ দিয়েছিলেন। তুর্কীস্থ চক্রশক্তির ডিপ্লোম্যাট্ বা কূটনীতিবিদ্‌গণ সম্মিলিত জাতির কূটনীতিবিদ্‌গণের সঙ্গে পার্টিতে যোগদান করেন না। সোভিয়েট দূত (Ambassador) সে সময় মস্কো গিয়েছিলেন, কিন্তু চমৎকার এবং নিখুঁত সান্ধ্য পোষাকে তাঁর প্রতিনিধি সেই সভায় উপস্থিত

ছিলেন, আমার এক শিষ্টাচার ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। ম্যারাবো পালকে সজ্জিতা এক দীর্ঘাঙ্গিনী ইংরাজ মহিলাকে এই পরিবেশে চমকপ্রদ বৈষম্য মনে হল। পরে জানলাম তাঁর স্বামী ক্রীটে যুদ্ধ করেছেন। গ্রীস ও যুগোশ্লাভিয়ার প্রতিনিধি উভয়ে উভয়ের গলা বেষ্টন করে আমার কাছে এসে য়ুরোপের সম্মিলিত মৈত্রী সম্পর্কে তাঁদের পরিকল্পনা জানালেন। আর একজন কূটনীতিবিদ্, তাঁর নাম আমি জানতে পারিনি, বিশেষ উত্তেজিতভাবে জানালেন, তিনি শুনেছেন কন্ নামক একজন আমেরিকান মুষ্টিযোদ্ধা সবেমাত্র জো লুইকে হারিয়েছেন। আফগানিস্থানের জমকালো চেহারার রাষ্ট্রদূত সখেদে অভিযোগ করলেন প্রধানতঃ শীকারের উদ্দেশ্যেই তিনি আনকারার এই পদটি গ্রহণ করেছিলেন এখন দেখছেন তুর্কীর যুদ্ধ প্রস্তুতি ব্যবস্থায় তাঁর এই সখের আশা পূর্ণ হওয়া কঠিন।

এই সব সংশয়, যে-পৃথিবীতে আমরা বাস করি তারই প্রতিচ্ছবি, আর তারই মাঝে আমার আহ্বায়ক নৌমেন বে'র আকৃতি যেন বৃহত্তর হয়ে উঠেছে। পররাষ্ট্র সচিব হিসাবে তাঁর পূর্ববর্তী এবং বর্তমান প্রধান মন্ত্রী সারাকগলুর মত জন্মগত আভিজাত্য বা অন্য কোন মতবাদের পটভূমিকায় তিনি শক্তি আহরণ করেন নি। দীর্ঘ জীবন ধরে আতাতুর্ক ও স্বদেশবাসীদের সহযোগে এবং বর্তমানে শুধুমাত্র স্বদেশবাসীর সহযোগীতায় তিনি কঠিন সংগ্রামে রত আছেন। 'স্কচ হুইস্কি', রাশিয়ান লবনমৎস্য-অণ্ড (Caviare) ভক্ষণে এবং আমেরিকান সঙ্গীত সহযোগে নৃত্যের বিস্ময়কর আন্তর্জাতিক সংমিশ্রণে অনুষ্ঠিত তাঁর নিজের পার্টিতে তাঁকে লক্ষ্য করলাম, তুর্কীর জনগণ যে যুদ্ধমুক্ত নূতন পৃথিবীর ওপরই তাদের ভরসা রেখেছে, আমি এই স্থির সিদ্ধান্তে পৌছেচি।

লালাভ-মাথা আর নীল চোখওলা যে সব ছেলেরা, আমাকে বিস্মিত

করেছে বা রাজপথের দৃঢ়চিত্ত, কঠিনাকৃতি সৈনিকবৃন্দ কিংবা রবার্ট কলেজের মোলায়েম ও মনোরম ইংরাজী শিক্ষিত শিক্ষকগণের মত নৌমেন বের মধ্যে পৃথিবীর আর্ধেকেরও অধিক মানব-মনে যে-বীজ গভীরভাবে ক্রিয়াশীল তা যেন মূর্ত হয়ে আছে। তিনি একটি প্রাচীন জাতি ও গৌরবময় ঐতিহ্য উদ্ভূত, কিন্তু মানব-অভিজ্ঞতার সীমানার বহির্ভূত এক অপূর্ব বিবর্তনের অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনে আছে।

গতযুদ্ধে তুর্কী জার্মান পক্ষাবলম্বী ছিল। যে-ওটোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের ওপর এই নূতন সাধারণ তন্ত্র গঠিত হয়েছে তা পৃথিবীর কোথাও জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। এমন কি 'Turk 'কথাটিও একটা অশুভ কথা ছিল।

পরিবর্তন এমনই দ্রুত ঘটেছে যে আমরা অনেকেই তা লক্ষ্য করার অবসর পাইনি। আতাতুর্ক ও সারাকগলু ও নৌমেন বের মত তাঁর বন্ধুদের দুই যুগেরও স্বল্প কালব্যাপী অলৌকিক সংগ্রাম, তাঁদের স্বদেশ-বাসীদের মনে নূতন জীবনধারার উৎসাহে সঞ্জীবিত করেছে।

মধ্য প্রাচ্যের আরবদের মত, চীনের সীমান্ত অঞ্চলে বা দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্তসাগর উপকূলে বা ভারতবর্ষে যারা বাস করে, তাদের মতই স্বায়ত্ত শাসন সম্পর্কে এদের কোনো অভিজ্ঞতাই ছিল না। এদের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রায় ছিলই না, জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় আদর্শ অত্যন্ত নিকৃষ্ট, আর ছিল শোষণ, দারিদ্র্য ও দুর্দশার এক দীর্ঘকালব্যাপী ইতিহাস। কয়েক বছরের মধ্যে এরা জীবনযাত্রার আদর্শ, সনাতন রীতি নীতি ও ভাবধারার সম্পূর্ণ পরিবর্তন সাধন করেছে।

তুর্কীতে একজন মহিলার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছিল, তিনি এক অপূর্ব উপায়ে এই পরিবর্তনের কথা আমাকে বুঝিয়েছিলেন। এই মধ্যবয়সী মনোরমা মহিলাটি খাঁটি তুর্কী রমণী, চমৎকার ইংরাজী বলেন,

এবং তাঁর কথাবার্তা আধুনিক পৃথিবীর যে কোনো দেশের বুদ্ধিমতী মহিলার উপযুক্ত। তিনি ইস্তানাবুল-বাসিনী, তুর্কীর সুপ্রীম কোর্টে কয়েকটি ধারাবাহিক মামলায় সওয়ালের জন্য আন্কারায় আছেন। ইনি আইন ব্যবসায়ী, তুর্কীর উল্লেখযোগ্য মহিলা আইনজীবীদের মধ্যে তিনি অন্যতমা, বিরাট তাঁর পসার। তিনি যে মহিলা এবং আইনব্যবসায়ী এ ছাড়া আর আমার কিছু মন্তব্য করার নেই। আমি আরো অনেক তুর্কী তরুণীকে আইন অধ্যয়ন করতে দেখ্লাম, অনেক উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারীর কন্যাও তার মধ্যে আছেন।

এই সবই তুর্কীর ঘটনা। আমার বাল্যকালের স্মৃতি মনে পড়ল, মাত্র চল্লিশ বছর আগে আমার জননীর সক্রিয় আইন ব্যবসা ও জন-কল্যানে আগ্রহ, আমাদের সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়ানায় এক অদ্ভুত—আশ্চর্য ব্যাপার বলে গণ্য হত।

আমাদের মিত্ররাষ্ট্র রাশিয়া

কাস্‌পিয়ান হ্রদের ওপর দিয়ে, উরাল নদীর ব দ্বীপের লবণাক্ত ও কর্দমাক্ত লাল প্রান্তর ও কুইবিসেভে ভল্গা নদী অতিক্রম ক'রে বৃহস্পতিবার ১৮ই সেপ্টেম্বর, সোভিয়েট যুনিয়নে উড়ে গেলাম। দশ দিন পরে ইলি নদীর ওপর দিয়ে মধ্য-এশিয়ার তাসকেণ্ট থেকে চীনের দিকে যে প্রাচীন সিল্কের মত পথ চলে গিয়েছে, সেই পথে রাশিয়া ত্যাগ করলাম। পরে দেশের ফেরার সময় আমাদের বিমান পুনরায় তিনবার রাশিয়া ও সাইবেরিয়ায় ভূমিস্পর্শ (Land) করেছে।

রাশিয়াতে আমি মোট দুই সপ্তাহ ছিলাম। আগে কথনো আমি সে দেশে যাইনি। রুশভাষায় একটি কথাও কইতে পারি না, তবে দো-ভাষীর কাজ করার জন্য আমার আমেরিকান সঙ্গী ছিলেন। সোভিয়েট যুনিয়ন সম্পর্কে প্রচুর পড়েছি, কিন্তু এই বিশাল দেশে ঠিক যে কি চলেছে সে সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা কোনো কেতাবেই পাইনি। পরিশেষে রাশিয়ায় যাবার আগে আমার একটা সন্দেহ ছিল, আর সেথানে থাকা কালে সেই সন্দেহ আরো নিশ্চিত হয়েছে। এই দেশটি এতই বিশাল ও যে-পরিবর্তন ঘটেছে তা এতই জটিল, হয়ত সারা জীবনব্যাপী অধ্যয়ন ও এক সেলফ্ বই সোভিয়েট যুনিয়ন সম্পর্কে খাঁটি সত্যের আভাস দিতে পারে।

এ কথা সত্য এবং উল্লেখযোগ্য যে আমি যা জান্‌তে চেয়েছি তা দেখার পূর্ণ সুযোগ সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ আমাকে দিয়েছেন। এদের শ্রম-শিল্পগত ও সামরিক কারখানা, যৌথ-কৃষিশালা, বিদ্যালয়, পাঠাগার,

হাসপাতাল, ও রণাঙ্গন (front), সবই আমার নিজস্ব ভঙ্গীতে দেখবার অনুমতি তাঁরা দিয়েছিলেন। যেন যুক্তরাষ্ট্রে অনুরূপভাবে ভ্রমণ করছি, এমনই সহজ ও স্বাধীনভাবে যাতায়াত করেছি, তার মধ্যে নিষেধের গণ্ডী বা বাধা ছিল না, আর এ সবই ঘটেছে আর একজন আমেরিকানের উপস্থিতিতে, যিনি রুশ ভাষা জানেন ও বলতে পারেন।

রাশিয়ায় সর্বপ্রথম ভ্রমণ করতে এসে বার বার অতীতের স্মৃতি মনে প্রতিফলিত হত। কুইবিসেভে এক অপরাহ্ণ শেষে দেখা গেল বিপ্লব-পূর্ব কাল সম্পর্কে আমি চিন্তা করছি। ভল্‌গার পশ্চিম প্রান্তের বন্ধুর কূলে, একদিন একাই পদব্রজে বেড়াতে বেরিয়ে এক পার্কের বেঞ্চে বসে নদীর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। নদীর ঠিক তীরেই লালফৌজের একটি বিশ্রামাগার কর্তৃপক্ষ আমাদের জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন। তখনই বাতাসে তীক্ষ্ণ শীতের আভাষ পাওয়া যাচ্ছিল, কিন্তু গাছের পাতা তখনও ঝরেনি। নদীতীর ধরে ছোট ছোট অ-রঞ্জিত বাসা (*Dachas*), বা রাশিয়ানদের প্রিয় পল্লী-বাংলো, আর পাইন গাছের সার। নীচের বিরাট নদীর মতো, সর্বত্র একটা গভীর নৈঃশব্দ্য ও সামর্থ্যের আবহাওয়া। এই পাইন গাছ ছাড়িয়ে দূরে গমের ক্ষেতের ভিতর দিয়ে ষ্ট্যালিনগ্রাদের দিকে নদী প্রবাহিত হয়েছে। রাশিয়ান সৈন্যরা এইখানে পাথরের আড়াল দিয়ে নাৎসী বিমান ট্যাঙ্কের গতিরোধ করছে।

নদীতীরে, ঠিক আমার নীচেই ভূর্জ গাছের কাঠ বোঝাই একটা নৌকার মাল খালাস হ'ল। কয়েক একর (acre) জায়গা জুড়ে কাঠ থাক দিয়ে রাখা হয়েছে। ডন বাসিন হস্তচ্যুত হওয়ার পর, শুধু সমর-শিল্পের কারখানাগুলি অবশিষ্ট সমস্ত কয়লা পায়, সুতরাং আগামী শীতকালে রাশিয়ার সহরগুলি এই একমাত্র জ্বালানি ব্যবহার করতে পারে। একজন রাখাল নদীতীর ধরে এক পাল মেষ নিয়ে গেল। নদীর মধ্যভাগে একটি

তৈলবাহী পরিপূর্ণ জাহাজ (Tanker) উজান পথে ধীর গতিতে ধাবমান। একজন তরুণ রাশিয়ান, উপকূলস্থ কাঁকর পায়ে করে নদীতে ফেলতে ফেলতে মেষপালের পিছনে চলে গেল। টুপীটা খুলতে হাওয়ায় বিশৃঙ্খল চুলগুলিতে তাকে আরো তরুণ বোধ হ'ল, টুপীটা খোলবার পর লক্ষ্য করলাম, টুপীতে লেখা আছে N. K. V. D.; গুপ্ত পুলিশ বাহিনীর সাংকেতিক চিহ্ন।

১৯১৭-পূর্ব কালের জাহাজ নির্মাতার কথা মনে হ'ল, তাঁর গ্রীষ্মাবাসের জন্য আমার পিছনের এই বিরাট কুটির তৈরী করেছিলেন। শুনলাম লোকটি এদেশে খুব শক্তিশালী ছিলেন, কঞ্জুস জাহাজ মালিক ও শস্য বিক্রেতা হিসাবে ভল্‌গার বাণিজ্য জগতে লোকটি খুব বিত্তশালী হয়ে উঠেছিলেন, এ জায়গাটির নাম তখন সামারা ছিল, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পর সামারার বিপ্লবীরা যখন এ অঞ্চলের নাম পরিবর্তন করল কুইবিসেভ, —তখনই লোকটির পতন ঘটল। লাল ফৌজের কাছে বাড়িটি প্রয়োজনীয় বিবেচিত হওয়ায় আশপাশের বাড়িগুলির চাইতে অপেক্ষাকৃত ভালো এই বাড়িটি এখনও টিকে আছে।

বিপ্লবের নামে এক পুরুষানুক্রমে যে সমস্ত নর-নারীকে ধ্বংস করা হয়েছে, যে-পরিবারবর্গ ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, যাদের পারস্পরিক আনুগত্য ছিন্ন হয়েছে, যুদ্ধ, হত্যা বা অনাহারে যে সহস্র লোকের মৃত্যু হয়েছে,তারা যেন আমার চোখে ভেসে এল।

সেই যুগের সঠিক কাহিনী হয়ত কোনোদিন বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হবে না। মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন অন্যত্র পালাতে পেরেছেন, সংখ্যায় তারা অবশ্য খুব কম, তারা ছাড়া রাশিয়ার উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত সমাজ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছে। এ কাহিনী আজ রাশিয়ানদের কাছে বীরত্বের অবদান।

রাশিয়ায় আসার পূর্বে এই সব ঘটনার সত্যতার পরিমাণ উপলব্ধি

করতে পারিনি। কারণ বর্তমান রাশিয়া যাদের দ্বারা শাসিত ও গঠিত তাদের পূর্ব-পুরুষের শুধু লোক-ঐতিহ্য ব্যতীত আর কোনো সম্পত্তি, কোনো শিক্ষা ছিল না, আর বর্তমান রাশিয়ার গুণবিচারে এ কথা আমি যথেষ্টভাবে হিসাব করিনি। আজ রাশিয়ায় এমন কোনো অধিবাসী নেই বিপ্লব-পূর্ব কালে যাদের পিতৃপুরুষের অনুরূপ বা অধিকতর ভালো অবস্থা ছিল। স্বভাবতঃই রাশিয়ার জনগণ, সকল ব্যক্তি বিশেষের মত যে-পদ্ধতিতে তাদের এই ভাগ্য পরিবর্তন ঘটেছে, তার ভালোত্ব বুঝেছে; কিন্তু যে-নৃশংস উপায়ে তা সংসাধিত হয়েছে তা ভুলে যাবার ঝোঁক আছে। আমেরিকানের পক্ষে এটা বিশ্বাস করা বা পছন্দ করা কঠিন। কিন্তু সকল সম্প্রদায়ের লোকের কাছে সর্বত্র এই সরল কৈফিয়ৎ-ই পাওয়া যায়। মস্কৌতে এক উত্তেজক সন্ধ্যায়, রাশিয়ার বুদ্ধিজীবি এক তরুণদলকে, তাদের পদ্ধতির সমর্থনে কিছু বলানোর চেষ্টা করায় একথা স্পষ্টভাবেই শোনা গেল।

আমি কিন্তু অতীতের স্মৃতি স্মরণের জন্য রাশিয়ায় যাইনি। আমাদের অভিপ্রেত বা অনভিপ্রেত হলেও রাশিয়া বাঁচবে কিনা, এই সরল তথ্য সম্পর্কে আমাদের যুগের আমেরিকানদের মনে যে সংশয় জেগেছে, প্রেসিডেণ্ট রুজভেণ্ট কর্তৃক আরোপিত বিশেষ কাজ ব্যতীত, ব্যক্তিগত ভাবে আমি সেই প্রশ্নের উত্তর সন্ধানের দৃঢ় সংকল্প নিয়ে রাশিয়ায় গিছ্‌লাম।

আমার বিশ্বাস, আমার মনের মত কিছু উত্তর অন্ততঃ পেয়েছিলাম। সংক্ষেপে কয়েকটি মাত্র বাক্যে আমি তিনটি প্রধান বিষয় উল্লেখ করছি।

প্রথমতঃ রাশিয়া একটি শক্তিশালী সমাজ ও সক্রিয়। রাশিয়ার উদ্বর্তনের মূল্য আছে। হিটলারের বিরুদ্ধে চালিত সোভিয়েট প্রতিরোধ শক্তিই আমাদের অনেকের কাছে যথেষ্ট প্রমাণ; কিন্তু স্পষ্টই স্বীকার করছি রাশিয়ায়যাওয়ার আগে, নর-নারীর যে-ক্রমবর্ধমান শক্তিতে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে দেখে এলাম, তা বিশ্বাস করতে আমি প্রস্তুত ছিলাম না।

দ্বিতীয়তঃ এই যুদ্ধে রাশিয়া আমাদের মিত্রশক্তি। ব্রিটিশদের চাইতে অধিকতর নিদারুণভাবে রাশিয়ানরা হিটলারের শক্তি অনুভব করেছে, আর চমৎকার ভাবে তারা তার গতি প্রতিরোধ করেছে। ফ্যাসীবাদ ও নাৎসী-পদ্ধতি সম্পর্কে তাদের ঘৃণা খাঁটি, গভীর এবং তিক্ত। এই ঘৃণাই হিটলারের নিষ্ক্রামণ আর য়ুরোপ ও পৃথিবী থেকে নাৎসীর অশুভ-প্রভাব চিরতরে উন্মূলিত করতে বদ্ধপরিকর করেছে।

তৃতীয়তঃ যুদ্ধের পর রাশিয়ার সহযোগীতায় আমাদের কাজ করতে হবে। আমার ত' মনে হয় আমরা যদি তা না করতে শিখি তা হলে স্থায়ী শান্তি স্থাপন করা সম্ভব হবেনা।

সোভিয়েট য়ুনিয়নের বিভিন্ন অংশে যা দেখেছি ও শুনলাম তদ্বারা আমার সিদ্ধান্তগুলি দৃঢ়তর হয়ে উঠ্‌ল। আমি রাশিয়ার রণাঙ্গণের একটি অংশ দেখেছি, এত ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছি যে লালফৌজ সম্পর্কে অনেক প্রাথমিক তথ্য আমি জান্‌তে পেরেছি। ফ্রণ্টের পিছনেই বহু কারখানা পরিদর্শন করলাম, এখানকার সোভিয়েট কারিকরগণ, যুদ্ধরত লোকদের জন্য সমান-তালে রণ-সম্ভার সরবরাহ করে আমাদের বহু সুদক্ষ কর্মীকেও হার মানিয়েছে। বহু Collective Farm বা যৌথ-কৃষি ও গোশালাও দেখেছি। কারখানা আর এই যৌথ কৃষি ও গোশালার মাঝে, রাশিয়ার যে সব সাংবাদিক ও লেখকগণ সমগ্র রাশিয়ানদের মনে ধর্ম যুদ্ধের (crusade) প্রেরণা এনেছেন, তাঁদের সঙ্গেও আলোচনা করেছি। সাংবাদিকদল ব্যতীত ক্রেমলিন দেখলাম, একজন সর্বহারা (Proletariat) নিয়ামকের (Dictator) অধ্যক্ষতায় কি ভাবে শক্তি প্রয়োগ করা সম্ভব তা সুদীর্ঘকাল ধরে ষ্ট্যালিনের সঙ্গে দুবার আলোচনা করেই বুঝেছি। পরিশেষে উল্লেখ করছি ঃ এই সব ছাড়া এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত রাশিয়ার জনগণকে দেখার সুযোগ আমার হয়েছে, ২০০,০০০,০০০, লোকের

মধ্যে আমার নমুনা হয়ত অকিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্র। তবে একান্তই ঘটনাচক্রে এদের পেয়েছি। আর্জভের যুদ্ধক্ষেত্রে আমার কাছে আর একটি জ্ঞানদীপ্ত অভিজ্ঞতা। মস্কো থেকে আর্জভে যেতে, লেলিনগ্রাদ থেকে কালিনিন পর্য্যন্ত যে রাজপথ গিয়েছে তা ধরতে হয়, আগে কালিনিনের নাম ছিল টিভার, তারপর পশ্চিমে ক্লীন ছাড়িয়ে ষ্টারিটসা নামক ক্ষুদ্র সহরতলীতে যেতে হবে। আমরা সারারাত ধরে আরামদায়ক মোটরে চললাম। প্রত্যুষে ষ্টারিটসায়, আমেরিকায় তৈরী জীপ (Jeep) গাড়িতে উঠলাম। আমাদের সঙ্গে ছিলেন জেনারেল ফিলিপ ফেমনভিল, মেজর জেনারেল ফলেট ব্রাডলী, কর্ণেল যোশেফ, রাশিয়ার মার্কিন সামরিকদূত (Attache) এ, মাইকেলা, আমাদের দলের চার জন, আর আমাদের রাশিয়ান গাইডরা।

এই জীপ এক বিরাট আবিষ্কার, আমেরিকান হিসাবে আমি এ আবিষ্কারে গৌরবান্বিত। একটি জিপে চৌদ্দ ঘণ্টা কাটাবার পর অবশ্য এর গঠন কৌশল, অলি গলি সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আমার হয়েছিল, তবে গতিবেগের ধারায় অবশ্য এর আমেরিকানত্বের প্রতি শ্রদ্ধা একটু ম্লান হয়ে আসছিল। কারণ অনন্তকাল ধরে অন্তহীন বন্ধুর ও কর্দমাক্ত এবং নিকৃষ্ট ও জলা রাস্তায় আমাদের জিপ গাড়ী যে ভাবে ধাক্কা খেয়ে প্রতিক্ষিপ্ত হয়েছে, তাতে ইণ্ডিয়ানার প্রথম যুগ সম্পর্কে আমার পিতৃদেব যে কাহিনী বলতেন তার যথার্থ আমি সর্বপ্রথম বুঝলাম।

অবশেষে আমরা আর্জভের উত্তরে লেফটনাণ্ট জেনারেল ডিমিট্রি, ডি, লেলিয়ুসেংকোর হেড কোয়ার্টার্সে পৌছিলাম। লোকটির এমনি জৌলুষ ও এমনই তিনি চিত্তাকর্ষক যে, আমার দেখা সব খ্যাতনামা ব্যক্তিদের মধ্যে আমার মনে সুস্পষ্ট রূপ নিয়ে তিনি জেগে আছেন। তাঁর বয়স মাত্র আটত্রিশ বছর। পৃথিবীর অন্যতম প্রধান যুদ্ধক্ষেত্রে ষোল ডিভিসন সৈন্যদলের ভার নিয়ে তিনি লেফটন্যাণ্ট জেনারেল।

লোকটির দৈর্ঘ্য মাঝারি রকমের, শরীরে সুদৃঢ় বাঁধুনী, দক্ষ ঘোড় সওয়ার, বক্রজানুতে কসাক-উৎপত্তি বোঝা যায়না। এই সতর্ক, প্রাণ-চঞ্চল লোকটি তেজস্বীতায় পরিপূর্ণ। তাঁর ভূগর্ভস্থ হেড কোয়াটার্সে তিনি আমাদের নিয়ে গেলেন। তাঁর যুদ্ধের মানচিত্র, সৈন্যদের অবস্থান, আক্রমণ পরিকল্পনা আর আমাদের সম্মুখে ও চতুষ্পার্শে সংঘটিত যুদ্ধের ক্ষণস্থায়ী পরিবর্তন সম্পর্কে নানা কথা আমাদের কাছে ব্যক্ত করলেন।

তিনি তখন লেলিনগ্রাদ অবরোধের নাটকীয় উন্মীলন প্রচেষ্টার প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে আর্জেভকে পাশে ফেলে (bypass) ভিয়াজমার রেলপথের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করছেন, আমরা আমেরিকায় প্রত্যাবর্তনের কয়েক সপ্তাহ পরে এ সংকল্প সিদ্ধ হয়েছিল। শৈলস্থিত ফার কুঞ্জের অন্তরালবর্তী তাঁর হেড কোয়াটার্স থেকে শহরের আট মাইল দূর পর্যন্ত গোলাগুলির আওয়াজ আমরা শুনতে পেতাম আর কামান যুদ্ধ দেখতাম।

আমি তাঁর সহকারীদের আগ্রহ দেখে অবাক্ হয়েছি। জেনারেলকে একটি বাক্য শুধু সুরু করতে হয়, তখনই দুই কিংবা তিনজন এড্জটাণ্ট বা সহকারী-সেনানী হুকুম তামিল করবার জন্য সশ্রদ্ধ (attention) ভঙ্গীতে হাজির। উর্দি পরিহিতা বালিকা ও মহিলাদের সংখ্যাও আমাকে বিস্মিত করেছে। সংযোগ, স্বাস্থ্য ও সরবরাহ ব্যবস্থা ব্যতীত আমরা দেখলাম জেনারেলের হেড কোয়াটার্সের চতুষ্পার্শ্বস্থ গাছে, ও ভূমধ্যস্থিত খাদেও (যেখানে অফিসাররা কাজ করেন) পর্যবেক্ষণ কাজে তারা রক্ষীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছে।

হেড্ কোয়াটার্স থেকে আমরা যুদ্ধস্থলের প্রায় নিকটস্থ এক জার্মান ঘাঁটি পর্যবেক্ষণ করতে গেলাম, রাশিয়ানরা সম্প্রতি এটি অধিকার করেছে। একদা যা শৈল প্রান্তস্থিত ক্ষুদ্র গ্রাম মাত্র ছিল, আজ তা বিধ্বস্ত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, কাদা, ভগ্নাংশ ও মৃতদেহে চারিদিকে

পরিপূর্ণ, এখনও তাদের কবর দেওয়া হয়ে ওঠেনি। একটি খাদের (Trench) নীচে অব্যবহৃত, অথচ কাদায় অর্ধপ্রোথিত, ইংরাজীতে 'Luncheon Ham' চিহ্নিত একটি টিন দেখলাম, ভাবলাম এই সার্বভৌম যুদ্ধের কোন অংশে জার্মানরা এটি সংগ্রহ করেছে কে জানে।

জেনারেল জানালেন, তাঁর সৈন্যদল সবেমাত্র কতকগুলি জার্মান বন্দী এনেছে, আমি তাদের দেখতে চাই কিনা জানতে চাইলেন। আমি উত্তর দিলাম, দেখতেও চাই এবং তাদের সঙ্গে কিছু কথাও বলতে চাই। জেনারেল বল্লেন—"আপনার খুসী মত সব কিছু করতে দেবার নির্দেশ আমি পেয়েছি।"

আমি তাঁর সদ্য ধৃত বন্দীদের দিকে একবার তাকালাম, হতাশভাবে একটি লাইনে চোদ্দজন দাঁড়িয়েছিল। আমি আবার আরো কাছে গিয়ে দেখলাম। এই স্বল্প পরিচ্ছদভূষিত, কৃশ, ক্ষয়ায়োগাক্রান্ত রোগীর মত আকৃতিবিশিষ্ট লোকগুলি কি, যাদের সম্পর্কে এতকাল এত কাহিনী পড়ে এসেছি, সেই ভয়ঙ্কর-হুন? সেই অপরাজেয় সৈনিকদল? দো-ভাষীর সাহায্যে আমি তাদের সঙ্গে আলাপ স্বরু করলাম। জার্মানীর কোন অংশে তারা থাকে, বয়স কত, বাড়ি থেকে চিঠিপত্র পায় কিনা, তাদের অভাবে পরিবারবর্গ কেমন আছে, আমি তাদের এমনই অসংখ্য সরল ও সহৃদয় প্রশ্ন করলাম। এই প্রশ্নগুলির উত্তরের সঙ্গে জার্মান সামরিক ফ্রন্টের শেষ চিহ্ন মুছে গেল। এই দুর্গত সৈনিকরা ঘরমুখো সামান্য বালক ও মানুষে পরিণত হল। এদের মধ্যে চল্লিশ বছর থেকে মাত্র সতের বছর বয়সের লোকও আছে।

আমি জেনারেলের দিকে মুখ ফিরিয়ে আমার মনের কথা জানালাম। তিনি বল্লেন "ঠিক বলেছেন মিঃ উইলকি! কিন্তু ভুল করবেন না। জার্মান যুদ্ধ সরঞ্জাম এখনও শ্রেষ্ঠ, আর জার্মান অফিসাররা দক্ষ ও

পেশাদার। সৈন্য সংগঠনে জার্মানী অতুলনীয়।' সৈন্যদের এই নমুনা হলেও, জার্মান সৈন্যবাহিনী এখনও পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সামরিক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু যদি আমাদের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম আপনারা পাঠাতে পারেন, তা হলে লালফৌজ ককেসাস থেকে উত্তর মেরু পর্যন্ত তাদের সকল ফ্রণ্টেই হটিয়ে দিতে পারবে। কারণ আমাদের সৈনিকরা উন্নততর, আর তারা জানে তাদের স্বদেশের জন্য যুদ্ধ করছে।"

আমার বিবেচনায় তাঁর সৈন্যদল সত্যই উন্নত ধরণের, আর সেইদিন ও পরবর্তী দিনে তারা যে প্রকৃতই স্বদেশের জন্য যুদ্ধ করছে তা পরিষ্কার বুঝলাম। ফ্রণ্টের কয়েক মাইল পিছনে দেখলাম রাশিয়ার কিষাণরা জিনিষপত্র খামারের গাড়িতে (Farm Wagon) বোঝাই দিয়ে, ধীর মন্থর-গতিতে পথ বেয়ে চলেছে, প্রত্যেক গাড়ির পিছনেই একটি করে গরু বাঁধা। সবচেয়ে বিস্ময়কর, তারা ফ্রণ্ট ছেড়ে যাচ্ছে না, ফ্রণ্টের দিকেই এগিয়ে চলেছে। যে জায়গা শত্রুর কাছ থেকে লালফৌজ পুনরাধিকার করেছে, প্রাথমিক শক্তি সঞ্চয় করে সেইদিকেই আবার তারা তরঙ্গায়িত হয়ে ফিরে যাচ্ছে। যে গ্রাম তারা ফিরে পাবে তা জনমানবহীন, শুধু আকাশমুখী চিমনি মাথা তুলে আছে। কিন্তু শারদীয় হালকর্ষণের সময় আসন্ন, সুতরাং তারা আবার ফিরছে।

তুহিণ শীতল ঝিরঝিরে বৃষ্টির জন্য আমাদের যাওয়া হল না, এই বৃষ্টির-ই আস্বাদ মাস দুই পরে জার্মানরা পেয়েছিল, জেনারেল তাঁর গঙ্গে সাপার বা রাত্রিকালীন আহারে আমাদের নিমন্ত্রণ করলেন। সোভিয়েট অফিসর, সৈনিক ও তাদের অতিথিদের নিয়ে আমরা প্রায় চল্লিশজন সেই তাঁবুতে কোনোমতে প্রবেশ করলাম। সিদ্ধকরা শীতল বেকন, রাই দেওয়া রুটি, টমাটো, শশা আর চাট্‌নী খেলাম—তারপর ভড্‌কা পান করে পরস্পরের স্বাস্থ্য কামনা করলাম।

বিশেষ কিছু না ভেবে সাপারের পর দোভাষীকে বললাম, জেনারেলকে জিজ্ঞাসা করুন কি ভাবে রাশিয়ার এই ৮ হাজার মাইলব্যাপী ফ্রণ্টের এতবড় অংশ তিনি প্রতিরোধ করছেন। জেনারেল আমার দিকে কতকটা আহতদৃষ্টিতে তাকালেন, দোভাষী তাঁর কথা আবার ধীরে পুনরাবৃত্তি করলেন।

"এ আমাদের আত্মরক্ষামূলক প্রতিরোধ নয়, আমরা আক্রমণ করছি।" তিনি জবাব দিলেন।

আর্জেভ ফ্রণ্টে যাবার পর আমি স্পষ্ট বুঝলাম রাশিয়ায় "এই যুদ্ধ জনযুদ্ধ" কথাটির প্রকৃত অর্থ আছে। এই রাশিয়ার জনগণই হিটলারবাদ ধ্বংস করার জন্য সর্বতোভাবে বদ্ধপরিকর। তারা যা সহ্য করেছে, এবং আগামীকাল যে অবস্থার সম্মুখীন হবে, তা কোনো আমেরিকানের অন্তর স্পর্শ না করে পারে না। ফ্রণ্টে যাবার আগে, ষ্ট্যালিন রাশিয়ার বিরাট আত্মত্যাগ ও তার মারাত্মক প্রয়োজন সংক্রান্ত যে-কয়েকটি তথ্য আমাকে বলেছিলেন, তার প্রচুর প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমি পেয়েছি।

ইতিমধ্যেই প্রায় পাচ মিলিয়ন বা পঞ্চাশ লক্ষ রাশিয়ান হত, নিহত বা নিখোঁজ হয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিম রাশিয়ার উর্বর কৃষি ভূমির অধিকাংশই নাৎসী করতলগত। এদের উৎপন্ন দ্রব্যাদিতে শত্রুর উদরপূর্তি হয়, এদের নর-নারীকে নাৎসীর দাস-দাসী হতে বাধ্য করা হয়েছে। রাশিয়ার হাজার হাজার গ্রাম ধ্বংস হয়েছে, অধিবাসীরা গৃহহীন। রাশিয়ার যানবাহন ব্যবস্থা অতি ভারাক্রান্ত; রাশিয়ার কলকারখানা, তার অবশিষ্ট তৈলক্ষেত্র ও কয়লার খনির সরবরাহে পুরামাত্রায় দ্রব্যাদি উৎপন্ন করছে।

রাশিয়ায় খাদ্যদ্রব্য দুষ্প্রাপ্য—দুষ্প্রাপ্যের চেয়েও হয়ত খারাপ অবস্থা। আসন্ন শীতে হয়ত রাশিয়ার ঘরে ঘরে সামান্যই জ্বালানি কাঠ মিলবে। এমন কি আমি যখন মস্কো-এ ছিলাম তখনই দেখলাম স্ত্রীলোক ও ছোট

ছেলেমেয়েরা আসন্ন শীতে যৎকিঞ্চিৎ উষ্ণতা-সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, পঞ্চাশ মাইল পরিধি জুড়ে কাঠকুঠো সংগ্রহ করছে। সৈন্যবাহিনী ও অপরিহার্য কাজে (Essential) যারা নিযুক্ত আছে শুধু তাদের জন্য ছাড়া জামা কাপড় একরকম নেই বল্লেই চলে। বহু প্রয়োজনীয় ওষুধপত্রের সরবরাহ একেবারেই নেই।

সমরকালীন রাশিয়ার এই ছবিই আমি পেলাম। নাৎসী অধিকৃত দেশগুলির কি অবস্থা তা এরা সবাই জানে। এদেশে শুধু নেতারা নয়— রাশিয়ার জনসাধারণ, হয় বিজয় নয় মৃত্যু বরণ করে নিয়েছে, এই আমার দৃঢ় ধারণা। তারা শুধু বিজয়ের কথাই বলে।

একটি সোভিয়েট বিমান কারখানায় সারাদিন কাটালাম। রাশিয়ায় আখের কারখানা, ঢালাই কল, টিনের কারখানা, বিদ্যুৎ সরবরাহ কল প্রভৃতি অন্যান্য কারখানাও আমি দেখেছি। কিন্তু বর্তমানে মস্কোর বাহিরে প্রতিষ্ঠিত এই বিমান কারখানা আমার স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

বিরাট জায়গা। অনুমান করলাম তিনটি পর্যায়ে (Shift) প্রায় ত্রিশ হাজার কর্মচারী ও শ্রমিক কাজ করছে, আর প্রত্যহ যে-হারে বিমান উৎপন্ন হয় তা প্রশংসনীয়। এখানকার উৎপন্ন বিমান এখন Stormovik নামে খ্যাতিলাভ করেছে, এইগুলি এক ইঞ্জিনবিশিষ্ট, সাঁজোয়া ধরণের আক্রমণকারী বিমান (Armoured Fighting Model)। যুদ্ধের প্রকৃত নূতন অস্ত্রগুলির অন্যতম হিসাবে রাশিয়ানরা এই বিমান সৃষ্টি করেছে। এই বিমানের ছাদটি নীচু, মৃদুগতিতে অবতরণ করে, সেই কারণে এর একটি আক্রমণকারী (fighter) সঙ্গী চাই। কিন্তু নীচু অথচ ভীষণ অগ্নি প্রজ্বালক শক্তিসম্পন্ন এই দ্রুতগামী বিমান ট্যাঙ্কবিরোধী অস্ত্র হিসাবে লালফৌজের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অস্ত্র।

আমেরিকার বিমান বিশারদরা আমার সঙ্গেই ছিলেন, আমাদের দেখা প্লেনগুলিকে চাকা পরান থেকে সুরু করে যখন সম্পূর্ণভাবে সমস্ত অংশ সম্মিলিত করে কারখানা পার্শ্বস্থ বিমানক্ষেত্রে পরীক্ষা করা হোল, তখন তাঁরা আমার ধারণা সমর্থন করে জানালেন যে বিমানগুলি প্রকৃতই ভালো। তাঁরা বল্লেন, বিমান-চালকদের এই সাঁজোয়া সংরক্ষণ ব্যবস্থা পৃথিবীর যে-কোনো দেশে প্রস্তুত বিমান অপেক্ষা উন্নত। আমি নিজে বিমান বিশারদ নই, তবে সারা জীবনে বহু বিমান কারখানা পরিদর্শন করেছি। সচেতন হয়ে আমি সব দেখেছি, তাই মনে হয় আমার এই বিবৃতি ন্যায়সঙ্গত।

বিমানের অংশ (parts) প্রস্তুত প্রণালী একটু স্থূল ধরণের। ষ্টর্মোভিকের ডানাগুলি প্লাই উডে গঠিত, বাষ্পীয় চাপে (steam pressure) প্লাই উড জড়ীভূত করে তার ওপর ক্যানভ্যাস জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কাঠের কারখানায় হাতে কাজ করা কারিগরের সাহায্য বেশী মাত্রায় নেওয়া হয় বলে মনে হ'ল, তাদের কাজেও তাই সপ্রমান। কতকগুলি বৈদ্যুতিক ও প্লেটিং কারখানা এখনও আদিম অবস্থায়।

এই রকম দু একটি ব্যতিক্রম ছাড়া এই কারখানার দক্ষতা ও উৎপাদন শক্তি, আমি যে-সব কারখানা দেখেছি তার সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে শ্রেষ্ঠই বিবেচিত হবে। আমি লেদ ও পাঞ্চিং প্রেসের বহু কারখানায় ঘুরেছি। পৃথিবীর সকল প্রান্ত থেকে আনিত যন্ত্রপাতি আমি দেখেছি, তাদের ট্রেডমার্কে প্রকাশ কেমনিৎস, স্কোডা, সেফিল্ড, সিনসিনাটি, স্ভারডলোফস্ক্ ও এনটওয়ার্প প্রভৃতি দেশে তারা প্রস্তুত। এই যন্ত্রপাতির সদ্ব্যবহার সুদক্ষভাবেই হচ্ছে।

কারখানার শতকরা ত্রিশেরও অধিক শ্রমিকের কাজ রমণীরা করছে। নীল ব্লাউজ পরিহিত দশ বছরের অনধিক বয়স্ক বালকদের কারখানায় কাজ করতে দেখেছি, যেন বিদ্যালয়ে শিক্ষানবীশি করতে এসেছে।

তা সত্ত্বেও কারখানার কর্তৃপক্ষরা বিনা দ্বিধায় জানালেন বড়দের সঙ্গে ছেলেরাও অধিকাংশ কারখানায় সপ্তাহে পুরা ছেষট্টি ঘণ্টা কাজ করে। অনেক ছেলে লেদের কাজ প্রভৃতি কারিগরের কাজ করছে দেখলাম, আর কাজও বেশ নিপুণতার সঙ্গেই করছে মনে হ'ল।

মোটের ওপর আমাদের আমেরিকানের চোখে এই কারখানায় প্রয়োজনাতিরিক্ত শ্রমিক নেওয়া হয়েছে মনে হল। আমেরিকান কারখানার তুলনায় এখানে কর্মী অনেক বেশী। প্রতি তৃতীয় বা চতুর্থ মেশিনের গায়ে এক বিশেষ চিহ্ন টাঙানো রয়েছে, সেই মেশিনের কর্মী একজন "Stakhanovite", অর্থাৎ তার সামর্থ্যাতিরিক্ত উৎপাদন শক্তি পরিপূর্ণ করার জন্য সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমাদের কাছে বিস্ময়কর মনে হতে পারে কিন্তু এই Stakhanovite বা প্রকৃত পক্ষে খণ্ড শ্রমিকদের (Piece worker), দ্রুতগতিতে কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য বর্ধিত হারে বেতন দেওয়া হয়, অনেকটা উন্নত ধরণের Bedeaux পদ্ধতি। রাশিয়ার শ্রমশিল্প ব্যবস্থা আমেরিকান পদ্ধতির বিপরীত। শ্রমিক নিয়োগ ও তাদের বেতন দান প্রথা আমাদের দেশের নিতান্ত সামাজিক শিল্পপতিকেও সন্তুষ্ট করবে। যে ভাবে মূলধন ব্যবহৃত হয় তদ্বারা আমার মনে হয় আমাদের দেশের নর্মান টমাসের * মত ব্যক্তিও প্রীত হবেন। অপেক্ষাকৃত অধিকতর ও উন্নততর উৎপাদনের জন্য বিরামহীন প্রতিযোগীতায় প্রথম স্থানাধিকারী বিভাগগুলি ও শ্রমিকদের নামাঙ্কিত সম্মানজনক তালিকা কারখানার প্রাচীরে টাঙানো রয়েছে। যে কোনো শ্রমিকের সঙ্গে সরাসরি কথা কয়ে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে যে এই অতিরিক্ত প্রেরণার ফলে দক্ষতার অভাবের জন্য যেটুকু ত্রুটি থাকে, পূর্ণভাবে না হলেও তার আংশিক পরিপূরণ হয়।

* যুক্তরাষ্ট্রীয় সোশ্যালিষ্ট নেতা।

প্রত্যেক শ্রমিকের উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ যুক্তরাষ্ট্রের অনুপাতে কম। রাশিয়ার অফিসারগণ স্পষ্টভাবেই এ কথা স্বীকার করলেন। যতকাল শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার ও অনুশীলন দ্বারা এ অবস্থা পরিবর্তন করা সম্ভব হবে না ততকাল শ্রমিক শক্তি ও উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সকল রকমের শ্রমিক, এমন কি ছেলে মেয়ে, বৃদ্ধা যা পাওয়া যাবে সবই সংগ্রহ করা হবে, এই কথা তাঁরা বল্লেন। ইতিমধ্যে দেখা গেল, (কোনো কাজে এখানে আয়না ব্যবহৃত হয় না), নব-নির্মিত বিমানগুলি সর্বশেষ নির্মাণ-কক্ষ ত্যাগ করে মেশিনগান ও কামানের লক্ষ্যবস্তুর পরিধি পরীক্ষা করেই মাথার ওপর উড়তে সুরু করেছে।

এই কারখানার ডিরেক্টারের নাম, ত্রেতিয়াকভ্, মুখখানি গম্ভীর, বয়স ত্রিশের কোঠার প্রান্তে, আমাকে তাঁর অফিসে লাঞ্চ-এ নিমন্ত্রণ করলেন। মৃদু নীলালোক মালায় সজ্জিত সুদীর্ঘ অলিন্দ অতিক্রম করে 'সম্পূর্ণ নিস্প্রদীপ' একটা সাধারণ কক্ষে পৌছলাম, এই ঘরেই তিনি কাজ করেন। একটি কন্‌ফারেন্স টেবিলের ওপর স্যাণ্ডউইচ্, গরম চা, কেক্, যথারীতি ক্যাভিয়ার বা লবণমিশ্রিত মাছের ডিম, আর সর্বব্যাপী ভড্‌কা বা রাশিয়ান মদ্য সজ্জিত। ঘরের কোণে দুটি পতাকা সাজানো রয়েছে, "ক্রেমলিনে"র পরিকল্পনার সাফল্যজনক পরিপূর্তির জন্য কারখানাকে এই উপহারে সম্মানিত করা হয়েছে।

ক্রেতিয়াকোভ আমার প্রশ্নাদির উত্তর দিতে চাইলেন। টেবিলের গোড়াতেই তিনি বসেছিলেন। তাঁর কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে পাতলা রূপার একটি ছোট তারকা একমাত্র সম্মান চিহ্ন। পরে শুনলাম মাত্র সাতজন বে-সামরিক সোভিয়েট নাগরিককে এই সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে, তারকাটির নাম "Hero of the Soviet Union"—সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বীর।

এক ঘণ্টা বিস্তারিত ভাবে জেরার পর বুঝ্‌লাম আমার জানা যে কোনো সমাজে নেতৃত্ব করার যোগ্যতা এঁর আছে। লোকটি বেশ শান্ত, তাঁর কাজের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দায়িত্বে সচেতন হয়ে এবং তাঁর কারখানার প্রতি অংশ সম্পর্কে বিস্তৃতজ্ঞান নিয়েই তিনি: গম্ভীরভাবে আলোচনা করলেন। আমি তাঁকে কতকগুলি প্রশ্ন করেছিলাম, যেমন, প্রত্যহ কতগুলি বিমান উৎপন্ন হয়, শ্রমিকদের প্রকৃত সংখ্যা কত, Storm-vik-এর সর্বোচ্চ গতিবেগ কি ইত্যাদি, তিনি ভদ্র অথচ দৃঢ়ভাবে সমস্ত প্রশ্ন কাটিয়ে দিলেন। অধিকতর সূক্ষ্মভাবে পুনরায় যখন এই প্রশ্ন করলাম, তখন তাঁর চোখদুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল, কিন্তু ইংলণ্ড বা আমেরিকার যে-কোনো দায়িত্ব সম্পন্ন কারখানা-ম্যানেজারের মত-ই বুদ্ধিহীনভাবে তিনি সামরিক গুপ্ত তথ্য প্রকাশ করলেন না।

সোভিয়েট রাজধানীতে যখন জার্মান কামানের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল, ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের সেই অক্টোবরে, মস্কোর ভিত্তি থেকে কারখানাটিকে সমূলে তুলে আনা হোল। প্রায় হাজার মাইল দূর থেকে সমর-রত জাতির প্রয়োজনীয় দ্রব্য সম্ভার পরিপূর্ণ যানবাহনের সাহায্যেই প্রায় হাজার মাইলেরও ওপর দূর থেকে এই কারখানা সরিয়ে আনা হয়েছে।

আবার এই কারখানার পুনরুজ্জীবন ঘটেছে, এই এক হাজার মাইল-ব্যাপী দীর্ঘ পথে বহু পুরাণো কারিকর নিজেরাই নিজেদের মেশিন তদারক করে এনেছে, আর এর দুমাস পরেই ডিসেম্বরে, নূতন জায়গায় এই কারখানায় বিমান উৎপন্ন হচ্ছে। তিনি জানালেন ১৯৪১-৪২ খৃষ্টাব্দের প্রথম শীতকালে এই কারখানায় কোনো উত্তাপক (Heating) ব্যবস্থা ছিল না। শ্রমিকরা নিজেই আগুন জ্বালিয়ে মেশিনগুলিকে ঠাণ্ডায় জমতে দেয়নি। তখনো শ্রমিকদের থাকবার জন্য ঘরের ব্যবস্থা হয়নি, যে যার যন্ত্রপাতির ধারেই শুয়ে ঘুমিয়ে নিত। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের

শরৎকালের ভিতর অপেক্ষাকৃত ভালো বন্দোবস্ত করা সম্ভব হল। উদাহরণ স্বরূপ—ফ্যাক্টরী রেস্তোরাঁয় দেখলাম, শ্রমিকদের সাধারণ অথচ যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করা হয়। আমি কিন্তু জানতাম, সেই শহরে চড়া দামে শুধু কালো রুটি ও আলু পাওয়া যায়।

ডিরেক্টার খর্বাকৃতি এক শক্তিশালী যুবকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, এটি তাঁর কারখানার উজ্জ্বল রত্ন, উৎপাদন কেন্দ্রের তিনি পরিচালক, লাঞ্চের পর তাঁকে প্রশ্ন করতে সুরু করলাম। শ্রমিকদের মতই তাঁর পোষাক, মাথায় মেকানিকের টুপী। এই টুপী রাশিয়ার শ্রমিকদের প্রায় "ব্যাজে"র মত হয়ে উঠেছে। ইনি কুশলী ইঞ্জিনিয়ার, সতর্ক, স-লীল, উৎসাহী, বুদ্ধিমান এবং নিজের কাজ সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান সম্পন্ন, এই ধরণের যুবক সহজেই আমেরিকার শ্রমশিল্প-জগতে দ্রুত উন্নতিসাধন করে, দক্ষতা লাভ করতে ও নিজেদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় হয়ে উঠতে সক্ষম হবে। প্রকৃতপক্ষে এঁকে দেখে আমার আমেরিকার উন্নতিশীল শ্রমশিল্পীর কথা বিশেষভাবে মনে হল, কম্যুনিষ্ট পদ্ধতির অন্তর্নিহিত কি প্রেরণা ও কোন্ আকর্ষণে সহকর্মীদের অতিক্রম করে তিনি নিজেকে শিক্ষিত করতে প্রলুব্ধ হয়েছেন, ত্রিশ হাজারেরও অধিক শ্রমিক দলকে পরিচালনা করার যোগ্যতা অর্জনের জন্য বাড়তি সময় কাজ করছেন, আর এমন জ্ঞান আহরণ করে চলেছেন, যা স্পষ্টই তাঁকে শীর্ষে নিয়ে চলছে, এ সব প্রশ্নের জবাব তাঁর কাছ থেকে জেনে নেবার বাসনা হ'ল।

তিনি সানন্দে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে চাইলেন। জানালেন, তাঁর বয়স বত্রিশ, বিবাহিত এবং দুটি সন্তানের জনক। বেশ আরাম-দায়ক বাড়িতে থাকেন, সাধারণের চাইতে তা অপেক্ষাকৃত ভালো, আর যুদ্ধ-পূর্বকালে তাঁর একটি মোটরও ছিল।

জানতে চাইলাম. "কারখানার কারিগরদের মজুরীর অনুপাতে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হিসাবে আপনার বেতন কত ?"

ক্ষণিকের জন্য একটু চিন্তা করে তিনি বল্লেন—"প্রায় দশগুন বেশী হবে।"

এই অনুপাতের, বেতনের পরিমাণ আমেরিকায় বছরে প্রায় পঁচিশ বা ত্রিশ হাজার ডলার দাঁড়াবে, আর প্রকৃতপক্ষে অনুরূপ দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তি আমেরিকায় এই হারেই বেতন পেয়ে থাকেন। সুতরাং আমি তাঁকে বললাম—"আমার ধারণা ছিল, কম্যুনিজমের অর্থ, পারিশ্রমিক-সাম্য, সকলের সমান পুরস্কার।"

আমাকে তিনি বল্লেন—সোস্যালিজমের বর্তমান সোভিয়েট পরিকল্পনার সাম্য (equality) একটা অংশ নয়। তিনি বুঝিয়ে বল্লেন "যার যেমন যোগ্যতা আর যার যেমন কাজ (*work*)" সে তদনুপাতে পারিশ্রমিক অর্জন করবে, ষ্ট্যালিনীয় সোস্যালিজমের এই হল বর্তমান ধ্বনি বা শ্লোগান। এই ক্রমোন্নতি যেদিন কম্যুনিষ্ট দশার (phase) চরম অভিব্যক্তিতে পরিণত হবে, সেইদিন এই ধ্বনি "যার যেমন কাজ আর যার যেমন প্রয়োজন (*needs*)," এই কথায় পরিবর্তিত করা সম্ভব হবে।" তিনি আরো বল্লেন—"তখনও কিন্তু সম্পূর্ণ সাম্য প্রয়োজনীয় বা বাঞ্ছনীয় হবেনা।"

আমি বল্লাম—"এই আয় অনুযায়ী আপনার কিছু সঞ্চয় হওয়া-ই স্বাভাবিক। কিছু বাঁচাতে পারেন না ?"

তিনি সহাস্যে বল্লেন—"পারি, আমার স্ত্রী যদি বেশী খরচ না করেন।"

"এই সঞ্চয়ের টাকায় কি করেন ? কি ভাবে তা খাটান ?"

তিনি বল্লেন—"প্রথমে যা জমিয়েছিলুম, তাই দিয়ে একটা ভালো বাড়ি কিনেছি।"

"তারপর ?"

"তারপর পল্লী অঞ্চলে একটা জায়গা কিন্‌লাম, অবসরকালে অবকাশ পেলে আমার পরিবারবর্গ বা আমি সেখান বিশ্রাম করি, কারখানা থেকে একটু বেরোতে পার্‌লে মাঝে মাঝে মাছ ধরতে বা শীকারেও যাই।"

"এখন ত' এ সবের হিসাব মিটেছে, বাড়তি টাকায় এখন কি করেন ?"

"কিছু নগদ রাখি, আবার গভর্ণমেণ্ট বণ্ডও কিনি।"

সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট বণ্ডের কোনও সুদ নেই; আমার জীবনের প্রথম সঞ্চয়ের কথা মনে পড়ল, কি ভাবে তা খাটিয়ে অধিকতর লাভবান হওয়া যায় তখন সেই চেষ্টা করেছি, কি উত্তর পাওয়া যায় দেখার জন্য প্রশ্ন কর্‌লাম—"অন্য কিছুতে খাটিয়ে লাভবান হবার চেষ্টা করেন না কেন ?'

আমার দিকে তিনি অবাক হয়ে তাকালেন, একটু মুরুব্বিয়ানার ভঙ্গীতেই দেখলেন মনে হল—বল্লেন "মিঃ উইল্‌কি, আপনি বলেন কি—মূলধনের বিনিময়ে আদায় (return) নেব ? রাশিয়ায় তা সম্ভব নয়, আর সে ব্যবস্থা আমার মনোমত নয়।"

কারণ জানবার চেষ্টা করায় দশ মিনিট ধরে মার্ক্সীয় ও লেলিনীয় মতবাদের কথা শুন্‌তে হ'ল, অবশেষে বাধা দিয়ে প্রশ্ন কর্‌লাম—

"এত কঠিন পরিশ্রম করেন কিসের জোরে ?"

হাত দুটি তুলিয়ে তিনি বল্লেন—"আমি এই কারখানা চালাই। একদিন আমিই এঁর ডিরেক্টার হব। তাঁর জামায় আট্‌কানো সম্মান-চিহ্ন দেখিয়ে বল্লেন—এই সব চিহ্ন (Badges) দেখ্‌ছেন, পার্টি ও গভর্ণমেণ্ট থেকে ভালো বলেই আমাকে এই সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে।" অকপট নিশ্চয়তার সঙ্গে বল্লেন—"আরো ভালো হলে একদিন হয়ত পার্টি থেকে গভর্ণমেণ্ট শাসন পরিচালনার ভার পেতে পারি।"

"বয়স হলে কে আপনার ভার নেবে ?"

"কিছু টাকা আলাদা করে রাখ্‌ব, তা যদি যথেষ্ট না হয় গভর্ণমেণ্ট-ই আমার খরচ চালাবে।"

প্রশ্ন কর্‌লাম—"নিজের একটা কারখানা হোক, এ বাসনা কখনো হয় নি ?"

আবার মার্ক্সীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক দর্শনের বক্তৃতা ধারায় তিনি এর উত্তর দিতে সুরু কর্‌লেন, কারখানার কার্য্য পদ্ধতির মতো এ বিষয়েও তাঁর ঘনিষ্ঠ জ্ঞান বর্তমান।

আবার বল্‌লাম—"আপনার পরিবারবর্গের কি হবে? আপনার ছেলেদের আপনার চাইতেও ভালো গোড়া পত্তন হোক, এ কি আপনার বাঞ্ছনীয় নয়? স্ত্রীর পূর্বেই যদি আপনাকে যেতে হয় তা হলে তাঁর সংরক্ষণের কি উপায় হবে?"

তিনি অসহিষ্ণু হয়ে বল্লেন—মিঃ উইলকি, এ সব নিছক পুঁজীবাদী কথা। আমি শ্রমিক হয়েই জীবন সুরু করেছি। আমার ছেলেরাও আমার মতোই ভালোভাবে জীবন-যাত্রা সুরু কর্‌বে। আমার স্ত্রী এখন কাজ করেন, যতদিন ভালো থাক্‌বেন ততদিন কাজ কর্‌বেন। যখন অক্ষম হবেন তখন স্বয়ং রাষ্ট্র (State) তাঁর ভার নেবে।"

বল্লাম—"এই কাজে যদি আপনার ত্রুটি হয়, তাহলে আপনার কি হবে?"

কঠিন হেসে তিনি বল্লেন—"আমি দেউলিয়া হব, ফুরিয়ে যাব (liquidated)।" পদাবনতি থেকে এমন কি মৃত্যু, যে এর অর্থ, তা আমি জান্‌তাম। তাঁর পক্ষে ভালো ভাবে কাজ না করার সম্ভাবনা কম, এ তাঁর জানা ছিল।

অতঃপর অন্য কোণ থেকে তাঁকে আক্রমণের চেষ্টা করলাম।

"ধরুন—সাধারণ সময়ে, সমর কালে নয়, আপনি হয়ত এখানকার ডিরেক্টারকে পছন্দ করেন না, সে ক্ষেত্রে কি এ কারখানা ছেড়ে অন্যত্র আপনি যোগ দিতে পারেন?"

"অধিকাংশ শ্রমিক-ই তা পারে। কিন্তু পার্টির সদস্য হিসাবে আমার যেখানে থাকা পার্টি ভালো বিবেচনা করবে, সেখানেই আমাকে থাকতে হবে।"

"ধরুন, অন্য ধরণের কাজ করবার আপনার ইচ্ছা, আপনি কি কাজ বদল করতে পারেন?"

"সেটা কর্তৃপক্ষই স্থির করবেন।"

"এই রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মতবাদে আপনার পূর্ণ সহানুভূতি আছে বুঝ্‌লাম। কিন্তু যদি আপনার বিভিন্ন মতবাদ থাকত, আপনি কি তা প্রকাশ করতে ও তাই নিয়ে লড়তে পারতেন?"

এই রকম একটা সম্ভাবনার কথা শুধু বিবেচনা করতে দশ মিনিট-ব্যাপী গরম কথা শুন্‌তে হ'ল, তারপর শুধু কাঁধ নাড়িয়েই, Shrug করে, তিনি এর উত্তর দিলেন। এবার আমার অসহিষ্ণু হবার পালা, কতকটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠেই বল্লাম—"তা'হলে প্রকৃতপক্ষে আপনার কোনো স্বাধীনতা নেই।"

প্রায় যুদ্ধমানের মতো উত্তেজিত হয়ে তিনি বল্লেন—মিঃ উইলকি, আপনি বুঝ্‌ছেন না, আমার বাপ-ঠাকুরদার চাইতে ঢের বেশী স্বাধীনতা আমার আছে। তাঁরা কিষাণ ছিলেন। কোনোদিন তাদের কিছু শিখ্‌তে, লিখ্‌তে বা পড়তে দেওয়া হয় নি। তারা ছিলেন মাটির দাস। অসুখ হলে তাঁদের জন্য না ছিল ডাক্তার, না ছিল হাসপাতাল। দীর্ঘ বংশ তালিকায় আমিই সর্বপ্রথম প্রাণী যে নিজেকে শিক্ষিত করতে পেরেছে, নিজের উন্নতি এনেছে, যা হয় কিছু একটা

হতে পেরেছে। আমার কাছে এই ত স্বাধীনতা। আপনার কাছে এসব হয়ত স্বাধীনতা বলে মনে হবে না, আমরা আমাদের রাষ্ট্রনীতির এক প্রগতিশীল অধ্যায়ের মধ্যে আছি এটা মনে রাখ্‌বেন। একদিন ত আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাব।"

চাপ দিয়ে বল্লাম—"রাষ্ট্র-ই যেখানে সর্বাধিকারী, সেখানে কি করে আপনি কোনো দিন রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পেতে পারেন?"

অন্তহীন বেগে তিনি তাঁর মতবাদ বর্ষণ করতে সুরু করলেন। এক মার্ক্সীয় নীতি ছাড়া তাঁর আর কিছু উত্তর ছিল না, মার্ক্সীয় মতবাদে তিনি সুপণ্ডিত, কিন্তু এই মৌলিক প্রশ্নের কোনো মার্ক্সীয় উত্তর নেই।

যখন যাবার উদ্যোগ করছি, শুন্‌লাম আমাদের কুশলী ও ধীমান সঞ্চালক, মেজর কাইট, জো বার্নেসকে বল্‌ছেন,—শুনুন, ভদ্রলোকটিকে আমরা যাবার আগে বুঝিয়ে দিন যে মিঃ উইল্‌কি ওঁকে শুধু কথা কওয়াবার চেষ্টা করছিলেন। আমেরিকায় অবশ্য টাকার বিনিময়ে আমরা জিনিষ চাই, আর একটু এগিয়ে যেতেও চাই, কিন্তু শুধু টাকাই আমাদের কাজ করায় না। আমার কাঁধের এই চিহ্ন পাওয়ার পর আমার বেশ বেতন বৃদ্ধি হয়েছে। আবার সেই সঙ্গে এই রিবণটাও পেয়েছি, (Distinguished Flying Cross-এর রিবণ দেখালেন) এর দরুণ একটি পয়সাও পাইনি। ওঁকে বলুন আমার পদবী (rank) ও এই বর্ধিত বেতন বিনামূল্যে দিয়ে দিতে পারি, কিন্তু দশ লক্ষ ডলারের বিনিময়েও এই 'রিবণ' দেব না।"

৮ কারখানার মত রাশিয়ার কৃষিক্ষেত্রগুলিও এই সর্বগ্রাসী যুদ্ধের

(Total War) জন্য প্রস্তুত হয়েছে, যুদ্ধরত জাতিকে তাদের সাহায্য করার সামর্থ্য, হিটলারের অন্যতম বিরাট গণনা ভ্রান্ত করেছে ও পৃথিবীর চোখে আজ তারা অন্যতম বিস্ময় হয়ে উঠেছে।

আর্জেভের সমরাঙ্গন থেকে সুরু করে সুদূর সাইবেরিয়া ও মধ্য এশিয়ার প্রান্ত পর্যন্ত দিনের পর দিন এই সব কৃষিক্ষেত্রের ওপর উড়ে গেছি। যুদ্ধ সীমানার পিছনে প্রায় ৬ হাজার মাইল জুড়ে রাশিয়ার কৃষিক্ষেত্র বিস্তৃত। বোধকরি, শুধু আকাশ থেকেই এই কৃষিক্ষেত্রের বিরাটত্ব ও তার অন্তহীন বৈচিত্র্য সম্পর্কে একটা ধারণা করা সম্ভব। একাঞ্চলে শস্যক্ষেত্র দিগন্তে মিশে গেছে, তাই দেখে আমাদের সঞ্চালক মেজর কাইটের মন কাতর হয়ে উঠল টেক্সাসস্থ তাঁর দেশের জন্য। অন্যদিকে, যথা, তাসকেণ্টের নিকটস্থ সেচ উপত্যকাটি (Irrigation Valley) অনেকটা দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার মত দেখায়।

কুইবাসেভের কাছে ভল্‌গার কাছ থেকে এইসব ক্ষেত দেখার আমার সুযোগ হয়েছিল। একটি সুন্দর আধুনিক 'রিভার বোট' বা নৌকায় আমরা নদীতে বেড়িয়ে ছিলাম। নদীতীরে গাছের ফাঁকে ফাঁকে প্রাসাদোপম বাড়ির ছাদ দেখা যাচ্ছিল। একদা মস্কো, লেলিনগ্রাদ প্রভৃতি সুদূর অঞ্চলের ধনীদের এই ছিল পল্লী আবাস, এখন শ্রমিকদের স্বাস্থ্য-নিবাস ও বিশ্রামাগারে পরিণত হয়েছে। এই দেখে আমাদের হাডসন নদীর ওপর নৌকা থেকে যে সব বিরাট প্রাসাদ দেখা যায় তার কথা মনে হল। কিন্তু হাডসনের চাইতে ভল্‌গা আরো চঞ্চলা নদী, আমাদের সঞ্চালক আমার হাতে একবার হুইলটি দিয়েছিলেন, তখনই স্বয়ং কতকটা অনুভব করেছিলাম। সহসা আমরা একটা ঘূর্ণীপাকে পড়ে দ্রুত গতিতে তীরের দিকে চল্‌লাম ভল্‌গার নৌকার মাঝিরা মজা দেখে হাসতে লাগল। কল্লাতকলের

জন্য বড় বড় কাঠের ভেলা ভেসে চলেছে, এইসব প্লব-মান বৃক্ষ শ্রেণীর ভেলার ওপর চালা বেঁধে উত্তর রাশিয়ার অরণ্য প্রদেশ থেকে সারা গ্রীষ্মকাল ধরে এক একটি পরিবার গরু, ছাগল, মোরগ প্রভৃতি নিয়ে দক্ষিণের শহরগুলির দিকে ধীরে ধীরে ভেসে চলে।

কুইবিসেভে শুনলাম ভল্‌গা নদীর একটা বিরাট বাঁকে বাঁধ (Dam) দিয়ে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করার পরিকল্পনা করা হয়েছে; এই যাত্রায় ভল্‌গার এই প্রস্তাবিত উন্নয়ন দেখতে গেলাম। সরকারী বৈদ্যুতিক শক্তির বিরাটত্বে সহজে চমৎকৃত হবার মত লোক আমি নই, তবু যখন স্পষ্ট বুঝলাম যে এই পরিকল্পনা কাযে পরিণত হলে আমেরিকার TVA., Grand Coulee, ও Bonnevilleএর সম্মিলিত শক্তির দ্বিগুন বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হবে, তখনই বুঝলাম বিরাট অরণ্য আর বিশাল দেশের মতোই রাশিয়ার স্বপ্ন ও পরিকল্পনাও বিরাট।

ভল্‌গার বাঁক ছেড়ে একটা যৌথ কৃষিশালা (collective farm) দেখতে গেলাম, আগে এটি ছোটখাটো অভিজাত শ্রেণীর কোনো ব্যক্তির শীকারের সম্পত্তি ছিল। সমগ্র জমির পরিমাণ প্রায় ৮০০ একার, প্রায় পঞ্চান্নটি পরিবার এই জমিতে বসবাস করে, অনুপাত অনুসারে পরিবার পিছু প্রায় ১৪০ একার জমি পড়ে। ইণ্ডিয়ানায় রাস কাউণ্টিতেও কৃষিশালাতে পরিবার পিছু গড়ে এই পরিমাণেই জমি পড়ে।

চমৎকার মাটি—কালো রঙের আঁটালো মাটি—বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কিন্তু মাত্র ১৩ ইঞ্চি। ইণ্ডিয়ানায় বাৎসরিক বৃষ্টির পরিমাণ প্রায় ৪০ ইঞ্চি। উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য বিনা সারের সাহায্যেই ফসল উৎপন্ন করা হয়, আর এই চাষের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ যান্ত্রিক।

প্রচুর পরিমাণে গম, 'রাই' (Rye) নামক রবিশস্য ও দুই চার রকম অন্যান্য শস্যাদির ফসল ফলানো হয়। প্রতি সনে এক একার জমিতে উৎপন্ন গমের পরিমাণ প্রায় ১৫ ১/২ বুসেল[১]; রাই-এর পরিমাণ কিছু কম, পারিপার্শ্বিক অবস্থাঅনুসারে আমার কাছে ত' ভালোই মনে হ'ল। একার করা ফসল উৎপাদনের হার নির্ধারণ করতে আমাকে এবং মিকে কাওয়েলস্‌কে অনেক অঙ্ক করতে হয়েছে। আমেরিকান টাকার অনুপাতে বুসেল করা কত দাম হয় তা স্থির করবার আর চেষ্টা করলাম না, কারণ সব দামই "রুবলের"[২] হিসাবেই আমাদের জানানো হ'ল, রুবলের দাম আবার বিভিন্ন বাজারে দ্রুত উঠা নামা করে। তবে আমরা অবশ্য শস্যের গুণাগুণ বিচার করতে পারতাম, শস্য ভালো বলেই মনে হয়।

কৃষিশালার পঞ্চান্নটি পরিবারের প্রত্যেকে একটি করে গরু রাখতে পারে; যেখানে পঞ্চান্নটি পরিবারের ছোট ছোট বাড়ির সার, সেইখানে এক সার্বজনীন মাঠে পাঁচমিশেলী জাতের কঙ্কালসার গরুর পাল বিচরণ করছে। যৌথ কৃষিশালা"র কিন্তু নিজস্ব ৮০০ গবাদিপশু আছে, তার মধ্যে সযত্ন পালিত ভালো জাতের প্রায় ২৫০টি গরু। গোয়াল ঘরগুলি ইটের তৈরি এবং বেশ বড় কংক্রীটের মেঝে, আর পশুগুলি বেঁধে রাখার জন্য আধুনিক ধরণের খোঁটা রয়েছে, বাছুরগুলির ওপরও সযত্ন দৃষ্টি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন খাটাল। যে সব স্ত্রীলোকদের হাতে এই গোয়াল ঘরের দায়িত্ব ভার তাঁরা প্রজনন ব্যবস্থা ও যত্নদ্বারা

(১) বুসেল (Bushel) শস্যাদি মাপিবার পরিমান বিশেষ। এক বুসেলের পরিমাণ প্রায় সাড়ে নয় সের।

(২) রুবল (*Ruble*) রুশদেশে প্রচলিত রজতমুদ্রা, আমাদের এক টাকা সাড়ে পাঁচ আনার সমান।

এই সব পশুদের অধিকতর উন্নতির জন্য সচেষ্ট। প্রক্রিয়াগুলি বৈজ্ঞানিক এবং আধুনিক।

কৃষিশালার একটি মাত্র সবল দেহ ব্যক্তিকে দেখ্‌লাম: তিনি এখানকার ম্যানেজার। অধিকাংশ কর্মী, স্ত্রীলোক বা বালক, দু'চার জন বৃদ্ধও আছেন। রাশিয়ার এই সব কৃষিশালার বিশাল ভাণ্ডার থেকেই লালফৌজের বিরাট বাহিনী সংগৃহীত হয়েছে, লালফৌজেরই পুত্র পরিবারবর্গ আজ সমগ্র রাশিয়াকে অন্নদান করছে।

ম্যানেজারটি কৃষিশালার জার (Tsar) বিশেষ। বৈজ্ঞানিক কৃষিবিদ্যায় শিক্ষিত এই লোকটি সতর্ক ও সাহসী। শস্য বপণের পরিকল্পনা ও পরিচালনা তিনিই করেন। এই প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক নর নারী ও বালক তাঁর কর্তৃত্বাধীন।

বিনিময়ে, যুদ্ধ-জনিত ব্যয় সংকোচে, কৃষিশালার পরিকল্পনা ও উৎপাদনের সাফল্যের জন্য তিনি দায়ী। সাফল্য লাভ করলে তাঁর পদোন্নতি হবে ও রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি হবে; অকৃতকার্য হলে দণ্ডের পরিমান গুরুতর।

এই সব কৃষিশালার একটিতে ব্যয় সঙ্কোচ ব্যবস্থা সম্পর্কে কৌতুহলী হয়ে বহু প্রশ্ন করলাম। শুনলাম কৃষিশালার কার্যালয়ে কে কতটুকু কাজ করে তার হিসাব সযত্নে রক্ষিত হয়। এক একটি লোকের কাজের পরিমান রোজ বা "workday" হিসাবে ভাগ হয়, তবে যেখানে বিশেষ পারদর্শিতার প্রয়োজন স্বীকৃত হয় সেখানে অন্য হিসাব, যেমন একদিনে নির্দিষ্ট কয়েক একার জমি হলকর্ষণ করলে ট্রাক্টার ড্রাইভারের কাজটিকে দু'রোজ ধরা হবে।

এইভাবে নির্দিষ্ট সংখ্যক কপিকল ঠিক করে বাঁধা, বা গরুর পরিচর্যা করাও দু'রোজ বিবেচিত হবে।

রাশিয়ার বহু সংখ্যক যৌথ কৃষিশালার মত এই কৃষিশালাতেও ট্রাক্‌টার ও অন্যান্য যান্ত্রিক সরঞ্জাম সরকারী যন্ত্রশালা থেকে ভাড়া নিয়ে এসেছেন, ভাড়া কৃষিশালার ফসল দিয়ে শোধ করা হয়, রুবল দিয়ে নয়। কৃষিশালাকে সরকারী কর বা ট্যাক্স-ও দিতে হয়, সেও ফসল প্রভৃতির সাহায্যেই মেটানো হয়, টাকায় নয়। উদ্‌বৃত্ত ফসল কৃষিশালার সদস্যদের বণ্টন করা হয়, হিসেবের খাতায় যার যত রোজ কাজ লেখা হয়েছে সেই অনুপাতে সে ফসল পাবে।

এই চূড়ান্ত বিতরণের পর প্রত্যেক সদস্যরা যা পান, তার বিনিময়ে তারা কৃষিশালার দোকান ঘর থেকে শিল্প দ্রব্যাদি কিনতে পারেন বা বিক্রয় করতেও পারেন। সরকারের কাছে ফসল বিক্রীর জন্য যৌথ কৃষিশালার কৃষকদের ওপর চাপ ক্রমেই বর্দ্ধিত হচ্ছে। অবশ্য যন্ত্রপাতির ভাড়া এবং সরকারী ট্যাক্স মিটিয়ে দেবার পর নিয়মানুসারে যে কোনো জায়গায় ফসল বিক্রীর স্বাধীনতা আছে। যে সব কৃষকদের সঙ্গে কথা কইলাম, তাদের কাছে প্রচুর নগদ টাকা আছে মনে হ'ল কিন্তু খরচের কোনও উপায় নেই, কারণ লাল ফৌজের চাহিদা মেটানোর জন্য প্রত্যেক কারখানা গভীর ভাবে ব্যস্ত থাকায় দোকানের মাল ক্রমশঃই দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠ্‌ছে ও হ্রাস পাচ্ছে।

আমরা কৃষিশালার ম্যানেজারের বাড়িতে লাঞ্চে গেলাম। লোকটীর বয়স সাঁইত্রিশ, বিবাহিত, দুটি সন্তান বর্তমান। সাদাসিধে ধরণের ছোট্ট একটি পাথরের বাড়িতে তিনি থাকেন, যুক্তরাষ্ট্রের সমৃদ্ধিশালী কৃষিশালার বাড়ির চাইতে আবহাওয়ায় কোনো অংশে বিভিন্ন নয়। আন্তরিকতাময় আতিথেয়তা, হাস্য পরিহাসে নিবিড় হয়ে উঠল। প্রচুর খাদ্য সামগ্রী, সাধারণ বটে তবু ভালো খাবার, আর ইণ্ডিয়ানার কৃষিশালায় যেভাবে বহুবার অনুরুদ্ধ হয়েছি, সেই ভাবে

ম্যানেজার-গৃহিণী, যিনি সহস্তে সব রেঁধেছেন, বারবার অনুরোধ করতে লাগলেন "মিঃ উইলকী, আর একটু কিছু দিই, কিছুই খেলেন না আপনি।" তারপর অবশ্য সেই সর্বদা-সুলভ ভড্কা। কুত্রাপি জলের চিহ্ন দেখলাম না।

ম্যানেজার ও তাঁর স্ত্রী এবং কৃষিশালার কয়েকজন শ্রমিকের সঙ্গে আলাপ করে যে-সব কৃষকের নিজস্ব জমি আছে তাদের মত কেন তাদের ভোগের বাসনা হয় না তা জানবার চেষ্টা করলাম। আমার এই প্রশ্ন তাদের অনেকের কাছে বিস্ময়কর মনে হল। ম্যানেজার আমাকে বুঝিয়ে বল্লেন, তিনি এবং কৃষিশালার অধিকাংশ সদস্যের ক্রীতদাসত্বের মেয়াদ একশো বছরের চাইতেও কম; যে সব জমিতে এঁরা কাজ করছেন, এদের পূর্ব পুরুষ বা এঁদের নিজেদের অধিকারে কোনো দিনই তা ছিল না; বর্তমান ব্যবস্থা তাই সকলের কাছেই ভালো বিবেচিত হয়েছে।

পরে জানলাম প্রাকৃত সরঞ্জামে এই কৃষিশালা সাধারণ কৃষিশালার কিছু ওপরে। কিন্তু সোভিয়েট যুনিয়নের আরো ২,৫০,০০০ যৌথ কৃষিশালার মতই এটি পরিচালিত হয়। রাশিয়ার এই সুদৃঢ় প্রতিরোধের মূলে যৌথ কৃষিশালাই যে প্রধান ভিত্তি তা অনুভব করলাম।

রাশিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রের পিছনেই রয়েছে এই কারখানা আর যৌথ কৃষিশালা, এ-ধরণের পূর্ণাংগ জঙ্গমত্ব বোধ করি এক জার্মানী ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও সম্ভব হয় নি। কারখানা আর কৃষিশালার পিছনে রয়েছে সেই যন্ত্রসম্ভার, যা সম্পূর্ণ করেছে জঙ্গমত্ব।

এই যন্ত্রের অন্যতম চিত্তাকর্ষক ও প্রধানতম অংশ সংবাদপত্র; আর সব ব্যাপারের মত এই বিভাগটিও সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন।

মস্কৌতে সর্বপ্রথম দেখলাম সংবাদপত্র ক্রয়ের জন্য নর-নারীর এক সুদীর্ঘ লাইন রাস্তার কিউতে লাইন বেঁধে দাঁড়িয়েছে, আমি ও আমার সঙ্গী মার্কিন সংবাদপত্র প্রকাশক গর্ডেনার কাওয়েলসের জীবনে এই দৃশ্য প্রথম। দৈনিক সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা সাতের অঙ্কে পৌছেচে, তবু চাহিদা মেটান যায় না।

রাশিয়ার সর্বত্র ছোটখাট শহরে, রাস্তার ধারে গ্লাসকেসের চারপাশে জনতার ভীড় লক্ষ্য করেছি। কেসের ভিতরে এদেশের দুটি প্রধানতম সংবাদপত্র *Pravda* বা *Izvestia*, সাজানো রয়েছে। শীতে দাঁড়িয়ে, অন্য লোকের কাঁধের উপর ঝুঁকে পড়েও লোকে কাগজ পড়তে চায়।

আমরা যখন তাসকেণ্টের পথে উড়লাম, তখন আমাদের বিমান রাশিয়ার যে কোনো যথারীতি ব্যবসাদার বিমান প্রতিষ্ঠানের বিমানের চাইতেও দ্রুতগতিতে উড়ে চল্‌ল। মধ্য এশিয়ার শহরে দীর্ঘকাল পরে এই প্রথম আমেরিকান হিসাবে স্বভাবতঃই আমরা যথেষ্ট কৌতূহলের বস্তু; যতক্ষণ না প্রচারিত হয়েছিল যে তাসকেণ্টে কেউ দেখেনি মস্কৌর এমন সব সংবাদপত্র আমরা নিয়ে এসিছি, ততকাল অবশ্য আমরাই কৌতূহল-কেন্দ্র ছিলাম, জানাজানি হবার পর কিন্তু আমাদের সরকারী আশ্রয়দাতারা পর্যন্ত আমাদের পরিত্যাগ করে সংবাদপত্র নিয়ে পড়্‌তে বস্‌লেন।

এ সব দেখে আমার কৌতূহল হ'ল, আর যেখানেই গেছি সর্বত্রই এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছি। অল্পক্ষণ স্থায়ী ব্যাপারে সংবাদপত্র, আর দীর্ঘকাল স্থায়ী ব্যাপারে বিদ্যায়তন, রাশিয়ার সরকারের সুদৃঢ় বাহন। রাশিয়ার বর্তমান গভর্ণমেণ্ট, স্কুল আর প্রেস পঁচিশ বছর ধরে নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। রাশিয়ার জনগণের কাছে এই গভর্ণমেণ্ট কি আত্মত্যাগ

ও সমর্থনের দাবী করে, সে বিষয়ে যে-সব বিদেশীরা এখনও গতানুগতিক কথায় গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতাকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন, তাঁরা এক রকম চোখ বুজিয়েই কথা বলেন।

সোভিয়েট প্রেসে কি জাতীয় চিন্তাধারা ও ভাবাবেগ প্রবেশ করে মস্কৌতে এক রাত্রে আমার তা জান্‌বার সুযোগ হয়েছিল। মস্কৌতে যে সব আমেরিকান সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মত সুদক্ষ ও কৃতি দল আমি আর দেখিনি। ন্যু ইয়র্ক হেরাল্ড, ট্রিবিউনের ওয়াল্টার কার, সিকাগো ডেলী নিউজের লীল্যাণ্ড্ ষ্টৌ, ন্যু ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউনের মরিস হিণ্ডাস্, ন্যু ইয়র্ক টাইমসের র‍্যালফ্ পার্কার, য়ুনাইটেড প্রেসের হেনরী সাপিরো, এসোসিয়েটেড প্রেসের এডি গীল্‌মোর ও হেনরী কাসিদি, ন্যাশনাল ব্রডকাষ্টিং কোম্পানীর রবার্ট ম্যাগিডফ্, কলম্বিয়া ব্রড্‌কষ্টিং সীস্টেমের ল্যারী লে সুয়েউর ও টাইম আর লাইফের ওয়ালী গ্রেব্‌লার—এক লণ্ডন ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো শহরে এই রকম ন্যায় নিষ্ঠ, পরিশ্রমী ও সতেজ পররাষ্ট্র সাংবাদিক দল আছেন কিনা আমার জানা নেই। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন, সোভিয়েট সাংবাদিকদের একটি দল সংগ্রহ করে এক প্রশস্ত কক্ষে এক দোভাষী আর কিছু আহার্য ও পানীয় দিয়ে আমাদের ছেড়ে দিলেন, কোনো সরকারী ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। যে-কোনো বিষয়ে বিনা বাধায় প্রশ্ন করার সুযোগ আমাকে তাঁরা দিলেন।

চমৎকার এক সাংবাদিক গোষ্ঠী। সোভিয়েট রিপোর্টার ও উপন্যাসিক ইলাইয়া এরেনবুর্গ ছিলেন, জীবনের অধিকাংশই তিনি ফ্রান্সে কাটিয়েছেন, যে-কোনো বিদেশী সাংবাদিকের মতই পশ্চিম য়ুরোপ সম্বন্ধে বোধকরি তাঁর গভীর জ্ঞান বর্তমান। তরুণ নাট্যকার ও

রিপোর্টার বোরিস্ ভয়েটিখভ ছিলেন, সেবস্তাপোল পতনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি আত্মরক্ষার কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছিলেন তারপর সাবমেরিণের সাহায্যে পালিয়ে আসতে পারেন। তরুণী সোভিয়েট সাংবাদিক ভ্যালেণ্টিনা জেনীও ছিলেন। রাশিয়ান রুবাসকা ও চামড়ার বুটজুতা পরিহিত তরুণ সাংবাদিক সিমোনভ ছিলেন, কঠিন তাঁর মুখাকৃতি। ষ্ট্যালিনগ্রাদ থেকে সেদিনই তিনি মস্কো এসেছেন। Russian People নামক নাটকের তিনি নাট্যকার এবং হয়ত রাশিয়ার সবিশেষ জনপ্রিয় সাংবাদিক। আর ছিলেন জেনারেল এ্যালেক্সি ইগনাসিয়েভ, যাট বছর বয়সেও কি সুন্দর পুরুষোচিত দেহ। ১৯১৭ বিপ্লবেরপর দীর্ঘকাল মিলিটারি এ্যাটাচি হিসাবে বিদেশে ছিলেন, এখন লালফৌজের দৈনিক সংবাদপত্র Red Star-এর একজন প্রধান আলোচক।

আমরা স্মোক্ড্ ষ্টারজিওন (এক শ্রেণীর বড় মাছ) খেলাম, গরম চা পান করলাম, আর প্রায় সারারাত ধরেই আলাপ আলোচনা করলাম। দু'টি বিভিন্ন পথে আলোচনা চলেছিল। দ্বিতীয় রণাঙ্গণ খোলা হবে কবে, রুডলফ্ হেসের কি হয়েছে, আর অধিকতর আমেরিকান সরবরাহ ও সরঞ্জামের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমার ওপর প্রশ্নবাণ বর্ষিত হ'ল। এঁরা সকলেই বেশ ওয়াকিবহাল, আগ্রহশীল, কৌতূহলী ও বিশ্লেষক, কিন্তু প্রতিকূলাত্মক নন। পরে জানলাম প্রায় এক যুগের মধ্যে বিদেশী অতিথি ও সোভিয়েট সাংবাদিকদের মধ্যে এই হয়ত প্রথম অকপট আলাপচারি।

সেদিনকার উপস্থিত পেশাদার লেখকদের মধ্যে কেউ-ই উভয় পক্ষের মধ্যে যে গোপন কথা বিনিময় হয়েছিল তা প্রকাশ করেন নি। আর আমিও তা করবো না। সেদিন সাংবাদিকগণ 'আমাকে যা

বলেছিলেন তার মধ্যে দু চার কথা যদি এখানে আমি উল্লেখ করি তাহ'লে আমার বিশ্বাস তাঁরা আমাকে ভুল বুঝবেন না।

দুটি কথা প্রকাশযোগ্য বিবেচনা করি। প্রথমটিকে এক প্রকার মীমাংসা পরাঙ্মুখতা বল্‌তে পারি। এই লোকগুলি সম্পূর্ণ আপোস বিরোধী। বাল্যকাল থেকে একজনকে স্বৈরশাসনবাদে শিক্ষিত করলে, সে শুধু সাদা আর কালোর হিসাবেই চিন্তা করবে।

উদাহরণ স্বরূপ বল্‌ছি, ষ্টালিনগ্রাদ থেকে সদ্যপ্রত্যাগত সিমোনভকে জিজ্ঞাসা করলাম—আর্জেভ রণাঙ্গণে বন্দীদের যেমন দেখেছিলাম, ষ্ট্যালিনগ্রাদ অঞ্চলের জার্মান বন্দীরাও কি তেমনই নিকৃষ্ট ধারণা উদ্রেক করে। আমার প্রশ্ন রুশ ভাষায় অনূদিত হ'ল, কিন্তু কোনো উত্তর নেই। অন্য একজন এ বিষয়টি নিয়ে কথা কইতে লাগলেন।

দো-ভাষীদের সঙ্গে কয়েক সপ্তাহ থাকার পর কিছুতেই আর বিস্মিত হবার নেই। সুতরাং প্রশ্নটি পুনরাবৃত্তি করলাম। এবারও কোনো উত্তর নেই। এবার আলোচনার একটি ধারা সম্পূর্ণ হয়ে বিরতির অবসর পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করলাম। তৃতীয়বার পুনরায় সেই প্রশ্নই করলাম। জেনারেল ইগনাসিয়েভ, সামাজিক এবং সার্বভৌমিক ভদ্রলোক, আর উপস্থিত রাশিয়ানদের মধ্যে তিনিই যা কিছু ইংরাজী বল্‌তে পারেন, তিনি অবশেষে উত্তর দিলেন :

"মিঃ উইলকি, আপনার পক্ষে ব্যাপারটি না বোঝাই স্বাভাবিক। এই যুদ্ধ সুরু হবার পরই আমরা সবাই জার্মান সৈনিক খুঁজেছি, তাদের জেরা করেছি। তারা কেন আমাদের দেশ আক্রমণ করতে এসেছে জানতে চেষ্টা করেছি! জার্মানদের সম্বন্ধে, আর নাৎসীরা তাদের কি করেছে, সে সব বিষয়ে আমরা অনেক চমকপ্রদ তথ্য জানতে পেরেছি।

"এখন কিন্তু অন্য ব্যাপার। গত শীতের আক্রমণের পর

জার্মানদের হটিয়ে তাদের অধিকৃত বহু গ্রাম ও সহর পুনরাধিকার করবার পর আমরা এখন বিভিন্ন ভংগীতে দেখছি। জার্মানরা আমাদের দেশবাসী ও আমাদের ঘরগুলির কি করেছে তা সচক্ষে দেখেছি! আজ আর কোনো ভদ্র সোভিয়েট সাংবাদিক, বন্দী নিবাসেও জার্মানদের সঙ্গে কথা বল্‌বেন না।"

আর একটি উদাহারণ ধরা যাক: কয়েকদিন ধরে যথাসম্ভব নৈপুণ্যের সঙ্গে প্রস্তাব করেছি যে এখানকার শ্রেষ্ঠ সংগীতকার ডিমিট্রি সষ্টাকোভিচ্‌কে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠালে সোভিয়েটের পক্ষে একটা ভালো চাল হবে। পূর্ব রাত্রে আমি মস্কৌর বিরাট জনপূর্ণ কনসার্টশালা চেকোভস্কী-হলে বসে তাঁর সেভেন্থ সিম্‌ফনী শুনে এসেছি। খুব কড়া সংগীত, অনেকটাই আমার পক্ষে বোঝা কঠিন, তবু এর সূচনাটুকুর মত হৃদয়গ্রাহী কিছু আর কখনও শুনিনি। সষ্টাকোভিচকে কেন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো যাবে না, সেখানে ইতিমধ্যেই তাঁর বহু গুণগ্রাহী আছেন, আমাদের উভয় রাষ্ট্র আজ কিসের সম্মুখীন তা হৃদয়ঙ্গম করানোর জন্য তাঁর এই সংগীতই অপরিমিত সাহায্য দান করবে।

এবারে সিমোনভ আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন।

"মিঃ উইলকি, বোঝাপড়া দু'দিক দিয়েই হতে পারে। আমরা বরাবরই আমেরিকা সম্বন্ধে জানার চেষ্টা করেছি। আপনাদের কাছ থেকে অনেক কিছু ঋণ করেছি, আর আমাদের ভালো ভালো লোককে শিক্ষার জন্য আমেরিকায় পাঠিয়েছি। আপনার দেশের কথা কিছু আমরা জানি, যতটা জানা উচিত ততটা হয় ত জানি না, তবে সষ্টাকোভিচকে কেন আপনার এই আমন্ত্রণ, তা বোঝার মত শিক্ষা আমাদের হয়েছে।

"আপনাদের কিছু ভালো লোককে শিক্ষার জন্য আমাদের দেশে

পাঠাবেন। তখনই হয় ত বুঝতে পারবেন কেন আমরা আপনার এই আমন্ত্রণে আন্তরিকভাবে সাড়া দিইনি। দেখছেন ত আমরা জীবন-মরণ-পণের যুদ্ধে নেমেছি। শুধু আমাদের নিজেদের জীবন নয়—যে-ভাবাদর্শ এক পুরুষ ধরে আমাদের জীবন-ধারা গঠন করেছে, আজ তা'তে ষ্ট্যালিনগ্রাডে তা অনিশ্চয়তার দোলায় দোদুল্যমান। যে সকরাষ্ট্র এই যুদ্ধে লিপ্ত, সেখানকার মানুষের জীবনও এমনই শূন্যে দোদুল্যমান সেখানে মুখের ওপর নাকের মত পরিষ্কার জিনিষ, সংগীতে বোঝাবার জন্য সংগীতকার পাঠানোর এই প্রস্তাব, আমাদের কাছে অপমানজনক। অনুগ্রহ করে আমাদের ভুল বুঝবেন না।"

তাঁকে ভুল বুঝেছি মনে হয় না।

সেই সন্ধ্যার শান্তভাব, স্তব্ধতা, নিসংশয় গৌরব ও দেশাত্মবোধ দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য গুণের কথা। আজ এমন এক দলের হাতে সোভিয়েট য়ুনিয়নের পরিচালন ভার, যারা নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন, দীর্ঘকাল ধরে যে আমেরিকানরা রাশিয়া সম্পর্কে শুধু সন্ত্রাসকর কাহিনী পড়ে আসছেন একথা তাদের পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত। মধ্য এশিয়া ও সাইবেরিয়ায় পরে আরো গভীরভাবে আমি মোহিত হলাম। আমেরিকায়, বিশেষ করে ওয়েষ্ট অঞ্চলে এই গুণ বহুবার আমার জানবার সুযোগ ঘটেছে।

মস্কৌতে জোসেফ ষ্ট্যালিনের সঙ্গে আমার দুবার সুদীর্ঘ আলোচনা হয়েছে, বেশীর ভাগ কথাবার্তা প্রকাশের স্বাধীনতা আমার নেই। তবে ব্যক্তিগতভাবে লোকটির সম্বন্ধে কোন কথা বলতে সতর্কতার প্রয়োজন নেই। আমাদের সময়ের তিনি এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব।

তার আমন্ত্রণে একদিন সন্ধ্যা ৭-৩০ মিঃ তাঁর কাছে গেলাম। রাত্রেই তার অধিকাংশ আলোচনা হয় মনে হ'ল। তাঁর ঘরখানি

দৈর্ঘ ও প্রস্থে ১৮ X ৩৫" ফিট প্রশস্ত। ঘরের দেয়ালে মার্কস, এঙ্গেলস্ ও লেলিনের প্রতিকৃতি টাঙানো, ষ্ট্যালিন ও লেলিনের যুগ্ম প্রতিকৃতিও আছে, রাশিয়ার সব স্কুল বাড়ি, সরকারী ভবন কারখানা, হোটেল, হাসপাতাল ও বাড়িতে এই একই ছবি দেখা যায়। কখনও আবার এর ওপর মলোটভের ছবিও দেখা যায়। অফিস ঘর থেকে দেখা গেল, পাশের ঘরে এক প্রকাণ্ড গ্লোব বা ভূমণ্ডল চিত্র, প্রায় দশ ফিট পরিধি হবে, সাজানো রয়েছে।

এক দীর্ঘ ওক্ কনফারেন্স টেবলে ষ্ট্যালিন ও মলোটভ্ আমাকে অভ্যর্থনা করার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। আমাকে তাঁরা সহজভাবে অভ্যর্থনা করলেন, আর প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে আমাদের আলাপাচার চললো—যুদ্ধ, ততঃ কিম্, ষ্ট্যালিনগ্রাদ ও রণাঙ্গন, আমেরিকার অবস্থা, গ্রেটব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ, এবং আরো বহু সার ও অসার বিষয়ে আলোচনা চল্‌ল।

কয়েকদিন পরে ষ্ট্যালিনের পাশে বসে আমার সম্মানার্থ প্রদত্ত সরকারী ডিনারের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রায় পাচ ঘণ্টা কাটলো। পরে অন্য কক্ষে ছোট টেবিলে বসে কফি পান করলাম এবং মস্কো অবরোধ ও প্রতিরোধ সম্পর্কিত একটি ফিল্‌মের অপ্রকাশ্য বিশেষ প্রদর্শনী দেখলাম।

প্রসঙ্গতঃ এই ডিনারেই দোভাষীদের সম্মানে আমরা মদ্য পান করলাম। যথাক্রমে আমাদের স্ব স্ব স্বদেশ ও নেতাদের, রাশিয়ার জনগণ ও আমেরিকার জনগণের এবং পারস্পারিক ভবিষ্যৎ সহযোগীতা সম্পর্কে আমাদের আশা সম্পর্কে, আমরা পরস্পর স্বাস্থ্য পান করলাম। অবশেষে আমার এই ডিনারে দোভাষীরাই শুধু খাটছেন মনে হ'ল, অনুবাদ করতে তাঁরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সুতরাং আমি তাদের

স্বাস্থ্যপানের প্রস্তাব করলাম। ষ্ট্যালিনকে আমি পরে বললাম—"দো-ভাষীদের স্বাস্থ্য পানের প্রস্তাব করে বিধি বহির্ভূত কিছু বে-আইনী কাজ করিনি ত' ?"

তিনি উত্তরে বল্লেন—"কিছু না, তাতে কি মিঃ উইলকী, আমাদের দেশ গণতান্ত্রিক।"

ষ্ট্যালিনকে লম্বায় প্রায় পাচ ফিট চার বা পাঁচ ইঞ্চি মনে হ'ল, কিঞ্চিৎ স্থূলাকৃতি। তাঁর আকৃতির খর্বতা দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম, কিন্তু তাঁর মাথা, গোঁফ আর চোখ বিশাল। প্রশান্ত ভঙ্গীতে মুখখানি কঠিন বলে মনে হয় -আর তাঁকে পরিশ্রান্ত মনে হ'ল, তিনি অসুস্থ এই সংবাদই সাধারণতঃ প্রচারিত—আসলে তিনি কিন্তু ভীষণ পরিশ্রান্ত। তাঁর পরিশ্রান্ত হবার কারণও আছে। তিনি বেশ শান্তভাবে চটপট কথা কন, কখনও তাঁর কথার মাঝে একটা অন্তরস্পর্শী সারল্য দেখা যায়। জ্বালানি দ্রব্য, যানবাহন, সমর সম্ভার, লোক-শক্তি প্রভৃতি বিষয়ের শোচনীয় পরিস্থিতির কথা উল্লেখকালে তাঁর ভঙ্গী রীতিমত নাটকীয় হয়ে উঠেছিল।

তাঁর মন কঠিন, দৃঢ়তাপূর্ণ ও আগ্রহশীল মনে হ'ল। তিনি সন্ধানী প্রশ্নবান নিক্ষেপ করলেন, পিস্তলের মত সেগুলি বারুদে ঠাসা, যে বিষয়ে তাঁর আগ্রহ তার মর্মমূলে আঘাতের জন্যই প্রশ্নগুলির এই অন্তর্ভেদী তীক্ষ্ণতা। মিঠে কথা ও সাধুবাদ তিনি চাপা দিয়ে চলেন, আর অস্পষ্টতা সম্পর্কে তিনি অসহিষ্ণু।

আমার বিভিন্ন কারখানা পরিদর্শনের কথা শুনে তিনি তার বিস্তারিত বিবরণ জানতে চাইলেন, তাদের পরিচালনা সম্পর্কে সাধারণ মন্তব্য নয়, প্রতি বিভাগের বিশদ সংবাদের জন্য তাঁর আগ্রহ। যখন ষ্ট্যালিনগ্রাদের কথা তাঁর কাছে জানতে চাইলাম, তিনি আমার জন্য শুধু এর ভৌগলিক ও সামরিক গুরুত্বের যুক্তি না দিয়ে এর সাফল্যজনক বা অসাফল্যকর

প্রতিরোধ ব্যবস্থার ওপর রাশিয়া, জার্মানী এবং বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে কি নৈতিক প্রতিক্রিয়া হবে বোঝালেন। রাশিয়ার ষ্টালিনগ্রাদ রক্ষা করার শক্তি সম্পর্কে তিনি কোনও ভবিষ্যৎবাণী করেন নি, শুধু স্বদেশ প্রেমে বা নিছক সাহসিকতায় যে ষ্টালিনগ্রাদ রক্ষা করা সম্ভব নয়, সে কথাও তিনি দৃঢ়ভাবে জানালেন। সংখ্যা, কৌশল আর রণসম্ভারের সাহায্যেই যুদ্ধে জয় পরাজয় নির্ধারিত হয়।

রাশিয়ার জনগণের মনে নাৎসীদের ওপর একটা ঘৃণা জাগ্রত করার বিশেষ উদ্দেশ্যেই তাঁদের প্রচার কার্য (Propaganda) চলেছে, এই কথা তিনি বারবার আমাকে জানালেন। তবে যে দক্ষতা সহকারে হিটলার কয়েকটি অধিকৃত রুশ অঞ্চলের শতকরা ১৪ জন শ্রমিক জনসাধারণকে জার্মানীতে নিয়ে গিয়েছেন, সেটি তাঁর কাছে স্বভাবতঃই একটা তিক্ত ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার কারণ হয়েছে। আর জার্মান সৈন্যদলের বিশেষতঃ তাদের অফিসারদের সম্পূর্ণ পেশাদারী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিও তাঁর শ্রদ্ধা বর্তমান। ৯ বছর আগে ইংলণ্ডে উইনষ্টন চার্চিল আমাকে যেমন বলেছিলেন, তেমনি তিনিও হিটলার যে দক্ষতর ব্যক্তিবৃন্দের হাতের পুতুল মাত্র সে কথার প্রতিবাদ করলেন। তাঁর মতে অন্তর্বিরোধের ফলে জার্মানীর শীঘ্র পতন ঘটবে আমাদের এই আশা করা উচিত নয়। তিনি বল্লেন জার্মানীকে পরাজিত করার উপায় তার সৈন্য ধ্বংস করা। সমগ্র য়ুরোপে হিটলারের অপরাজেয়তা সম্পর্কিত ধারণার অবসানের উপায় জার্মান সহরগুলিরউপর ও অধিকৃত অঞ্চলে জার্মান অধিকৃত ডক ও কারখানার ওপর বিরাম বিহীন বোমাবর্ষণ।

যুদ্ধের কারণ এবং যুদ্ধাবসানে পৃথিবী যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হবে সেই বিষয়ে আলোচনাকালে দেখা গেল তাঁর ধারণা সুদূর প্রসারী, বিস্তারিত জ্ঞান যথাযথ, আর তাঁর চিন্তাধারায় শীতল

বাস্তবতা পরিস্ফুট। ষ্ট্যালিন কঠিন ব্যক্তি, হয়ত নিষ্ঠুর, কিন্তু তিনি অত্যন্ত সুদক্ষ। তাঁর মনে বিভ্রম নেই।

আমেরিকান উৎপাদন ব্যবস্থার কর্যকারিতায়, তাঁর প্রশংসা বাক্যে ন্যাশন্যাল এসোসিয়েসন অফ্ ম্যানুফ্যাকচারার্স সবিশেষ প্রীত হবেন। কিন্তু ডেমোক্রেটিক বা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যুদ্ধ চালনার ঘোর প্যাঁচ ও যে সব বিধিনিষেধ আছে, তা তিনি বুঝতে পারেন না। যেমন কোনো রাষ্ট্র যদি অসহযোগী মনোবৃত্তি সম্পন্ন হয় বা তার ঘাঁটীগুলি রক্ষায় সচেষ্ট না থাকে, তাহলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সেই অতি প্রয়োজনীয় ঘাঁটিগুলি ব্যবহারের জন্য কেন জেদ করবেন না, এ নীতি তাঁর কাছে বিস্ময়কর।

প্রচলিত গুজবের বিপরীত তথ্য জানা গেল, উইনষ্টন চার্চিলের প্রতি ষ্ট্যালিনের গভীর শ্রদ্ধা বর্তমান, আমাকে তিনি এ কথা এক প্রকার জানিয়ে দিলেন --বিরাট বাস্তববাদীদের পারস্পরিক শ্রদ্ধা।

ব্যক্তিগতভাবে ষ্ট্যালিন সরল লোক, কোথায় এতটুকু কৃত্রিমতা বা ঢং নেই। কোনোরূপ কৃত্রিম ভাবভঙ্গীর সাহায্যে চমক লাগানোর চেষ্টা তাঁর নেই। তাঁর রসজ্ঞান বলিষ্ঠ, অ-সূক্ষ্ম রসিকতা ও চটুলতায় তিনি হেসে ওঠেন। একবার আমার দেখা সোভিয়েট স্কুল ও লাইব্রেরীর কথা তাঁকে বলছিলাম—আমার কেমন লেগেছে সেই কথা। আমি বল্লাম—কিন্তু মিঃ ষ্ট্যালিন রাশিয়ার জনগণকে যদি এইভাবে শিক্ষিত করে চলেন, তা হলে শীগ্‌গীর নিজেই বেকার হয়ে পড়্‌বেন।”

মাথাটি চেয়ারে হেলিয়ে দিয়ে ষ্ট্যালিন অনর্গল হাস্‌তে লাগ্‌লেন। তার সান্নিধ্যে দু'টি দীর্ঘ সন্ধ্যা কাট্‌লো---আমি বা অপর কারো অন্য কোনো কথায় তাঁকে এমনতর রহস্যবোধ কর্‌তে দেখিনি।

আশ্চর্য বোধ হতে পারে, ষ্ট্যালিন হাল্‌কা নীলাভ রঙের পোষাক পরেন। তাঁর প্রসিদ্ধ টিউনিক্ সুন্দরভাবে বোনা, সাধারণতঃ মোলায়েম

সবুজ বা গোলাপী ফিকে রঙের; তাঁর ট্রাউজারগুলি হাল্কা হলুদ বা সবুজ রঙের, বুটগুলি কালো আর ঝকঝকে পালিশ করা। সাধারণ সামাজিক সৌজন্যের জন্য তাঁর মাথাব্যথা নেই। প্রথম সাক্ষাতের পর চলে আসার সময়, আমার জন্য সময় ব্যয় করে, আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কথা কয়ে যে ভাবে তিনি আমাকে সম্মানিত করেছেন, তার জন্য আমার আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করলাম। একটু বিব্রত হয়ে তিনি বল্লেন —মিঃ উইলকি, আপনি ত জানেন জর্জীয় চাষা হিসাবেই আমি মানুষ হয়েছি। সামাজিক কথাবার্তার শিক্ষা আমার নেই। বড় জোর বলতে পারি "আপনাকে আমার ভারী ভালো লেগেছে।"

ষ্ট্যালিনের এই সরল অনাড়ম্বরত্ব স্বভাবতঃই অন্যান্য সোভিয়েট নেতাদের মধ্যে একটা ফ্যাসান বা আদর্শ সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে মস্কো বা কুইবিসেভে রুশ নেতাদের মধ্যে আতিশয্যের অভাব বিশেষ লক্ষণীয়। এঁদের সবারেরই সাদাসিধে সাজসজ্জা। এঁরা কম কথা কন, শোনেন বেশী। এঁদের অনেকের তারুণ্য বিস্ময়কর, অধিকাংশই ত্রিশের কোঠায়। এটা আমার অনুমান, কারণ কোনো নথী নিয়ে প্রমাণ করতে পারবো না, আমার মনে হল, ক্রেমলিনে ষ্ট্যালিনের পারিপার্শ্বিক দলবল অধিকাংশই যুব-সম্প্রদায় থেকে সংগৃহীত হয়েছে মাটিতে কান পেতে রাখার এই তাঁর নিজস্ব ধারা।

পররাষ্ট্র সচিব বিয়াচেশ্লাব্ মলোটভ্, তাঁর সহকারী আঁদ্রে বিশিনস্কি ও সলোমন লজোভস্কি, দেশরক্ষা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ (Commissar of Defence) মার্শাল বরোসিলভ্, সরবরাহ ও সোভিয়েট বৈদেশিক শিল্প সরঞ্জামের অধিনায়ক, আনস্তাসিয়া মিকোইয়ান প্রভৃতি অপরাপর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আমার দীর্ঘক্ষণস্থায়ী আলাপ হয়েছিল। এঁরা প্রত্যেকে সুশিক্ষিত ও বৈদেশিক রাষ্ট্রে আগ্রহশীল। তাঁদের আকৃতি,

প্রকৃতি ও কথাবার্তা চমৎকার, আমাদের দেশে প্রচারিত বলসেবিক কার্টুন চিত্রের মতো তাঁরা বন্য ও কু দর্শন নন।

চার পাঁচ বছর পূর্বেকার সকল সরকারী ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান সরকারী ব্যবহারজীবি মিঃ বিশিনস্কি কুইবিসেভে আমাকে একটি ডিনারে আপ্যায়িত করেছিলেন. বিশিনস্কির শুভ্র পক্ক কেশ, অধ্যাপকোচিত মুখ ও পঠনশীল ভঙ্গী লক্ষ্য করে বিস্ময়াহত হয়ে ভাবলাম রুশ বিপ্লবের প্রাচীনতম কয়েকজন নায়ককে হত্যা ও বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে অপরাধী করে যিনি বিতাড়িত করেছেন তিনিই কি এই ব্যক্তি।

যখনই আলোচনা প্রসঙ্গে শান্তি, যুদ্ধাবসানে পৃথিবী কি কাজের জন্য প্রস্তুত হবে ইত্যাদি কথা উঠেছে তখনই তাঁদের আলোচনায় গভীর নিপুণতা ও রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে।

আমার যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যাবর্তনের পর এ্যাংলো-আমেরিকান সোভিয়েট কোয়ালিসন সম্পর্কে ষ্ট্যালিন তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীতে গঠিত একটা প্রোগ্রাম বা কার্য্যসূচী প্রদান করেছেন। তিনি চান :

জাতিগত অনন্য সাধারণত্ব বর্জন।

সর্ব জাতির সমত্ব ও তাদের ভৌগলিক সীমানার অখণ্ডত্ব, স্বীকার।

পরাধীন জাতি সমূহের মুক্তি ও তাদের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠা।

প্রত্যেক জাতির নিজস্ব স্বেচ্ছানুসারে নিজস্ব ঘরোয়ানীতি পরিচালনার অধিকার প্রদান।

দুর্গত জাতিসমূহকে অর্থনৈতিক সাহায্য দান ও তাদের লৌকিক মঙ্গলকল্পে সহায়তা করা।

গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা।

হিটলারী শাসনতন্ত্রের ধ্বংস সাধন।

আমরা প্রশ্ন করতে পারি : ষ্ট্যালিন যা বলেছেন তাঁর মনোগত বাসনা কি তাই? অনেকে হয়ত বলবেন এই ত দু বছর আগেও রাশিয়া জার্মানীর সঙ্গে স্বার্থানুকূল মৈত্রীর চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। আমি সামরিক, রাজনৈতিক, সাময়িক বা অপর কোনও প্রকার স্বার্থানুকূলতার স্বপক্ষে কিছু বলতে চাইনা। কারণ আমার বিশ্বাস স্বার্থানুকূলতার নৈতিক ক্ষতি সাময়িক লাভের পরিমাণ ছাপিয়ে যায়, এবং আমার মনে হয় স্বার্থানুকূল মৈত্রী দ্বারা সঞ্চিত প্রতি রক্ত বিন্দুর বিনিময়ে তরবারি অন্ততঃ কুড়ি বিন্দু রক্ত আদায় করবে। কিন্তু জার্মানীর সঙ্গে এই চুক্তির অবকাশে রাশিয়া সময় সঞ্চয় করছিল, এই ধারণা সম্পন্ন কোনো রাশিয়ান, ম্যুনিকের ডেমোক্রেসি ও ১৯৩৭ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক জাপানে প্রেরিত সাত মিলিয়ন টন উচ্চাঙ্গের লোহার কথা মনে করিয়ে দিতে পারেন।

স্বদেশ রক্ষার্থে যে লক্ষ লক্ষ রুশবাসী ইতিমধ্যেই প্রাণ দিয়েছেন ও যে ৬০ মিলিয়ন রুশ বন্দী নাৎসীর ক্রীতদাস হয়ে আছে, কারখানা ও খনিতে যে লক্ষ লক্ষ রুশ নর-নারী সপ্তাহে ৬৬ ঘণ্টা পরিশ্রম করে রণাঙ্গনের সৈন্যদের জন্য যুদ্ধ সামগ্রী উৎপাদন করছেন, আর বাধা বিঘ্নহীনভাবে কায পরিচালনার জন্য যেভাবে নাৎসী নাগালের বাইরে শত শত মাইল দূরে বড় বড় কারখানা সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তা বিবেচনা করলে আমরা ষ্টালিনের বিবৃতির অন্তর্নিহিত সদিচ্ছা পরিমাণ করতে পারব। কারণ জনগণের ভংগীতেই ষ্টালিনের উদ্দেশ্যের সুষ্ঠু ভাষ্য পরিস্ফুট।

ডেমোক্রেসীর অনেকেই সোভিয়েট রাশিয়াকে ভয় বা অবিশ্বাস করেন। এমন এক অর্থনৈতিক অবস্থার আশংকায় তাঁরা ব্যাকুল বা

তাঁদের পক্ষে ধ্বংসকর হবে। এই আশংকা দুর্বলতার লক্ষণ। রাশিয়া আমাদের ভক্ষণ করবে না বা আমাদের ভুলিয়ে নিয়ে যাবে না।

আমাদের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও আমাদের স্বচ্ছন্দ অর্থনীতি যতক্ষণ পগন্ত অপচয় ও অসাফল্যের ফলে ক্ষীণ হয়ে আমাদের কোমল ও আহননীয় (vulnerable) করে না তুলবে ততকাল আমাদের ভয় নেই। কথাটি আমাদের বিশেষভাবে বিবেচ্য বিষয়। কম্যুনিজমের শ্রেষ্ঠ উত্তর,— স্পন্দনশীল, নির্ভীক গণতন্ত্র—অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক গণতন্ত্র। আমাদের শুধু উঠে দাড়িয়ে আমাদের বিজ্ঞাপিত আদর্শনানুসারে কাজ করে যেতে হবে। তাহলেই আমাদের আদর্শ অক্ষুণ্ণ থাকবে।

রাশিয়াকে আমাদের ভয় নেই। আমাদের উভয়ের শত্রু হিটলার বিরুদ্ধে আমাদের একযোগে কাজ করতে শিখতে হবে। রাশিয়ার সহযোগীতায় যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে আমাদের একত্রে কাজ করতে হবে। কারণ রাশিয়া সক্রিয় দেশ, সজীব নূতন সমাজ, এই শক্তিকে এড়িয়ে চলা কোনো ভবিষ্য জগতের পক্ষে সম্ভব নয়।

ইয়াকুটস্কের সাধারণতন্ত্র

সোভিয়েট য়ুনিয়ন বিশাল অঞ্চলে পরিব্যাপ্ত, যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা ও মধ্য আমেরিকার সমষ্টিগত আকারের চেয়েও বৃহৎ। জনগণ বিচ্ছিন্ন জাতি ও বর্ণের, বিভিন্ন ভাষায় তারা কথা বলে।

ইয়াকুটস্ক্ নামক সাইবেরীয় সাধারণতন্ত্রে রাশিয়া সম্পর্কে আমেরিকানরা সাধারণতঃ যে-সব প্রশ্ন করে থাকেন তার কিছু জবাব পেয়েছি।

ইয়াকুটস্কে যা দেখেছি তার অনেক কিছু অবশ্য সমগ্র রাশিয়া সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। সীমান্ত অঞ্চলের পরিবেশ: শীতল আবহাওয়া, না চাইতে পাওয়া অন্তহীন জমি আর জনগণের মধ্যে এমন একটা অগ্রগামী মনোভংগী সোভিয়েট য়ুনিয়নের সর্বত্র পাওয়া যাবেনা। তবু এই ইয়াকুটস্ক—এর অতীতের কাহিনী ও বর্তমানে যা দেখলুম—তা রুশবিপ্লব সম্পর্কে আমাকে এক নূতন শিক্ষা প্রদান করেছে।

ইয়াকুটস্ক্ এক বিরাট দেশ। আলাস্কার প্রায় দ্বিগুণ। অধিবাসীর সংখ্যা অধিক নয়, বর্তমানে মাত্র ৪০০,০০০, কিন্তু আরো বহুসংখ্যক প্রাণীর ভরণপোষণের উপযুক্ত সামর্থ্য এদের আছে। সোভিয়েটরা এই দেশটির উন্নয়ন সুরু করেছে, আর তারা যা করেছে, আমার বিবেচনায় তা মস্কো বা ন্যু ইয়র্কে দীর্ঘকাল ধরে যে সব রাজনৈতিক বক্তৃতা হয়ে এসেছে আমেরিকা ও পৃথিবীর কাছে তার চাইতেও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমতঃ ইয়াকুটস্কের অতীত ইতিহাস বিবেচনা করা যাক্। ইয়াকুতরা মোঙ্গল জাতি, চেঙ্গিসখাঁর পশ্চিম অভিযানের ফলে তারা উত্তরে ছড়িয়ে

পড়েছিল, তাদের উঁচু চোয়াল, হেলানো চোখ আর কালো চুলের বৈশিষ্ট্য এখনও আছে। এদের অধিকাংশই fur বা পশুলোম সংগ্রহার্থে বা মাটি থেকে সোনা আহরণের উদ্দেশ্যে থেকে গিয়েছিল। ছাদ, নীচু ময়লা মেঝে, উন্মুক্ত-আগুনের ধোঁয়ায় পরিপূর্ণ কুঁড়ে ঘরে গরু ও মানুষ একত্রই থাকৃত, ক্ষয়রোগের উৎপত্তিস্থান। শীতকালে খারাপ মাছ আর গাছের শিকড় খেয়েই এরা বাঁচত ; ব্যাধি ও নিয়মিত দুর্ভিক্ষে একদা দুর্ধর্ষ এই জাতকে প্রায় নিঃশেষিত করেছে। জারের সময় থেকে ইয়াকুটস্ক, সিফিলিস, টিউবারকুলেসিস আর পশুজাত লোমের জন্য খ্যাত ছিল।

সেদিন পর্যন্ত অল্পসংখ্যক রুশবাসী এই দেশে ধীরে ধীরে এসেছে। সেণ্টপিটার্সবর্গের (বর্তমান লেলিনগ্রাদ) শাসকবর্গ বহু কয়েদী ও রাজনৈতিক অপরাধীকে ইয়াকুটস্কে পাঠিয়েছিল। বহু লেখক এখানকার তিক্ত জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে মুক্তির পর সে কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। সেই কারণে ইয়াকুটস্ক "জনগণের কারাগার" হিসাবেই পরিচিত।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করছি—আমরা যখন এখানে ছিলাম তখন বর্তমান সোভিয়েট সরকার কর্তৃক নির্বাসিতা কয়েকজনকে পরিচারিকা (waitress) আমাদের তত্ত্বাবধান করেছিল। বিশেষ করে একজন পোলিশ স্ত্রীলোক আমাকে সোভিয়েট ব্যবস্থা সম্পর্কে গোপনে যা বলেছিলেন সরকারী প্রচারের (Propaganda) সঙ্গে তার এতটুকু সঙ্গতি নেই।

আমাদের লিবারেটর বোমার এই সাধারণতন্ত্রের রাজধানী ইয়াকুটস্কে যখন ভূমিস্পর্শ করল তখনই সেপ্টেম্বরের প্রথম তুষারপাতে বিমানক্ষেত্র আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। আমার কয়েক ঘণ্টা ধরেই উত্তর সাইবেরীয়ার আর্কটিক অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অরণ্য ভূমির (*taiga*) ওপর দিয়ে উড়ে এসেছি। আকাশ থেকে ভূমি বিশাল, শীতল এবং শূন্য মনে হয়, সামান্যই পথ দেখা যায়, মাইলের পর মাইল কেবল তুষার আর অরণ্য।

আমাদের বিমান থাম্‌তেই বিমানক্ষেত্রের এক প্রান্তে দণ্ডায়মান অল্প-সংখ্যক ব্যক্তিদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে বল্লেন :

"আমার নাম মুরাটভ্‌, ইয়াকুটস্ক্‌ অটোমানাস সোভিয়েট সোস্যালিষ্ট রিপাব্লিকের—কাউন্সিল অফ্‌ পিপলস্‌ কমিশারের আমি সভাপতি। মস্কো থেকে কমরেড ষ্ট্যালিন কর্ত্তৃক আপনার এখানে অবস্থানকালে তত্ত্বাবধানের জন্য, আপনি যা জান্‌তে চান তার জবাব দিতে এবং যা দেখতে চান তা দেখাতে আদিষ্ট হয়েছি। আসুন, স্বাগতম্‌।"

ছোট বক্তৃতা, কিন্তু এর মধ্যেই তিনি সব কিছু বলেছেন। বারো জনেরও কম লোক বিমানক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু বৈদেশিক অতিথির অভ্যর্থনাপোযোগী বাদ্যভাণ্ড ও শোভাযাত্রার আবহাওয়া তিনি যেন স্বয়ং বহন করে এনেছিলেন।

আমি তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে জানালাম স্বল্পক্ষণের জন্যই আমরা থাক্‌ব, কারণ সেদিন তখনও আমাদের পরবর্তী হাজার মাইলব্যাপী দৌড়ের সময় ছিল।

তিনি বল্লেন—আজ আপনাদের যাওয়া হবেনা মিঃ উইলকী! কালও সম্ভবতঃ নয়। আবহাওয়ার সংবাদ ভালো নয়, পরবর্তী অবস্থানে আপনার নিরাপদ উপস্থিতির নিশ্চয়তাও আমার নির্দেশের অন্যতম অংশ, অন্যথায় আমার বিলোপ (liquidation) সম্ভাবনা।"

বিরাট এক সোভিয়েট মোটর করে আমরা পাঁচ বা ততোধিক মাইল দূরবর্তী ইয়াকুটস্ক্‌ শহরে পৌছিলাম। এই ভ্রমণকালে মুরাটোভ তাঁর এই সাধারণতন্ত্রের কর্মপন্থা সম্পর্কে বল্‌তে লাগ্‌লেন—তার সংস্পর্শে পরে যতক্ষণ ছিলুম একবারও তিনি এ প্রসঙ্গ ছাড়েননি। তাঁর উৎসাহের আর অন্ত ছিলনা।

শহরের কাছাকাছি পৌছতেই তিনি বল্লেন—মিঃ উইলকী, ইয়াকুটস্কে কি দেখ্‌বেন বলুন ?"

"আপনাদের পাঠাগার আছে ?"

"নিশ্চয়ই, পাঠাগার আছে বৈকি।"

আমরা সোজাসুজি পাঠাগারে ঢুকে পড়লাম, আমাদের কোট ও হ্যাট ছাড়বার জন্যও একটু দাড়ালাম না। দরজার গোড়ায় একটি মৃদুস্বভাবা, পঠনশীলা আকৃতি বিশিষ্ট মহিলা আমাদের পথ আটকালেন মুরাটোভের সরকারী ভঙ্গিমায় তিনি এতটুকুও ঘাবড়ালেন না। ভদ্র অথচ দৃঢ়ভাবে তিনি বল্লেন— "আমরা এখানে শুধু সাধারণের পড়াশোনার অভ্যাস গঠন করছি না, তাদের ভদ্র ব্যবহারও শেখাই। নীচে গিয়ে অনুগ্রহ করে পোষাকের ঘরে আপনাদের কোট আর টুপী রেখে আসুন।"

মুরাটোভ একটু অপ্রতিভ হয়ে তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগলেন, অবশেষে তাঁর অফিস ঘরে আমাদের কোট আর টুপী রাখার ব্যবস্থায় তাঁকে রাজী করান গেল। আমি প্রায় সজোরে হেসে উঠলাম। সমগ্র রাশিয়ায় এই প্রথম একজন গণ্যমান্য পদস্থ রুশকে চলার পথে বাধা পেতে দেখলাম।

বাড়িটি প্রাচীন, কিন্তু সুচারুরূপে আলোকিত, পরিচ্ছন্ন এবং সুরক্ষিত। ৫০,০০০ লোকের শহর ইয়াকটস্ক---৫৫০,০০০খণ্ড গ্রন্থ সংগ্রহ করেছে। বুককেসগুলি কাঠের; রিডিং রুম বা পাঠাগারে বই সরবরাহকারী যন্ত্রটি আদিমকালের পল্লী-কূপের মত। পাঠাগারটি কিন্তু পরিপূর্ণ। কার্ড ক্যাটালগ পদ্ধতি আধুনিক ও সম্পূর্ণ। দেখা গেল গত নয় মাসে ১০০,০০০ লোক, (অধিকাংশই চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামাঞ্চল থেকে এসেছেন) এখানকার বই পড়েছেন।

প্রাচীরগাত্রে বিশেষভাবে দর্শনীয় বিষয়াদি প্রদর্শিত করা হয়েছে। উন্মুক্ত তাকে সোভিয়েট পত্রিকা ও আলোচনাযোগ্য গ্রন্থগুলি সাজানো

রেছে। জায়গাটিতে দক্ষতার একটা আবহাওয়া পরিস্ফুট। এমন একটি পাঠাগার, এই আকারের যে-কোনো শহরের গর্বের বস্তু।

আমাদের হোটেল—ইয়াকুটস্কের এই একটিই হোটেল—কাঠের তৈরী নতুন বাড়ি, প্রত্যেক কামরাতেই একটি করে রাশিয়ান ষ্টোভ্ আছে। হোটেলটি চামড়ার বুট পরিহিত দুর্ধর্ষ দর্শন লোকে পরিপূর্ণ। মেয়েদের মাথায় রুমাল জড়ানো, গালগুলি লাল। আমাদের দিকে অপরূপ ভঙ্গিমায় সোজা তাকিয়ে তারা হাসতে লাগল আমরা বিদেশী।

অনেকদিক দিয়ে শহরটি একযুগ পূর্বেকার আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চলের শহরের মত। প্রকৃতপক্ষে এখানকার এই জীবন আমাদের গোড়ার যুগের সম্প্রসারণশীল দিনগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়—বিশেস করে এদের এই আন্তরিকতা, রুচির সারল্য, নাতি-স্ক্ষ মনোভংগী, আর প্রচুর জীবনীশক্তি। বড় বড় রাস্তার দুপাশের পেভ্মেণ্টগুলি বেশ চওড়া, অনেকটা আমার ছেলেবয়সের এলউডের মত। আমেরিকার উত্তরাঞ্চলের শহরগুলির মত বাড়িগুলির আকৃতি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। জানলা দিয়ে আলো আর চিম্‌নি দিয়ে ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে।

এই অঞ্চলে যে সাইবেরিয়া-ই, মিনেসটা বা উইসকন্‌সিন নয় সে কথা স্মরণ করিয়ে দেবার মত অবশ্য অনেক কিছু আছে। অধিকাংশ বাড়ি-ই কাঠের তৈরী, মাঝে নেমদা (Felt) দেওয়া, আর সকল সাইবেরীয় বাড়ির মত বিচিত্র কুঞ্চিত জালিতে মুখগুলি ঢাকা।

খাদ্যদ্রব্যও সাইবেরীয়—আস্ত শূকরের রোষ্ট প্রাতঃরাশের জন্য টেবলে দেওয়া হয়, সসেজ, ডিম, চিস, সুপ, চিকেন, ভিল, টমাটো, চাটনী, মদ আর জমানো ভডকা, এমনই কড়া মদ যে রাশিয়ানরাও জল মিশিয়ে পান করে। যে কোনো আহার্য আমাদের পরিবেশিত হ'ল, তা তার পূর্ববর্তীর মতই বিরাট। প্রাতঃকালে ব্রেকফাষ্টে ভড্কা ছিল, আর সারাদিনই

গরম চা পাওয়া গেল। ঠাণ্ডা দেশ, আমাদের হোটেলের বাইরের ইয়াকুতরা যা কিছু খায়—তা প্রচুর পরিমাণেই খায়।

লোকেদের আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা সম্পর্কে জান্‌বার বাসনা হোল। মুরাটাভ্‌কে জিজ্ঞাসা করলাম—"আপনাদের থিয়েটার আছে?" জানা গেল থিয়েটার আছে, পরে সন্ধ্যার পর আমরা থিয়েটারে গেলাম। তিনি জানালেন, নটার পর অভিনয় সুরু হবে। ডিনারের পর আমাদের ভদ্‌কা পান ও আলোচনা চল্‌তে লাগল, সহসা বুঝলাম—নটা বেজে গেছে

প্রশ্ন কর্‌লাম—"কখন অভিনয় সুরু হয় বল্লেন?"

তিনি বল্লেন "মিঃ উইলকি, আমি যাবার পরই অভিনয় সুরু হবে।"

তাই হ'ল। এবার আর কেউ তাঁকে বাধা দিল না। আমরা আধঘণ্টা পরে বক্সে গিয়ে বসলাম। তার পর যবনিকা উঠল। লেলিনগ্রাদের এক ভ্রাম্যমাণ দলের যাযাবর অপেরা দেখা গেল। চমৎকার নাচ, মঞ্চ ব্যবস্থা সুন্দর, গান মনোরম। নাট্যশালা পূর্ণ না হলেও দর্শকের সপ্রশংস কলরব লক্ষিত হল, এই শহরে এই অপেরার এই নবম ধারাবাহিক অভিনয়।

এই নাট্যশালার তরুণ দর্শকদের মন থেকে সেই রাতে যুদ্ধ আর কম্যুনিজমের ভাবাদর্শ অনেক দূরে সরে গেছে। প্রেম আর ঈর্ষা আর যাযাবরী নৃত্যে রঙ্গমঞ্চে পূর্ণ, আর সাময়িক বিরতি সময়ে যুবকরা তরুণী সহচরীর হাতধরে রঙ্গালয়ের চতুর্দিকে ঘুরতে লাগল, রাশিয়ান দর্শকদের চিরদিনই এই রীতি।

পূর্বাহ্নে গোধুলি বেলায়, আমরা ম্যুজিয়াম দেখতে গিয়েছিলাম, আমাদের পায়ের তলায় নতুন তুষার কণা ভাঙতে লাগল। এখানে যুদ্ধের জাজ্বল্যমান স্মারক দেখা গেল। সাংকেতিক রেখাচিত্রের (Graph) সাহায্যে বিদ্যালয়, হাসপাতাল, গবাদি পশু, খুচরা ব্যবসা, প্রভৃতি দেখানো

হয়েছে, সবই ১৯৪১-এ এসে থেমেছে। দেশের জীবন যন্ত্রের ক্রিয়া যেন সহসা বন্ধ হয়ে গেছে, আর আমার প্রায় প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরেই শুনলাম যে জার্মানরা সাময়িক ভাবে এই স্বাভাবিক অগ্রগতি যদি না বন্ধ করত তা হলে কত কি করা যেত।

ম্যুজিয়ামে মুরাটোভ ইয়াকুটস্কের বর্তমানকালের প্রধান সম্পদ খাঁটি সোনা, আর "কোমল সোনা" বা পশু জাত পশম, (দ্বিতীয় মূল্যবান উপজ), আমাকে দেখালেন। স্যাবেল (নকুল জাতীয় জন্তু বিশেষ), শিয়ালের চামড়া, ভাল্লুকের চামড়া এ ছাড়া আর্কটিক অঞ্চলের শশকের ও সাদা কাঠ বিড়ালের কোমল লোমও আছে। তিনি বল্লেন, এই সব ছোট জন্তুর চামড়া অক্ষত অবস্থায় পাওয়ার জন্য চোখের ভিতর লক্ষ্য করে গুলি করতে হয়। ঠিক চোখের ভিতর লক্ষ্য করে কাঠবিড়ালকে গুলি করার এই ব্যবসার অর্থনৈতিক সম্ভাবনা সম্পর্কে ভদ্রভাবে সংশয় প্রকাশ করায়, মুরাটোভ্ তাঁর যুক্তি দেখালেন। তিনি বল্লেন, লাল ফৌজে ভর্ত্তি হবার পর, ইয়াকুতের এই সব শিকারীদের স্বতই স্নাইপার বা লক্ষ্যভেদী দলভুক্ত করা হয়েছে।

দিনের বেলায়ও যুদ্ধের কথা আমাদের স্মরণে ছিল। যদিচ ইয়াকুটস্ক রণাঙ্গণ থেকে তিন হাজার মাইল দূরে, তবুও দেখলাম যে সব সাধারণ সরল লোক জীবনে কখন জার্মান দেখেনি বা য়ুরাল পর্বতশ্রেণীর পশ্চিমে ভ্রমন করেনি তারাও "স্বদেশের এই যুদ্ধ" সম্পর্কে আগ্রহভরে আলোচনায় রত।

মুরাটোভকে প্রশ্ন করলাম্- জনগণের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে কি ব্যবস্থা করেছেন।

তিনি বল্লেন—মিঃ উইলকি, এর উত্তর সোজা। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের পূর্বে ইয়াকুটস্কের শতকরা মাত্র ২জন লোক শিক্ষিত ছিল; শতকরা ৯০জন লিখতে পড়তে জানতনা। এখন সংখ্যা সম্পূর্ণ বিপরীত।"

আমার দিকে খুসীর হাসি হেসে তিনি বলতে লাগলেন—"তা ছাড়া মস্কো থেকে একটা নির্দেশ পেয়েছি আগামী বছর শেষ হওয়ার পূর্বেই এই শতকরা দুজনের হারও বিলুপ্ত করতে হবে।"

আবার সেই "বিলুপ্তি" (liquidation) প্রয়োগ। রাশিয়ার কথাটি নিয়তই ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ নির্দিষ্ট কাজের পরিপূর্তি, (কাজটির-ই বিলুপ্তি), আর অন্য অর্থে কারাবাস, নির্বাসন, বা অক্ষমতা, অসাফল্য কিংবা কাজে বাধা সৃষ্টির জন্য মৃত্যুদণ্ড। মনে আছে জো বার্নেস *Pravda* পত্রিকায় এক যৌথ কৃষি ও গোশালার ম্যানেজারের অদৃষ্ট সংক্রান্ত একটি সংবাদ আমাকে পড়ে শুনিয়েছিলেন : তাঁর অধীনস্থ কৃষি ও গোশালায় একশত গরুর মৃত্যু হওয়ায় তাঁকে কুড়ি বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল। কাজ তিনি সম্পাদন করতে পারেন নি, কাজের অবসান করতে পারেন নি, তাই তাঁর এই আত্ম-অবসান, অপরাপর কৃষি ও গোশালার ম্যানেজাররাও অবহিত হন, সরকারের এই বাসনা।

মুরাটোভ আমাকে সগৌরবে ইয়াকুটস্কের নবতম ছায়াচিত্রাগার দেখালেন। চিরন্তন তুষারময় মাটিতে শুধু কাঠের বাড়ি ছাড়া অন্য ভাবে বাড়ি নির্মাণ করা যে সম্ভব নয়, এই জাতীয় কনক্রীটের বাড়ি নির্মাণ করে ইনি সেই আদিম ধারণা বাতিল করেছেন।

শহরের সর্বাধিক মনোরম বাড়িটি স্থানীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রধান কর্মকেন্দ্র। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়েছে কি করে তিন মিলিয়ন (ত্রিশ লক্ষ) কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য, (রাশিয়ার জনসংখ্যার শতকরা আড়াই ভাগ মাত্র), দু'শ মিলিয়ন লোকের ওপর তাদের ভাবাদর্শ চাপিয়ে শাসন করছে। এই ইয়াকুটস্কে সে উপায়টি বুঝতে স্থরু করলাম।

শহরে আর কোনো সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান নেই, চার্চ নয়, লজ নয়, আর কোনো দল নেই। আনুমানিক ৭৫০ জন লোক (ইয়াকুটস্কের ৫০,০০০

জনের শতকরা ১১.২ ভাগ) কম্যুনিষ্ট পার্টির অন্তর্ভুক্ত। তারাই শহরের একটি মাত্র ক্লাবের সদস্য। সব কারখানার ডিরেক্টারবৃন্দ, কৃষি ও গোশালার ম্যানেজারগণ, সরকারী কর্মচারীবৃন্দ, অধিকাংশ ডাক্তার, বিদ্যালয়ের পরিচালকগণ, বুদ্ধিজীবি লেখক, গ্রন্থগারিক ও শিক্ষক এই ৭৫০ জনের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ এক হিসাবে রাশিয়ার আর সব সমাজের মত, ইয়াকুটস্কে—সমাজের সুশিক্ষিত, সতর্ক, সুদক্ষ ব্যক্তিরাই কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য। সমগ্র রাশিয়ায় এই সব কম্যুনিষ্ট ক্লাব, দৃঢ়সংবদ্ধ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের অংশবিশেষ ; ষ্টালিন এই প্রতিষ্ঠানের সর্বাধ্যক্ষ (Secretary General)। অন্যান্য বহুবিধ উপাধির মধ্যে এই উপাধিটি কেন ষ্টালিন আগ্রহভরে পছন্দ করেন তা বোঝা যায়। এই প্রতিষ্ঠানই দলকে শক্তিময় করে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে। এর সদস্যরাই তার প্রতিষ্ঠিত স্বার্থ-গোষ্ঠী (Vested Interest), এই ত জবাব।

এই জাতীয় এক-দলীয় ব্যবস্থা আমেরিকানরা পছন্দ করবে না। কিন্তু ইয়াকুটস্কে সোভিয়েট য়ুনিয়নের এক বিরাট সাফল্যের দৃষ্টান্ত দেখে এলাম, যা আমেরিকার বহু প্রগতিশীল শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তিরও সংপ্রশংস সমর্থন পাবে : সেটি সংখ্যালঘুদের জাতি ও বর্ণগত গুরুতর সমস্যার সমাধান।

এই শহরে এখনও প্রচুর পরিমাণে ইয়াকুত অধিবাসী আছে। সাধারণতন্ত্রের জনসংখ্যার শতকরা আশীভাগ তারাই। আমি যতদূর দেখলাম রাশিয়ানদের মতই তারা থাকে, উচ্চ পদ অধিকার করে, নিজেরাই নিজেদের কবিতা রচনা করে, আর তাদের নিজস্ব নাট্যশালা আছে। মস্কো থেকে মুরাটোভের মত পদ-গুলি অধিকাংশক্ষেত্রে রাশিয়ান দ্বারাই পূর্ণ করা হয়। শুনলাম নির্বাচিত পদগুলি ইয়াকুতদের দ্বারাই নাকি পূর্ণ করা হয়। স্কুলে দুটি ভাষাই শিখানো হয়। পথিপার্শ্বস্থ যুদ্ধসংক্রান্ত প্রাচীর পত্রগুলিতে রুশ ও ইয়াকুত ভাষায় শিরোনামা মুদ্রিত।

এই সমাধান ব্যবস্থা কতদিন স্থায়ী হবে তা বলা কঠিন। অ-মানচিত্র-ভুক্ত বিরাট উন্মুক্ত প্রান্তর যা এই সাধারণতন্ত্রের অঙ্গ, অনেকখানি শক্তি নিঃসন্দেহে তার মধ্যেই নিহিত আছে। মুরাটোভ বল্লেন গত কয়েক-বৎসরে এই ধরণের প্রায় ১০০,০০০ বিভিন্ন হ্রদ ও নদীর আবিষ্কার ও নামকরণ হয়েছে। ইয়াকুটস্কের সাধারণতন্ত্রে আগমনকালে যে ধরণের উন্মুক্ত প্রান্তর অতিক্রম করে এলাম, তা এক প্রকার সংঘাত কেন্দ্র। এক হিসাবে সেগুলি য়ুরোপের বহু ভবিষ্য মনোমালিন্য ও কলহের সৃজনক্ষেত্র।

সোভিয়েট য়ুনিয়নের এই সাইবেরীয় সীমানায় স্বয়ং মুরাটোভের চাইতে আকর্ষণীয় বস্তু সামান্যই পেয়েছি। ইয়াকুটস্ক শহরে আমার বহু প্রশ্নের যদি উত্তর মিলে থাকে, আমার আরো বহুতর প্রশ্নের সমাধান মুরাটোভ করেছেন। কারণ রাশিয়ার যাঁরা বর্তমান পরিচালক, তিনি সেই বিশিষ্ট নূতন মানুষদের অন্যতম। তাঁর বহুবিধ চারিত্রিক বৈশিষ্টা ও তাঁর জীবন-ধারার সঙ্গে আমার পরিচিত বহু আমেরিকানের চরিত্রের আশ্চর্য মিল লক্ষ্য করলাম

মুরাটোভ স্থূলকায় খর্বাকৃতি ব্যক্তি, তাঁর হাস্যময় গোলাকার মুখখানি নিখুঁতভাবে কামান। ভল্‌গার ধারে সারাটভে তাঁর জন্ম, তাঁর বাবা ছিলেন একজন কিষান। ষ্টালিনগ্রাদের এক কারখানা থেকে বিদ্যালয়ে বিশেষ শিক্ষালাভের জন্য তাঁকে নির্বাচিত করা হয়, তারপর বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়। পরিশেষে সামাজিক বিজ্ঞানে মস্কোর প্রাচীনতম গ্রাজুয়েট স্কুল, ইনষ্টিট্যুট অফ্ রেড্ প্রফেসরসে অধ্যয়ন করেছেন। দু'বছর পূর্বে, আর্কটিক্ কেন্দ্রের সন্নিকটস্থ এই দেশে, কাউন্সিল অফ্ পিপলস্ কমিশনার অফ্ ইয়াকুটস্কের অধ্যক্ষ হয়ে এসেছেন।

১৯১৭ বিপ্লবের পরবর্তী যুগে শিক্ষিত, এই ৩৭ বৎসর বয়স্ক যুবক

আকারে ফ্রান্সের চাইতে পাঁচগুন বড়, ইউ, এস, এস, আর-এর এই বৃহত্তর রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন। দুদিন ধরে আমি তাঁর অনেক কিছুই দেখার সুযোগ পেয়েছি। এই ধরণের লোক আমেরিকায় উন্নতি করতে পারেন। নিজের দেশে ত' ভালোই করছেন।

তাঁর কার্যনির্বাহের ধারা, সাইবেরিয়ার সর্বত্র অনুষ্ঠিত সোভিয়েট রীতির মতো দুর্ধর্ষ ও রুক্ষ, কিছু পরিমানে হয়ত নিষ্ঠুর, কদাচিৎ আবার ভ্রান্ত, তাঁর মন্তব্য "এতে কিন্তু ভালো ফল পাওয়া যায়।"

ইয়াকুটস্কের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে তাঁর কাছে বিবরণ চাইলাম, অনেকটা কালিফোনিয়ার রিয়েল এষ্টেট বিক্রেতা দালালের মত তিনি কথা বলতে লাগলেন। পুনরায় আমেরিকার বিরাট উন্নয়নের পরিপুষ্ট দিন-গুলির কথা মনে হল, এই শতাব্দীর প্রথম দিকে আমাদের নেতৃবৃন্দও কাজ করিয়ে নেবার দিকেই বিশেষ ঝোঁক দিতেন।

"বুঝুন মিঃ উইলকি--গৃহযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয়ের পর ১৯২২ খৃষ্টাব্দে আমরা ইয়াকুটস্ক অটোনমাস সোভিয়েট সোস্যালিষ্ট রিপাব্লিক প্রতিষ্ঠা করেছি। ষ্টালিন তখন মাইনর ন্যাশানলটীর কমিশনার। সেই সময় থেকে আমরা এই সাধারণতন্ত্রের বাজেট আশীভাগ বাড়িয়েছি। আর এখানকার অধিবাসীরা সে কথা তাদের অন্তরে ও উদরে অনুভব করে।

ইয়াকুটস্ক আগে সব মানচিত্রে একটা শাদা অংশ বিশেষ ছিল। এই মাসে, রাশিয়ার সব খনির মধ্যে প্রতিযোগিতায়, আমাদের স্বর্ণখনি তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। পরিকল্পনা ছাড়িয়ে এরা কাজ করছে।"

অতঃপর তিনি আমাকে সংখ্যা দিতে সুরু করলেন।

এঁদের বৈদ্যুতিক শক্তির কারখানা, সোভিয়েট য়ুনিয়নের সকল মুনিসিপাল কারখানার প্রতিযোগীতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে, আর উৎপাদন হার প্রতি কিলোওয়াট ঘণ্টার ৬·২৭

কোপকে[1] নামিয়ে আনার জন্য পার্টি থেকে একটি লালপতাকা উপহার পেয়েছে।

তিনি বল্লেন "গত বিশ বছরে ইয়াকুটস্কে আমরা এক বিলিয়ন[2] রুবলেরও বেশী ব্যয় করেছি। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের হার ৩৫,০০০, স্থলে এবার আমরা প্রায় ৪,০০০,০০০ কিউবিক মিটার কাঠ কাটবো। তব বাৎসরিক বৃদ্ধি, আমাদের অনুমিত ৮৮,০০০,০০০ কিউবিক মিটারের কাছে পৌছতে অনেক দেরী।"

স্বভাবতঃই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের হিসাবে তিনি পরিকল্পনা করছিলেন।

"এই যুদ্ধান্তে আমেরিকায় আপনাদের কাঠ বা কাঠের পাল্পের (মাড়) প্রয়োজন। আমাদের বস্ত্র চাই, সব রকমের বস্ত্রেরই প্রয়োজন। আর্কটিক সমুদ্রপথ উন্মুক্ত হলে আমরা ত' আপনাদের খুব কাছেই। এসে আপনারা মাল নিয়ে যাবেন, আমরা সানন্দে মাল দেব।"

সচক্ষে দেখলাম তাঁর কথাগুলি নেহাৎ দালালের মত নয়। ইয়াকুটস্ক—রেলপথ থেকে অন্ততঃ এক হাজার মাইল দূরে। সবে এই বছর ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলরোড্ ও মস্কো-এর সঙ্গে এই সাধারণতন্ত্রকে সংযুক্ত করার জন্য, সব আবহাওয়ার উপযুক্ত, এক কঠিন রাজপথ নির্মিত হচ্ছে। যানবাহনের ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত এরা বিমানপথ আর লেনা নদীর ওপর নির্ভরশীল। গ্রীষ্মকালে তিসকী উপসাগর থেকে লেনার ওপর দিয়ে ইয়াকটস্কে ষ্টীমার ও বজরা চলাচল করে, তিসকী উপসাগরেই জাহাজ বোঝাইকার ব্যবসায়ীরা থাকেন। শীতকালে নদীর বরফাবৃত কাঠিন্য এই সাধারণতন্ত্রের জনগণের একমাত্র পরিচিত রাজপথ।

স্বর্ণ ও পশুলোম মূল্যবান পণ্যদ্রব্য; ইতিহাসের সূচনা থেকেই বিনা

১ রুশ দেশীয় তাম্রমুদ্রা—প্রায় এখানকার দেড় পয়সার মত। ২ বিলিয়ন (নির্বুদ)—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক হাজার মিলিয়ন।

রাজপথে এদের গমনাগমন সম্ভব হয়েছে। কিন্তু সোভিয়েট অভিযাত্রী বাহিনীর কল্যানে ইয়াকুটস্কে এখন রূপা, পিতল, তামা, সীসা প্রভৃতি অপরাপর মূল্যবান পণ্যের আকরের সন্ধান মিলেছে। তৈলেরও সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, বিস্তারিত বিবরণ এখন অবশ্য সামরিক গুপ্ততথ্যের অন্তর্গত, তবু মুরাটোভ্ বল্লেন—১৯৪৩ শেষ হবার পূর্বেই ব্যবসার জন্য তৈল উৎপাদন করা সম্ভব হবে। মাছ, মোটা কাঠ ও লবন এখনও প্রকৃত পক্ষে এই দেশের অব্যাহত সম্পদ। একটা বৃহদায়তন হস্তিদন্ত শিল্পের কারখানা নির্মিত হয়েছে, আশ্চর্য যে এই অঞ্চলে একদা বিচরণশীল প্রাগৈতিহাসিক যুগের দন্তুর ম্যামথের দাঁত নিয়েই এই শিল্পাগার, আর্কটিক শৈত্য জনিত আবহাওয়ায় এখনও সব অবিকৃত আছে।

কৃষিতেও ইয়াকুটস্কের বিরাট সম্ভাবনা। মুজিয়মে সঙ্কর জাতীয় গমের এক নমুনা আমাকে দেখান হ'ল, রাশিয়ানরা এই গমেই উত্তরাঞ্চলে গমের ফসল বাড়াচ্ছে। ফসলের উৎপাদন কাল স্বল্প, কিন্তু মাটির তলভাগ সর্বদাই জলময়, আর গ্রীষ্মকালে সারাদিন, এমন কি রাত্রেও, সূর্যালোক পাওয়া যায়।

সেপ্টেম্বর মাসে অধিকাংশ কৃষিশালাকে—(শতকরা প্রায় সাতানব্বইটি) —যৌথ কৃষিশালায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। সাধারণতন্ত্রে এখনও রেণডিয়ার বা বন্য হরিণই প্রধানতঃ যন্ত্রচালক শক্তি (motive power); তবে মেশিন ট্রাক্টার ষ্টেশনের প্রায় একশত ট্রাকটার আছে, সেইগুলি ইজারা দেওয়া হয়। এই সাধারণতন্ত্রে ১৬০টি শস্যসংগ্রাহক 'হার্ভেষ্টার' যন্ত্র আছে।

"বুঝুন মিঃ উইলকি, এই আর্কটিক কেন্দ্রে হার্ভেষ্টার যন্ত্র।" আর উত্তরাঞ্চলের শৈবালপূর্ণ অনূপদেশে (tundra) ফুল ফোটানো ও ফসল ফলানোর জন্য বর্তমানে সংখ্যাল্প, তবে ক্রম বিবর্ধমান বিশেষ বাহিনী মজুদ আছে।

এখনকার জনগণের মনে একটা উৎসাহ ও আত্মবিশ্বাসের উদ্ভব হয়েছে, এইজন্য আমাদের দেশের পশ্চিমাঞ্চলের উন্নয়নের কথা আমার বারবার মনে পড়ল। ইয়াকুটস্ক্ থেকে অদম্য কৌতূহল নিয়ে ফির্লাম— না জানি আজ থেকে দশ বছর পরে এর কি রূপ পরিবর্তন ঘটবে।

দেশে ফেরার পর লোকের মনে সমগ্র রাশিয়া সম্পর্কে একটা সমান কৌতূহল লক্ষ্য কর্লাম, রাশিয়ার প্রতি একটা শ্রদ্ধা ও ভয় মিশ্রিত মনোভাব।

রাশিয়া কি কর্তে চায়? তারা কি আর একটি শান্তি নাশক রাষ্ট্র হয়ে দাঁড়াবে? যুদ্ধাবসানে তারা কি এমন এক সুবিধার দাবী করবে যদ্দ্বারা য়ুরোপে সুষ্ঠভাবে শান্তিপ্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব হয়ে উঠ্বে? তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভাবাদর্শ কি তারা অপর রাষ্ট্রগুলিতে চালিত করার চেষ্টা কর্বে?

সত্যি বল্তে কি, এসব প্রশ্নের উত্তর কারো জানা আছে মনে করিনা; এমন কি স্বয়ং ষ্টালিন সব প্রশ্নের জবাব দিতে পার্বেন কিনা আমার সন্দেহ আছে।

স্বভাবতঃই রাশিয়া কি কর্বে সে বিষয়ে আমার পক্ষে কিছু বলার চেষ্টা করা হাস্যকর হবে।

তবে এইটুকু জানি: ইউ, এস, এস, আর-এর ২০০,০০০,০০০ অধিবাসী আছে, একটি মাত্র শাসন যন্ত্রের অধিকৃত পৃথিবীর বৃহত্তম জমি এরাই নিয়ন্ত্রণ করে; কাঠ, লোহা, কয়লা, তৈল প্রভৃতির অক্ষয় সরবরাহ এদের নিজেরই আছে, এক হিসাবে এখনও অব্যবহৃত বলাই চলে, হাসপাতাল ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক ব্যবস্থার বিস্তারিত প্রসারে, রাশিয়ার এই উত্তেজক ও দুর্ধর্ষ আবহাওয়ার অধিবাসীরা পৃথিবীর অন্যতম স্বাস্থ্যবান

জাতি, গত পঁচিশবছর ব্যাপী সুদূর বিস্তারী ও আমূল-সংস্কারক শিক্ষা বিস্তার প্রচেষ্টার ফলে অধিকসংখ্যক লোক শিক্ষিত হয়ে উঠেছে এবং হাজার হাজার লোক কার্যকরী যান্ত্রিক শিক্ষা লাভ করেছে। রাশিয়ার উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী থেকে অখ্যাত কৃষি-শ্রমিক বা কারখানার কারিকর পর্যন্ত সকলেই রাশিয়ার প্রতি উন্মত্তের মত আকৃষ্ট, আর রাশিয়ার ভবিষ্যৎ উন্নয়নের স্বপ্নে বিভোর।

রাশিয়া সম্পর্কে সকল প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই, তবে এটুকু জানি যে এই জাতীয় তেজ ও শক্তি সম্পন্ন এমন একটি জাতিকে উপেক্ষা বা নাসিকা কুঞ্চিত করে বাতিল করা চল্‌বেনা। মুদীর দোকানে প্রদর্শিত দ্রব্যাদি নির্বাচনকালীন গৃহকর্ত্রীর মত এটা ওটা তুলে পছন্দ করার মতো মনোবৃত্তি নিয়ে চললে আমাদের চল্‌বেনা। সোজা কথা ঃ আমাদের বাছাই করে নেবার কিছু নেই। রাশিয়ার সঙ্গে হিসাব নিকাশ করতে হবে। এই কারণেই আমার সহযোগী আমেরিকানদের বার বার বলি ঃ আমাদের উভয়েরই শত্রুকে পরাজিত করার অভিন্ন উদ্দেশ্যে যখন আমরা ব্যস্ত আছি তখনই আরো ঘনিষ্ঠতর সহযোগীতায় রাশিয়ার সঙ্গে আমাদের কাজ করা চাই। তাদের সব কিছু যতদূর পারি জানার চেষ্টা করি, আর আমাদের বিষয় তাদেরও জানার সুযোগ দিই।

আরও একটি বিষয় আমার জানা আছে ঃ ভৌগলিক কারণে, ব্যবসাগত ভিত্তিতে ও বহুবিধ সমস্যার মীমাংসায় দৃষ্টিভঙ্গীর সমতা থাকায়, রাশিয়া ও আমেরিকা উভয় রাষ্ট্র সম্মিলিত হওয়া উচিত। শ্রমশিল্প উন্নয়নে রাশিয়ার প্রয়োজন অন্তহীন আমেরিকান উৎপাদিত দ্রব্যসম্ভারের, আর আমাদের প্রয়োজনীয় অন্তহীন প্রাকৃতিক সম্পদে রাশিয়া পরিপূর্ণ। জাতি হিসাবে রাশিয়ানরা আমাদের মতই কষ্টসহিষ্ণু ও অকপট, ধনতান্ত্রিক

নীতি ব্যতীত আমেরিকার সব কিছুর ওপর তাঁদের শ্রদ্ধা আছে। অকপটে উল্লেখ করছি, রাশিয়ার বীর্যবত্তা, রাশিয়ার স্বপ্ন, রাশিয়ার উৎসাহ ও দৃঢ়-গ্রাহীতা প্রভৃতি বহুবিধ গুণাবলী আমাদের বরণীয়। আমার মত কম্যুনিষ্ট মতবাদের বিরোধী আর কেউ নেই, কারণ এই মতবাদ স্বৈরতন্ত্রের (absolutism) প্রচারক। তবে কম্যুনিজম ও ডেমোক্রেসীর সম্ভাব্য যোগাযোগে, ডেমোক্রেসী বা গণতন্ত্রের অবসান ঘটতে পারে, এই কথাটা আমি কিছুতেই বুঝতে পারলাম না।

অতএব আর একবার পুনরাবৃত্তি করছি :

রাশিয়া ও আমেরিকার (সম্ভবতঃ পৃথিবীর সবাপেক্ষা শক্তিশালী রাষ্ট্র), পক্ষে পৃথিবীর অর্থ নৈতিক উন্নয়ন ও শান্তি স্থাপন করা সম্ভব, এই আমার বিশ্বাস। যদি উভয় রাষ্ট্র একযোগে কাজ না করে তাহ'লে কিছুতেই দীর্ঘস্থায়ী শান্তি ও অর্থ নৈতিক স্থায়ীত্ব আনা সম্ভব হবেনা। এইকথা জানি বলেই হয়ত, এ ছাড়া আর কিছু আমার বিশ্বাসযোগ্য নয়।

আমাদের স্বাধীন অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক নীতির ভিত্তিগত সত্তার উপর আমার শ্রদ্ধা এতই গভীর যে পারস্পারিক সহযোগীতায় উভয় পক্ষই সুপ্রতিষ্ঠিত হবে এই আমার দৃঢ়বিশ্বাস।

সমর-রত চীন

এই পৃথিবী ব্যাপী মহা-সমরে যদি প্রকৃত-বিজয় আমাদের কাম্য হয়, তাহ'লে সুদূর প্রাচ্যের জনগন সম্পর্কে আমাদের একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। আমাদের প্রথম বৎসরের প্রত্যক্ষ যুদ্ধে এশিয়ার যুদ্ধ যে য়ুরোপীয় সমরের পার্শ্ব-দৃশ্য মাত্র নয় তা বহু আমেরিকান-ই উপলব্ধি করেছেন। ভবিষ্য-সমর প্রতিরোধের যদি আমরা কোনও আশা রাখি, তাহ'লে পৃথিবীর এই বিশাল অঞ্চলে কোন্ শক্তি ক্রিয়াশীল তা আমাদের জানা উচিত। পৃথিবী সম্পর্কে লৌকিক সংস্কার আমাদের যাই থাকুক না কেন কারা আমাদের মিত্র তা জানা এবং তাদের সমর্থনের সততা আমাদের থাকা উচিত।

দূর-প্রাচ্যে আমাদের এই নব-বিজড়িত অবস্থা আমি গভীরভাবে অনুভব করেছি বলেই চীনে যাবার জন্য দৃঢ় সংকল্প হলাম।

প্রেসিডেন্ট বিশেষ অভিপ্রায় প্রকাশ করেছিলেন, ভারতবর্ষে আমার যাওয়া উচিত হবে না, এই কারণেই ওয়াসিংটনে আমার ভ্রমণ সংক্রান্ত কথাবার্তা আলোচিত হওয়ার পর কিছুদিন পর্যন্ত আমার ধারণা ছিল হয় ত যানবাহন ঘটিত অসুবিধায় এই ভ্রমণ দুঃসাধ্য হয়ে উঠ্‌বে তাই প্রেসিডেন্টের এই সতর্কতা। ন্যু ইয়ক ত্যাগ করার পূর্বেই অবশ্য আমার এই ধারণা বিদূরিত হয়েছিল।

ন্যু ইয়ক পরিত্যাগের কয়েকদিন পূর্বে, চীনের পর-রাষ্ট্র সচিব, টি, ভি, সুং আমাকে ওয়াসিংটনে এক লাঞ্চে আপ্যায়িত করলেন; খোলাখুলি-ভাবে ও অকপটে তিনি তাঁর দেশের অর্থনৈতিক ও সামরিক অসুবিধার

কথা ও সম্মিলিত জাতি-সমূহের কাছে প্রত্যাশিত প্রকৃত রণ-কৌশলের কথা জানালেন। এই জাতীয় রণ-কৌশলেই চীনের সহায়তা সম্ভব এই তাঁর মত। হিটলার ও তোজো তাঁদের পরিকল্পনা পূরণের জন্য যে-জাতীয় বিরাট আয়োজনের ব্যবস্থা করেন তার ওপর গণতন্ত্রের শক্তির তীব্র চাপ, এই জাতীয় রণ-কৌশলেই সার্থক করা সম্ভব।

তাঁর কথা আমি সমর্থন করি। আমার চীন ভ্রমণ কিংবা চীন ও রাশিয়াকে, গ্রেটব্রিটেন ও আমেরিকার সহিত একটা সম্পূর্ণ ও নিঃসন্দিগ্ধ সহযোগীতার সূত্রে গ্রথিত করে একটা সম্মিলিত রণকৌশল (Coalition Strategy) রচনা করার পরবর্তী প্রচেষ্টার ইতিহাস লক্ষ্য করে, এই বিষয়ে একটা কাযকরী আশ্বাস কিন্তু আমি এখনও পাইনি। আমাদের বহু নেতার মধ্যে এই যুদ্ধকে প্রথম শ্রেণীর যুদ্ধ বা দ্বিতীয় শ্রেণীর যুদ্ধে পরিণত করার একটা ঝোঁক দেখে আমি শঙ্কিত হয়ে উঠি। দূর প্রাচ্য ভ্রমণের ফলে আমার নিজের মনে অবশ্য এ নিয়ে কোনও সংশয়ের অবকাশ নেই। য়ুরোপে ব্রিটিশ, রাশিয়ান বা অধিকৃত রাষ্ট্রগুলির মত এসিয়ায় চীনাদের পূর্ণ সহযোগীতায় হয় আমরা বিজয়ী বা পরাজিত হব।

আমি জানি অনেকেরই ধারণা প্রধানতঃ এ্যাংলো-আমেরিকান আধিপত্যের সাহায্যেই ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব। জার্মানী যথেষ্ট মসৃণ হয়ে এলে গ্রেটব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পশ্চিম য়ুরোপের সম্ভাব্য আক্রমণ ও সংযুক্ত-শক্তির সাহায্যে মধ্য-প্রাচ্য অধিকৃত হবে এই তাঁদের আশা। তাঁদের হিসাবানুসারে এইভাবে আমাদের দ্বারা পশ্চিম য়ুরোপ অধিকৃত হবার পর রাশিয়ান অগ্রগতি ও তাদের ভবিষ্য আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হবে, ফলে বিজিত জনগণ আমাদের আদর্শের নীচে এসে দাঁড়াবে। তাদের কল্পনায় হিট্‌লার বিতাড়নের পর কিঞ্চিৎ চৈনিক সহযোগীতায়

ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র সম্মিলিতভাবে জাপানকে ধ্বংস করতে পারবে। যুদ্ধান্তে চীন তাদের কাছে অটুট অথচ দুর্বল এবং কৃপার পাত্র হয়ে থাক্‌বে। আর পৃথিবীর ভবিষ্যৎ শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার্থ এবং প্রাচী-র মঙ্গলার্থে এসিয়ার সৈন্যাবলী পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলির অভিভাবকত্বে নিয়ন্ত্রিত হবে। তাঁদের ধারণা পৃথিবীর সামরিক ও বানিজ্যিক-"ষ্ট্র্যাটেজিক" ঘাঁটিগুলি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে, উচ্চাঙ্গের এ্যাংলো-আমেরিকান শক্তির প্রভাবে, এ্যাংলো-আমেরিকান অভিভাবকত্বেই নিয়ন্ত্রিত হবে। পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব এই ভাবেই অক্ষুণ্ণ থাক্‌বে, শান্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবে আর অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা হবে। সমগ্র পৃথিবীকে আমাদের এক সংস্কারমুক্ত গণতন্ত্রের আদর্শ ও ভাবোদ্বের অন্তর্গত করা হবে।

এসব ভাল উদ্দেশ্যমূলক যুক্তি। তবে যদি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের (প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের নয়) অতলান্তিক সনদের মহৎভাব উপেক্ষিত হয়, (যা প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলস্থ জনগণের জন্যই বিশেষভাবে প্রচারিত হয়েছে) বা যে চতুর্বর্গ স্বাধীনতার মন্ত্রে আমরা জগতকে দীক্ষিত করতে চাই তা যদি অগ্রাহ্য করি, যদি আমরা দুই বিলিয়ন (নিখর্ব) লোকের কথা বিস্মৃত হই, তাহ'লে অবশ্য এ সব কথা শুনতে বেশ।

দীর্ঘকাল ধরে জাপানের প্রকৃত সামর্থ্য ও অভীপ্সা সম্পর্কে, এবং সূর্য কিরণতলে সমগ্র প্রাচীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য জাপানের বর্ধমান আবেদন সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম। আমরা জাপানকে লঘুভাবে বিবেচনা করেছি, তার ফলে প্রাচী-র পরিবর্ধমান শক্তিকে অগ্রাহ্য করে এসেছি। আমরা অস্পষ্টভাবে জান্‌তাম জাপানীরা একটা সাম্রাজ্য গঠনের চেষ্টায় আছে। সেই সাম্রাজ্য গঠিত হলে কি বিরাট রূপ গ্রহণ করবে এখন আমরা বুঝ্‌তে সুরু করেছি।

জাপানের স্বপ্ন আমাদের চোখে বাস্তব হয়ে ফুটেছে, কারণ জাপানকে তার পরিকল্পিত সাম্রাজ্যের এক বিশাল অংশ অধিকার করতে আমরা দেখেছি। কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়ার ছাড়া চীনের সমগ্র উপকূল ভাগ তাদের অধিকারে। ফিলিপাইনের অধিকাংশই তাদের হাতে। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ তাদের অধিকারে। তাঁরা অর্ধেক বর্মা নিয়েছে এবং বর্মা রোড খণ্ডিত করেছে। ভারত মহাসাগরের অন্ততঃ পূর্ব-অর্ধাংশ তারা নিয়ন্ত্রিত করছে, আর এক হিসাবে কলিকাতা শহরের দরজাতেই ধাক্কা দিচ্ছে।

অনেক দূর তারা অগ্রসর হয়েছে, তারা সাফল্য লাভ করলে পৃথিবীর কি রূপ দাঁড়াবে, তার চিত্র কল্পনা করা আমাদের পক্ষে সত্যই দুঃসাধ্য। উদাহরণ হিসাবে ধরা যায়, যদি ভারতবর্ষের পতন হয়। ধরুন সকল সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়ে, শ্বাসরোধ করে, যদি চীন অধিকৃত হয়। এই সব যে ঘটতে পারে তা অবশ্য আমি বিশ্বাস করি না। তবে এই সম্ভাবনা অস্বীকার করার অর্থ অতীতের দুঃখকর ভুলগুলির পুনরাবৃত্তি।

এই সব যদি ঘটে যায়, তাহ'লে আমরা যা দেখব তা শুধু এক বিরাট সাম্রাজ্যের উদ্ভব নয়, হয়ত ইতিহাসের বৃহত্তম সাম্রাজ্য: আনুমানিক পণের মিলিয়ন বর্গমাইলব্যাপী জমির অধিবাসী প্রায় এক বিলিয়নের উপর নর-নারীর দ্বারা গঠিত সাম্রাজ্য: পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ ও মোট লোক সংখ্যার আর্ধেক জনগণপূর্ণ এক বিশাল সাম্রাজ্য। এই হ'ল জাপানের স্বপ্ন।

উপরন্তু, যে কোনো সম্পদ কল্পনা করা যায় তা সবই প্রায় এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত। যুদ্ধকালে কিংবা শান্তিকালীন দ্রব্যসম্ভার গঠনে এই অঞ্চল স্বয়ংসিদ্ধ। জাপান এখন ফিলিপাইন থেকে লোহা, ফিলিপাইন ও বর্মা থেকে তামা, মালয় থেকে টিন, আর বহু দ্বীপাবলী থেকে তেল, ক্রোম, ম্যাঙ্গানীজ, এণ্টমণি, এলুমিনিয়ের জন্য বক্সাইট, আর এত রবার পাবে

যা কখনও ব্যবহার করে শেষ করা যাবে না। তখন প্রাচুর্যের দেশ বলে এই যুক্তরাষ্ট্র আর পরিচিত হবে না, সে দেশের নাম হবে তথাকথিত "বৃহত্তর পূর্ব-এসিয়া পারস্পরিক বৈভব পরিমণ্ডল" (Greater East-Asia Co-prosperity Sphere)।

আমেরিকার জনগণের প্রচেষ্টা ও ভবিতব্যে আমার সীমাহীন বিশ্বাস আছে। তবে আমার বিশ্বাস অতঃপর এই বিশাল পরিধি সম্পন্ন সাম্রাজ্যের সঙ্গে যদি আমেরিকানদের মুখোমুখী বাস করতে হয়, তাহলে আমাদের জীবন ধারা সশস্ত্র শিবিরের চেয়ে কিঞ্চিৎ উন্নত হবে। আর আমাদের আস্ফালিত স্বাধীনতা কতকটা দুরাকাঙ্ক্ষায় পরিণত হবে। ধারাবাহিক আশঙ্কায়, অন্তহীন সমরের মধ্যেই আমাদের থাকতে হবে, আর সমরোপকরণের বৃদ্ধির জন্য সর্বদাই সচেষ্ট থাকতে হবে। শান্তি বা বৈভব, স্বাধীনতা বা ন্যায় নিষ্ঠা, এই জাতীয় জীবন সংগ্রামের মধ্যে সঞ্জীবিত হতে পারে না। আর প্রশান্তমহাসাগর যতই প্রশান্ত, দীর্ঘ বা সংকীর্ণ হোক না কেন, তাতে কিছুই এসে যাবে না।

আমার বিশ্বাস সে দুর্ঘটনা আমরা কাটিয়ে উঠতে পারব। খুব বেশী বিলম্ব হবার পূর্বে কঠিনভাবে বার বার আঘাত করে আমরা এ বিপদ এড়িয়ে যাব। কিন্তু একাকী আঘাত হানা যথেষ্ট হবে না। প্রাচ্যে কি ঘটছে, সেখানকার জনগণের মতামত, তাদের চিন্তাধারায় যে পরিবর্তন ঘটেছে, পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ ও সাদা চামড়ার লোকের শ্রেষ্ঠত্বে তাদের যে অবিশ্বাসের সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাদের আদর্শ ও ধারানুযায়ী স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, আমাদের ভালোভাবেই বিবেচনা করা উচিত। আমরা সবাই বলি "এই যুদ্ধ মানব মনের যুদ্ধ", রাজনৈতিক যুদ্ধ। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যথা, উত্তর আফ্রিকা ও প্রাচ্যে—প্রাচীনকালের সেই শক্তিতান্ত্রিক রাজনীতি (Power Politics) ও খাঁটি সামরিক পরিচালনানীতি

অনুসারে এবং প্রয়োজন ও আপাতঃ ব্যবহারিকত্বের দৃষ্টিকোণ্ দিয়েও যুদ্ধ করছি। আমরা অতি তাড়াতাড়ি ভুলে যাই, কিসের জন্য যুদ্ধ, সহজেই আমাদের আদর্শচ্যুত হয়ে পড়ি। আমাদের সক্রিয় বিবেকে একথা আমরা যথেষ্ট ভাবে ভাবি না যে চীনের জনগণের দীর্ঘ পাঁচ বছরের এই হৃদয় বিদারক জীবন মরণ প্রতিরোধ না থাক্‌লে জাপানের পরিকল্পিত এই বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সংকল্পের সামরিক কিংবা রাজনৈতিক পরাজয় ঘটানো ইতিমধ্যেই সুকঠিন হয়ে উঠ্‌ত।

বিগত পাঁচ বছরের দিকে ফিরে তাকান বিশেষ করে আমেরিকান-দের কাছে তেমন মধুর হবে না, আমাদের সমগ্র সভ্যতার কাছে চৈনিক প্রতিরোধের গুরুত্ব কতটুকু, কম সংখ্যক লোকের মনেই সেইকালে তা উদিত হয়েছে। আমি যখন চীনে ছিলাম, যে-সব ব্যক্তি এই প্রতিরোধ চালিয়েছেন ও নেতৃত্ব করেছেন, তাঁদের সঙ্গে আলোচনাকালে এই কথা মনে করা আমার পক্ষে আনন্দদায়ক হয় নি। আমরা যখন তীব্র কলহে গভীরভাবে মগ্ন ছিলাম ও স্বতন্ত্রবাদীর (Isolationist) মোহে আচ্ছন্ন ছিলাম, তখন চীন যে বীরত্বের কাজ কর্‌ছে তাতে সাহায্য করা দূরে থাকুক অবসর করে তা বোঝ্‌বারও চেষ্টা করিনি। এখন আমরা এক মহাযুদ্ধে জড়িত হয়ে সেই ভ্রমের ক্ষতিপূরণ কর্‌ছি। আমাদের ক্ষতিপূরণ কর্‌তেই হবে।

ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চৈনিক দৃষ্টিভংগী জাপানের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাদের সাম্রাজ্য কামনা নেই। তারা শুধু তাদের নিজস্ব বিশাল ও মনোহর স্বদেশটুকু রক্ষা ও উন্নয়ন কর্‌তে চায়। তারা চায় প্রাচ্যের যে-সব নবীন শক্তি নিজেদের ও জনগণের স্বাধীনতার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে তারাও স্বাধীনতা লাভ করুক। ইতিমধ্যে, এই শক্তিপুঞ্জকেই জাপানীরাও সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা পূরণের জন্য ব্যবহার কর্‌তে চায়।

আকারে ও লোকসংখ্যায় চীনদেশ যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা বৃহত্তর। নিজস্ব সীমানার মধ্যেই চীনের বহু মূল্যবান সম্পদ আছে।

অপর দিকে চীন স্বয়ংসিদ্ধ দেশ নয়—আমরাও নই। এই কারণে তারা কিন্তু এতটুকু চিন্তিত নয় বা পৃথিবী বিজয়ের কোনো বাসনাও তাদের নেই, আমাদেরও এমন কোনো দুশ্চিন্তা নেই। স্বয়ংসিদ্ধতা সর্বগ্রাসী (Totalitarian) রাষ্ট্রগুলির একটা মোহ মাত্র। ন্যু ইয়র্কের যেমন পেনিসিলভিনিয়া থেকে স্বতন্ত্র হবার সুযোগ আছে, প্রকৃত গণতান্ত্রিক জগতে তার চেয়ে অধিকতর স্বয়ংসিদ্ধত্ব কোনো জাতিরই প্রয়োজন হবে না।

ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও গণতন্ত্র সম্পর্কে চৈনিক ভাবাদর্শ যে ঠিক আমাদের অনুরূপ হবে তা আমরা আশা করিনা। তাদের অনেক ভাবাদর্শ আমাদের কাছে অত্যন্ত চরম ঠেকতে পারে, কিছু বা আবার হাস্যকর ভাবে প্রাচীন মনে হবে। এ কথাও আমাদের স্মরণে রাখতে হবে যে আমাদের বহু রীতিনীতি তাদের চোখে হাস্যকর এমন কি অরুচিকর ঠেকতে পারে; কিন্তু এই অপরিহার্য তথ্যটুকু মনে রাখতে হবে যে চীন স্বাধীন থাকতে চায়, নিজস্ব ধারা ও ভঙ্গীতে স্বাধীন হয়ে, স্বদেশের জনগণের কল্যাণকর ও মঙ্গলময় জীবনধারা পরিচালনা করতে চায়। স্বাধীন এশিয়া তাদের কাম্য।

যুক্তরাষ্ট্র ও চীন এবং গ্রেট ব্রিটেন ও চীনের সঙ্গে অনুষ্ঠিত পারস্পরিক চুক্তি অনুসারে আমরা সীমানা বহির্ভূত (Extra territorial) বাসনা ত্যাগ করেছি; স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য চীনের দৃঢ়তা তদ্দ্বারা কিছু পরিমাণে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। চীন দেশস্থ আমেরিকান বা ব্রিটিশ গণ চৈনিক আদালতে চৈনিক আইনের কবল থেকে অব্যাহতি পাবেন না, অন্ততঃ মার্কিণ আইনের গণ্ডী থেকে চীনারা যে পরিমাণে মুক্ত তার বেশী

নয়। এতদ্বারা একথা বোঝায় না যে এই চুক্তির ফলে সকল সমস্যার সমাধান হ'ল।

উদাহরণ স্বরূপ উল্লিখিত হচ্ছে, ব্রিটিশরা এখনও অন্যতম বিরাট বন্দর হংকং-এর দাবী করে, পৃথিবীর সঙ্গে বাণিজ্য পরিচালনে চীনাদের এই বন্দরের সহায়তা প্রয়োজন। আমেরিকান ও অন্যান্য জাতিগুলি যেমন সাংহাইকে আন্তর্জাতিক উপনিবেশ হিসাবে দাবী করেন, যে-চৈনিক স্বত্ব ও সুবিধা এখানে চীনাদের প্রকৃত স্বাধীনতার পথে অন্তরায়, চীনাদের কাছে হংকং তার প্রতীক হয়ে আছে।

দুঃখের বিষয় বহু আমেরিকান এখনও চীনকে মানুষ হিসাবে বিবেচনা না করে জড়-জনসাধারণ হিসাবে ধরেন; পাঁচ মিলিয়ন চীনার মৃত্যুর মূল্য যেন পাঁচ মিলিয়ন পাশ্চাত্য দেশবাসীর মৃত্যু অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত কম।

এশিয়ার মধ্যে যে জাগরণ চলেছে বোধ করি বর্তমান জগতের তা সর্বাপেক্ষা সংকেত-গর্ভ তথ্য। যদিচ সামরিকভাবেও আমরা এই যুদ্ধে জয়লাভ করি তবু এই জাগরণের সংগে আমাদের বোঝাপড়া করতে হবে।

আমরা যদি চতুর হই, তাহলে সমগ্র প্রাচ্যের এই শক্তিগুলিকে বিশ্বজনীন অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সমবেত শান্তি প্রচেষ্টায় পরিচালিত করতে পারি। এই শক্তি যদি উপহসিত বা উপেক্ষিত হয় তাহলে পৃথিবীর শান্তি চিরদিন এইভাবেই উপদ্রুত হবে।

চীনের পশ্চিম দ্বার

চীন দেশে আমার এই প্রথম গমন কালে, যে-অঞ্চলকে "চুক্তি-বন্দর" বা Treaty-port বলে, সেই পথে না গিয়ে, চীনের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের নদী তীর পশ্চাদবর্তী বিরাট প্রদেশ (Hinterland) অতিক্রম করে গিয়েছিলাম, সেই কারণে আমি বিশেষ আনন্দিত। যে-যুগে ধর্মান্তর করণ, স্বার্থানুসারে ব্যবহার ও উপহাসের জন্য চীন দেশ পাশ্চাত্য দেশবাসীদের কাছে বিরাট ও প্রাচীন বলে গণ্য হ'ত, প্রশান্ত মহাসাগরের এই "চুক্তি বন্দর" (এখন সবটাই জাপ-অধিকৃত), আধুনিক চীনের মনে সেই যুগের প্রতীক্ হয়ে আছে। সাংহাই, হংকং, ক্যান্টন সুন্দর শহর বটে, কিন্তু তাদের নাম পর্যন্ত চীনাদের কাছে সেই দিনের স্মারক, যে দিনকে চৈনিক সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা সান ইয়াৎ সেন বলেছিলেন—"The rest of the mankind is the Carving Knife and the Serving dish, while we are the fish and meat." (বাকী সব মানব সমাজ কাটবার ছুরি, আর পরিবেশনের পাত্র, আর আমরা শুধু মাছ আর মাংসের সামিল।)

চীনে আমার প্রথম অবস্থান স্থানের নাম তিহওয়া, রাশিয়ানরা বলে উরুমচি, সিন্‌কিয়ান প্রদেশ বা চৈনিক পূর্ব-তুর্কিস্থানের এই রাজধানী। আমাদের লিবারেটার বিমান সাইবেরিয়ার তাসকেন্ট থেকে একদিনে উড়ে এল। ইলি নদীর উপত্যকা ধরেই অধিকাংশ উড্ডয়ন (flight) সম্পন্ন হ'ল, পৃথিবীর কয়েকটি উচ্চতম গিরিশৃঙ্গ—তিয়েনসান ও আল্‌তাই

পর্বতমালার ওপর দিয়ে উড়ে এলাম। চীনারা যাকে সিন্‌কিয়াং বা নূতন উপনিবেশ বলেন, আঙুর ও তরমুজের সেই উর্বর ক্ষেত্রে পৌঁছিবার পূর্বে, কয়েকঘণ্টা ধরে আমরা শূন্য মরুভূমির ওপর দিয়ে উড়ে এলাম, এই নিসর্গ চিত্র আশ্চর্যজনকভাবে চমৎকার।

সিন্ কিয়াং আকারে ফ্রান্সের দ্বিগুণ। এখানে প্রায় ৫,০০০,০০০-এর কিছু কম বাসিন্দা। চীনের এই বৃহত্তম প্রদেশ, এবং সম্ভবতঃ অধিকতর বিত্তশালী। জায়গাটি শুধু যে, এশিয়ার ভৌগলিক কেন্দ্রের সন্নিকটস্থ তা নয়, রাজনৈতিক কেন্দ্রেরও সন্নিকট, কারণ রাশিয়া ও চীন এই অংশেই মিলিত হয়েছে। এই বিস্ময়কর বিরাট অঞ্চলে যা ঘটে, বহু আমেরিকান সে কথা হয়ত কখনও শোনেন নি, এই অঞ্চলই হয় ত পরে আমাদের ইতিহাসে এক চূড়ান্ত প্রভাব বিস্তার করবে।

বিগত যুগে খুব কম সংখ্যক বিদেশীই এ অঞ্চলে এসেছিলেন। আমি যখন তিহ্‌ওয়ায় ছিলাম তখন আমার আপ্যায়নকারী গৃহস্বামী হিসাব করে দেখালেন যে, এক বছর পূর্ব পর্যন্ত চীন-মস্কোর ভিতর পরিচালিত "চৈনিক রুশ বাণিজ্য বিমান পথে" ভ্রমণকালে মাত্র কয়েকজন আমেরিকান ও পর্যটক সিনকিয়াং-এর ভিতর দিয়ে গিয়েছেন। এরাও আবার রাজধানী তিহ্‌ওয়ায় চাইতে, অপেক্ষাকৃত ছোট সহর হামি-ই দেখেছেন, সেখানকার বিমান বন্দরটি উচ্চাংগের।

শহরটির গর্ব করার মত কিছুই নেই। ছোট্ট শহরটি যেন নিদ্রিত, আর আশ্চর্যভাবে কর্দমাক্ত। পথের চিহ্নাদি সব রুশ ভাষায় লিখিত, শাসন ব্যবস্থা চৈনিক আর অধিবাসীরা তুর্কী, চীন সীমান্ত অন্তর্গত ২০,০০০,০০০ মুস্লিম্ অধিবাসীদের এরা একটি অংশ বিশেষ। এশিয়ার সুন্দরতম তরমুজ ও বীজহীন ক্ষুদ্র আঙুর এখানকার গর্বের বিষয়, এমন ভালো আঙুর আমি কমই খেয়েছি। শহরের চতুষ্পার্শ্বস্থ পাহাড়গুলি

ধাতব পদার্থে পরিপূর্ণ। সেচ ব্যবস্থা প্রদেশটিকে খাদ্য সরবরাহ করে; এখানকার একমাত্র উল্লেখযোগ্য রপ্তানি পশম, লালফৌজের পোষাক নির্মাণে এখন অধিক পরিমাণে চালান হয়। সিন্‌কিয়াং পৃথিবীর সেই অঞ্চলগুলির অন্যতম, যেখানে রাজনীতি ও ভূগোলের এক বিস্ফোরক সম্মিলন ঘটেছে, পৃথিবীতে কি ঘট্‌তে চলেছে সে বিষয়ে যারা কৌতূহলী তাঁদের কাছে এ সব অঞ্চল গভীর অর্থপূর্ণ। এই সহরের কয়েক মাইল পরেই সোভিয়েট-তুর্ক সাইব্‌ রেলপথ। তিহ্‌ওয়ার সব কিছু ভোগ্যবস্তু (consumer's goods) দেখ্‌লাম রাশিয়া থেকে আসে; যে সব মোটরে বেড়ালাম তা রাশিয়ায় প্রস্তুত, যে সব সৈন্যদল দেখ্‌লাম তারা রুশীয় ট্যাঙ্ক্‌ চালাচ্ছে। কিন্তু রাজনীতি—প্রদেশটিকে চীনের দিকেই আকৃষ্ট করেছে। হান যুগের সময় থেকেই চীনারা সিন্‌কিয়াং শাসন কর্‌ছে। বর্তমান শাসনকর্তা একজন চৈনিক। এখন চীনের এই নদীতীর-পশ্চাদবর্তী অঞ্চল উন্মুক্ত করার মরিয়া ও আশাজনক প্রচেষ্টার ফলে সমগ্র প্রদেশটিতে যেন এক ঝলক্‌ তাজা হাওয়া প্রবাহিত হয়েছে। সোভিয়েট-চীন মৈত্রী এই যুদ্ধের পর সমগ্র পৃথিবীর কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হবে, তারা হয়ত এই অঞ্চলে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হবে।

সোভিয়েট সরকার সিনকিয়াঙে চৈনিক প্রভুত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন। উভয় জাতির পক্ষে সীমান্ত সংঘর্ষের মত কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু রেলপথ, ব্যবসা-বাণিজ্য, বাণিজ্যিক কর্জ, কম্যুনিষ্ট ভাবাদর্শ প্রভৃতির চাপ প্রদেশটিকে গত দশ বৎসরে সোভিয়েট বিক্ষেপ-বৃত্তে (Orbit) আন্দোলিত করেছে, চীনারা যদি শ্রমিকশিল্পের প্রসার ও সিন্‌কিয়াং প্রভৃতি উত্তর পশ্চিম প্রদেশগুলির উন্নয়ন দ্বারা প্রতিক্রিয়ামূলক পাল্টা চাপ দিতে পারেন, তাহলেই দুটি শক্তিশালী জাতির এক প্রকৃত শক্তি পরীক্ষা হবে।

আমি মস্কৌ এবং চুন্‌কিং-এ সিনকিয়াং-এর রাজনৈতিক অসুবিধা সম্পর্কে নানা কাহিনী শুনেছি, সে সব কথা প্রায় উপন্যাসের মত। এই কাহিনীর অন্যতম প্রধান নায়ক চৈনিক মুস্লিম নেতা মা চুং-ইং কোন্‌সু নামক নিকটস্থ প্রদেশ থেকে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে সিনকিয়াং আক্রমণ করেন, লোকটির রবীন হুডের মত খ্যাতি, ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে সহযোগী মুস্লিমদের সংগে সীমান্ত আক্রমণ করেন, শোনা যায় এখন তিনি মস্কৌ-এ আছেন, প্রত্যাবর্তনের সুযোগের জন্য অপেক্ষমান। আর একজন প্রধান নেতা সিনকিয়াং-এর বর্তমান শাসনকর্তা সেঙ্গ-সী-তসাই, তিনি চীনদেশীয়। তিনি চীনের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে জাপ অধিকৃত মাঞ্চুরিয়ার অধিবাসী, তাই ভীষণ জাপ-বিদ্বেষী। বিগত জুন মাসে লাট প্রাসাদেই তাঁর ভাইকে শয্যায় নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়, এশিয়ায় যে-জাতীয় কাহিনী, সংবাদ হিসাবে প্রচারিত হয়, তদনুসারে শোনা যায়, এই হত্যা ব্যাপারে রাশিয়ানদের নাকি যোগাযোগ ছিল।

এই সব কাহিনীর অন্তর্নিহিত সত্য আহরণ করতে আমি পারিনি। হয়ত কোনো সত্যতাই নেই। আমি গভর্ণর সেঙ্গ-এর সঙ্গে তিহওয়ায় আহার করলাম, সোভিয়েট কন্‌সালও আমাদের আহারে যোগ দিলেন রাশিয়ান ভডকা ও ভাত থেকে প্রস্তুত চৈনিক মদ্যপানের সময় আমরা প্রত্যেকের এবং আমাদের তিনটি দেশের স্বাস্থ্য কামনা করলাম। তার ভিতর রাশিয়া ও চীনের অন্তরঙ্গ মৈত্রীর লক্ষণ ভিন্ন আর কিছুর আভাষ পাওয়া গেল না। পরদিন প্রাতে কিন্তু চৈনিক গভর্ণরের প্রস্তাবানুসারে একটি বে-সরকারী প্রাতর্ভোজে আমন্ত্রিত হলাম, একদা কম্যুনিষ্ট মতবাদে ইনি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন, সম্প্রতি জেনারেলিসিমোর প্রতি আনুগত্য পরিবর্তন করছেন। হত্যা, চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র, পাল্টা চক্রান্ত প্রভৃতি বিষয়ে তিনি যে সব কাহিনী আমাকে

বল্লেন তা রোমাঞ্চকর উপন্যাসের মত শোনাল, সন্দেহ ও রহস্য বিজড়িত বলেই আমাদের আমেরিকানদের কাছে এসব অত্যাশ্চর্য বোধ হবে। পৃথিবীর আস্তরণ সন্নিকটস্থ এশিয়ার অঞ্চল, এই তুর্কীস্থানে চীন ও রাশিয়ানকে যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে, যুদ্ধান্তে চীন ও রাশিয়ান উভয়কে এক যোগে সেই সমস্যার মীমাংসা সাধনে আমাদের সহায়তা করতে হবে। নিঃসন্দেহে এটি আমাদের যুদ্ধান্তকালীন সমস্যাবলীর অন্যতম। আর এও একটি কারণ যে জন্য বার বার আমি চীন ও রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনকে সম্মিলিত হয়ে এই যুদ্ধকালেই একত্রে কাজ করতে শেখার জন্য অনুরোধ করছি। তাঁরা যদি তা না করেন তাহলে এই মধ্য-এশিয়ায় এমন বিস্ফোরক পদার্থ আছে যা এই যুদ্ধাবসানে পৃথিবীর শান্তির আবরণ আবার উড়িয়ে দিতে পারে।

গভর্ণর সেঙ্গ-এর প্রদত্ত এই ডিনার, চীনের অজস্র আমন্ত্রণাবলীর মধ্যে শুধু যে প্রথমতম তা নয়---ভারী কৌতূহলকর মনে হল, চীনারা পৃথিবীর মধ্যে বিশেষ অতিথিবৎসল জাতি। আমরা এক খিলান-ওয়ালা সুদীর্ঘ কামরায় সরু লম্বা টেবিলের দুপাশে মুখোমুখি হয়ে বসলাম---হলটির দুপাশেই টেবিল সাজান হয়েছিল। আমেরিকানের প্রতি অভ্যর্থনা জ্ঞাপন, আমাদের উভয়ের শত্রুদের বিরুদ্ধে সমরাহ্বান, ও আমাদের বিজয়ে বিশ্বাস প্রকাশ করে, এশিয়ার এই প্রাচীর গাত্র চৌমাথায় প্রচলিত সপ্তদশটি বিভিন্ন ভাষার নানাবিধ বাণীতে পরিপূর্ণ পৃথিবীর এই অঞ্চলস্থ প্রাচীনতম বণিক-কটকের (caravan) পথ এখনও য়ুরোপ ও এশিয়া সংযুক্ত করে আছে।

গভর্ণর দীর্ঘাকৃতি ব্যক্তি, সুন্দর কালো গোঁফ আছে। তিনি মাঞ্চুরিয়, উৎপত্তিতে চীন এবং জাপানে শিক্ষালাভ করেছেন। সিনকিয়াং-এ তিনি দশ বৎসরেরও অধিককাল শাসনকর্তার দায়িত্ব পালন করছেন, এখানকার চক্রান্তাবলী ও সংঘাতশীল শক্তি তার

পরিচিত। অপরাহ্নে তাঁর অফিস ঘরে তাঁর সঙ্গে আলাপ করলাম, জাতীর রাজধানী থেকে ৪৬ দিনের রাস্তা এই প্রদেশ শাসনের সমস্যা সম্পর্কে তিনি আলোচনা কল্লেন।

পৃথিবীর জনগণ আমেরিকানদের কি চোখে দেখে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তিহওয়া ও অন্যান্য যে সব চৈনিক শহরে আমি গিয়েছি সর্বত্রই পেয়েছি। সেই সেপ্টেম্বর রজনীতে আপ্যায়ণ কক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের মত সুদূর বোধ করি আর কিছু ছিল না, এমন কি আমার সহযোগী ভোজনকারী সরকারী কর্মচারী ও সামরিক অফিসারদের অনেকেই এমন বিস্ময় সহকারে আমাকে লক্ষ্য করছিলেন যদ্বারা মনে হ'ল, তাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত এই প্রথম একজন আমেরিকান দেখলেন। তবু তাঁদের সেই অভ্যর্থনার মধ্যে এমন উষ্ণ অন্তরঙ্গত্ব ও বন্ধুতার পরিচয় পেলাম যদ্বারা যুক্তরাষ্ট্র যে আগামী দীর্ঘকাল ধরে চীনের মিত্র থাকবে এই অনুচ্চারিত আশাই পরিস্ফুট হয়ে উঠল।

তাসকেণ্ট, তেহারেণ বা বাগদাদের চাইতেও তিহওয়ার সব কিছুই, এশিয়ার বীর্যবর্ত্তা ও সামর্থ্যের স্পষ্টতর রূপ আমার চোখে ফুটিয়ে তুলল। পরদিন গভর্ণর তাঁর আমেরিকান অতিথিদের জন্য একটা সামরিক প্রদর্শনীর আয়োজন করলেন। আমরা সিনকিয়াং সৈন্যদল বা তার এক প্রধান অংশকে বিরাট এক কুচকাওয়াজ প্রাঙ্গনে সুসজ্জিত হয়ে কুচকাওয়াজ করতে দেখলাম।

চিত্তাকর্ষক প্রদর্শনী। সৈন্যগুলিকে পরিচ্ছন্ন, সুশিক্ষিত ও স্বাস্থ্যবান মনে হল, এদের সমর সরঞ্জাম পরিমানে সীমাবদ্ধ, তবে অধিকাংশই রুষদেশীয় এবং উৎকৃষ্ট বলেই মনে হ'ল। এদের জঙ্গী গোলন্দাজ বাহিনী, মোটর সাইকেল সজ্জিত মেশিন গান, সশস্ত্র স্কাউট কার, আর কিছু হাল্কা ধরণের অথচ দ্রুতগামী ট্যাঙ্ক দেখলাম। ট্রাকে আনীত কিছু পদাতিক বাহিনী যখন আমাদের সুমুখ দিয়ে চলে

গেল তখন, ইউক্রেণের মেশিনগান বসানো *Kachankas* বা খামার গাড়ি দেখে সরঞ্জামগুলির রুষ উৎপত্তি স্পষ্টভাবে বোঝা গেল, সোভিয়েট গৃহ-যুদ্ধে গরিলাবাহিনী দ্রুত-তালে এই সরঞ্জাম প্রস্তুত করেছিল, আর এখন ইউক্রেণে নাৎসী-অভিযান প্রতিহত করার জন্য তা দ্বিতীয় বার সার্থকতার সঙ্গে ব্যবহৃত হ'ল।

এই প্রদর্শনীর শেষ দৃশ্য কিন্তু বিশেষভাবে স্থানীয়। কয়েক জন শক্তিশালী মোঙ্গল ও কাজাক পদাতিক বাহিনী এমনভাবে ঘোড়ার জিনের উপর বসেছিলেন যে তাঁদেরও ঘোড়ারই অংশবিশেষ মনে হচ্ছিল, এঁরা পনর দফা খেলা দেখালেন, দেখ্তে দেখ্তে প্রাণ উড়ে যায়, নিশ্বাস রোধ হয়ে আসে। দুমুখো তলোয়ার নিয়ে চারাগাছ কাটা হোল, ডামি বা পুতুলের মাথা কাটা হ'ল, মাটি থেকে জিনিষপত্র তোলা হল, সবই ভীষণ গতিবেগের মধ্যে সম্পাদিত হল। এই ভাবে এদের এই খেলা দেখে চেঙ্গিস খাঁ তাঁর শত্রুদের ওপরে কি তীব্র ভীতির সঞ্চার করতেন, তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

জেনারালিসিমো চিয়াং কাইসেক তিহওয়াতে আমাকে একটি একটি লৌকিক অভিনন্দন পাঠিয়েছিলেন, তাঁর দুজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও রক্ষী (*aide*) এই লিপি বহন করে এনেছিলেন, চীনে অবস্থানকালে সমস্ত সময় এঁরা সর্বত্র আমার অনুগমন করেছিলেন। এঁদের নাম ডাঃ হলিংটন কে টং, সরকারী সংবাদ সচিব, আর জেনারেল চু সাও-লিয়াং উত্তর পশ্চিম সমর ক্ষেত্রের সর্বাধক্ষ বা Commander-in-chief। চীন ছাড়ার পূর্বেই এঁদের ওপর আমরা একটা গভীর অনুরাগ জন্মেছিল।

চীনে যাবার সময় একজন বিদেশী (চীন সম্পর্কে যাঁর জ্ঞান ও প্রীতি অনেকের চেয়ে বেশী) "হলি" টং সম্বন্ধে বলেছিলেন "হলি" জেনারালি-সিমোর একটি তীক্ষ্ণ অস্ত্র, কুকুরের মত বিশ্বাসী—আর কুকুরের

দাঁতের মত পরিচ্ছন্ন। মিসোরীর (আমেরিকা) পার্ক কলেজের ও ন্যু ইয়র্কের কলম্বিয়া স্কুল অফ্ জর্নালিসম্-এর-তিনি গ্রাজুয়েট। চৈনিক সংবাদ প্রকাশকের উল্লেখযোগ্য জীবন যাপনের পর তিনি জেনারেলিসিমোর ঘনিষ্ঠ পরামর্শদাতাদের অন্যতম হয়ে উঠেছেন. একটি গুরুত্বপূর্ণ সচিব দপ্তরকে সহায়তা করা ব্যতীত তিনি তাঁর প্রধানের (চিয়াং কাইসেক) অনুবাদক, সেক্রেটারী ও পরামর্শদাতা। আমার মনে হ'ল এবং আমি ভালো করেই তাঁকে দেখেছি, এ ধরণের সহকারী যে-কোনো খ্যাতনামা নেতার কাম্য।

"হোলী" টং এর মত, জেনারেল চ এমন একটি কথা বললেন না যা আমার বোধগম্য হ'ল না, এঁর ইংরাজী আশ্চর্যরূপে দ্রুত ও বাক্যরীতি চোস্ত। এতদ্বারা তিনি আমার পরিচিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অন্যতম প্রিয় পাত্র হয়ে উঠেছেন। চীন দেশে আমার অবস্থানকালে যে-কোনো আপ্যায়ন সভায় বসে, বক্তৃতান্তে, বা সভাশেষে আমার প্রতি তাঁর বন্ধুত্ব-পূর্ণ মধুর হাসি সর্বত্রই বর্ষিত হয়েছে। তিনি স্বল্পভাষী, এবং চীনকে সংহত করার জন্য কঠিনতর এবং প্রথমতম কাল থেকে জেনারেলিসিমোর সহযোগীতায় তিনি সকল সংঘর্ষে যুক্ত ছিলেন সুতরাং তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠাবান সৈন্যোচিত সম্ভ্রম ও মর্যাদায় মণ্ডিত করে রেখেছেন। কিন্তু আরো অনেকের মত তিনিও চীন যে আশ্চর্য রীতি ও প্রথাপূর্ণ একটা বিদেশ নয়, বরং একটা অতিথিবৎসল ও বন্ধুত্বের আন্তরিকতাপূর্ণ আমেরিকানদের বন্ধুজনে পরিপূর্ণ দেশ এই কথাই বিশেষভাবে অনুভব করিয়েছেন। আর একজন চৈনিক, যাঁর আন্তরিক বন্ধুত্ব অবিস্মরণীয়, তিনি আমাদের সংগে মস্কো থেকে সারাপথ ভ্রমণ করেছেন। তাঁর নাম মেজর হস্কু-হুয়ান-সেং, কুইবিসেভের চৈনিক রাষ্ট্রদূত দপ্তরের তিনি সহকারী সামরিক রাজদূত (*attache*) চীনের অভ্যন্তরে আমাদের কয়েকটি উড্ডয়নে

flight) তিনিই বিমান সঞ্চালনা করেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধাবতরণের তিন বৎসর পূর্বে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে, এই তরুণ লোকটি, (এখনও এঁকে সতের বছর বয়স্ক বালকের মত দেখায়), জাপানের উপর প্রথম বিমান অভিযানে, জাপানে ইস্তাহার বর্ষণ করে নিজের খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আমাদের সহযোগে তাঁর এই ভ্রমণে, সিয়ান রণাঙ্গন পরিদর্শনকালে, তাঁর স্ত্রী পুত্রাদিকে দেখার সুযোগ ঘটেছিল, তজ্জন্য আমি আনন্দিত, আর আমাদের প্রত্যাবর্তনের পথে, কর্মস্থলে যোগদানের জন্য সাইবেরিয়ায় যখন তিনি আমাদের পরিত্যাগ করলেন, তখন আন্তরিক দুঃখ অনুভব করেছিলাম।

পরদিন প্রাতে ২৯শে সেপ্‌টেম্বর, যখন কান্‌সু প্রদেশের রাজধানী ল্যানচাউ যাত্রা করলাম তখন এঁরা সকলেই আমাদের বিমানে ছিলেন। আমাদের পৃথিবী পরিভ্রমণকালীন এই পাঁচ ঘণ্টাব্যাপী উড্ডয়ন এক হিসাবে বিশেষ বৈচিত্র্যময়। পৃথিবীব্যাপী সফরে ভ্রমণকালে যখন প্রতি অবস্থানের পর পরবর্তী বিষয় সম্পর্কে কিছু বোঝার উদ্যোগ করা হচ্ছে, বা একটু অবসর করে নিদ্রার আয়োজন করা হয়, সেই ফাঁকে পারিপার্শ্বিক দৃশ্যাবলীর এক অবশ্যম্ভাবী মোহ রচনা করে। কিন্তু তিহওয়া থেকে ল্যানচাউ-এর নিসর্গ দৃশ্য আমার জীবনের এক অপরূপ দৃশ্য, বিস্ময় বিমোহিত দৃষ্টিতে আমাদের নিম্নদেশে এই অপূর্ব সৌন্দর্য উন্মোচিত হতে দেখ্‌লাম।

সৌন্দর্যে একে পরাহত করা কঠিন। কিছু অংশ মরুভূমি আর কিছু সবুজ কৃষি ক্ষেত্র। সবটাই প্রায় পাহাড়, কিন্তু তিয়েনসান পর্বতমালা ছাড়িয়ে যাবার পর আর সব পাহাড়গুলি তুষারাচ্ছন্ন, আকারে ক্ষুদ্র ও আশ্চর্যজনক উর্বর মনে হল। স্থানে স্থানে পাহাড়ের মাথা পর্যন্ত চৈনিকরা ধাপ রচনা করেছে, আর নীচের জমি এক বিরাট বিলিয়ার্ড টেবিলের মত দেখাচ্ছিল, যেন বৈচিত্র্যময় এক অসমান সবুজ কার্পেট।

ল্যান্‌চাউ-এর কাছাকাছি আমরা পঙ্কিল লাল মাটির শৈল শ্রেণী স্পর্শ করলাম, বাতাস আর নদী সঞ্চালিত এই মাটি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রবাহিত হয়ে সমগ্র উত্তর চীনে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। এই লাল শৈল শ্রেণী শূন্যমার্গ থেকে অবিশ্বাস্যরূপে সুন্দর দেখায়, পশ্চিম দ্বার উন্মুক্ত করতে দৃঢ়সঙ্কল্প জাতির কাছে এ যে কি অতুল সম্পদের প্রতীক, এই দিকে তাকিয়ে কিন্তু সে কথা মনে না এনে থাকা যায় না। সেচ-পরিকল্পনা, বৈদ্যুতিক কারখানা, উর্বর জমি ও গো-চারণ-ভূমি, এমন কি এই অঞ্চলে একটি সম্পূর্ণ শহর বসানো যায়, মনে হল এ দেশের লোকের চেষ্টার অভাবেই তা সংঘটিত হয় না।

চীনে যে-কয় সপ্তাহ ছিলাম তার মধ্যে কতবার যে এই উড্ডয়নের কথা মনে করেছি তা জানি না। প্রথমতঃ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের এই শূণ্যতা দক্ষিণ চীনের অগণিত জন-সমুদ্রের বিস্ময়কর বিপরীত। দ্বিতীয়তঃ যে-সব চৈনিক নেতার সঙ্গে আলাপ করেছি সকলেই উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কথা বলেছিলেন, যানবাহন ব্যবস্থা, সমবায় গোষ্ঠী-গঠন ও আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নয়নের সঙ্গে এই অঞ্চলের বৈভব-দ্বার উন্মুক্ত করা, জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও শান্তি-উত্তরকালে, সুদৃঢ় ও আধুনিক ভাবে জাতি গঠনের বিরাট দায়িত্ব গ্রহণ, এই যুদ্ধে চীনের একান্ত মূলগত অভীপ্সা।

পরিশেষে এই গুরুত্বপূর্ণ কথা উল্লেখযোগ্য যে-তিহওয়া ও ল্যান্‌চাউ এবং মধ্যবর্তী অঞ্চল সমূহ দর্শনে, আমাদের দেশের পশ্চিমাঞ্চল উন্মুক্তিকরণকালের সঙ্গে একটা বিস্ময়কর সৌসাদৃশ্য অনুভূত হ'ল। চেংটু ও চুনকিং-এর জন বহুল পথে যে রকম অমার্জিত ধরণের লোকজন দেখেছি, এ অঞ্চলের লোকগুলিকে তদনুপাতে দীর্ঘাকৃতি ও বিত্তশালী মনে হ'ল। চীনের উপকূলস্থ অর্ধাংশ উচ্চ শ্রেণীর শ্রম শিল্প সংক্রান্ত শহর ও বন্দর, আর অধিকাংশ উর্বর ও উৎকৃষ্ট কৃষিভূমি

আজ জাপ করতলগত, সুতরাং এখন তাদের নিজস্ব পশ্চিম দ্বার উন্মুক্ত করা ভিন্ন আর কোনও উপায় নাই। এই অঞ্চলে যে-সব চীনারা অগ্রনী তাঁদের মধ্যে কিন্তু "আঙুর ফল টক" এই মনোবৃত্তির পরিচয় পেলাম না। পরিবর্তে তারা বড় কথা কয়, কতকটা দম্ভহীনভাবেই কথা বলে, অনেকটা আমার পিতৃদেবের যুগের যুক্তরাষ্ট্রের মত।

ল্যানচাউএ আমি চীনের কতকগুলি শ্রমজীবি সমবায় দর্শন করেছিলাম। এইখানে আমি শান্ত, অকপট ন্যু জিলাণ্ডীয় কর্মী রেউয়া এ্যালীকে দেখেছিলাম, ইনি "Indusco" বা Industrial Co-operative কথাটিকে একটা আন্তর্জাতিক কথায় পরিণত করে, পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে বদ্ধ পরিকর জাতির প্রতীকে রূপায়িত করেছেন। যখন এ্যালির সঙ্গে দেখা হ'ল, তখন তিনি একটু মুশকিলের মধ্যেই ছিলেন, আর আমার মনে হল এই মুস্কিল তাঁর সর্বদা থাকবেই।

তাঁকে, এবং চীনের এই উত্তর পশ্চিম প্রান্তে যে-চৈনিক শ্রমজীবি সমবায় আন্দোলন দেখে এলাম, তদ্বারা আমার মনে এতটুকু সংশয় নেই যে, এশিয়ার হৃদয় দ্বার উন্মুক্ত করে পৃথিবীর অর্থনৈতিক ভূগোলের এক প্রচণ্ড পরিবর্তন সাধন করা হচ্ছে।

জাপানী আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে চীনের সামরিক সংগ্রাম অপেক্ষা যে-অর্থনৈতিক সংগ্রামে চীন এখন বিব্রত আছে সে বিষয়ে আমেরিকায় অল্পই লেখালিখি হয়েছে। কিন্তু আমি যা সব দেখ্‌লাম তাতে এই সংগ্রাম যে অপেক্ষাকৃত কম বীরোচিত নয়, সেই ধারণা আমার হয়েছে। আমরা, আমেরিকানরা যদি সমুদ্রোপকূল থেকে শত্রু কর্তৃক বিতাড়িত হই, তাহলে আমরা আমাদের বিরাট অভ্যন্তর প্রদেশে আশ্রয় নিয়ে সেইখানেই যুদ্ধ চালনার উপযোগী যন্ত্রপাতি ও কারিগর খুঁজে নেব। কিন্তু চীনের বিশাল অভ্যন্তরে এ সব সুবিধা কিছুই নেই। চৈনিকদের কারখানা নিজেদের সঙ্গেই অন্তর্দেশে নিয়ে যেতে

হয়েছে; মালগাড়িতে নয়, মোটর ট্রাকে নয়, এমন কি গরুর গাড়ির সাহায্যেও নয়, মানুষের পিঠে খণ্ড খণ্ড অংশ করে সব ভারী যন্ত্রগুলি বয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে। নদী, বিশাল উপত্যকা ও পর্বতমালা অতিক্রম করতে হয়েছে। সুদূর শৈলাঞ্চলে সেগুলিকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছে, এ সব অঞ্চলে যন্ত্রপাতির আওয়াজ কখনও শোনা যায়নি। অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক যে-সব কারখানা এইভাবে স্থানান্তরিত করা সম্ভব হয়েছিল, সেইগুলিই আজ সহস্রাধিক শ্রম-শিল্পায়তনে পল্লবিত হয়ে উঠেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কারখানাগুলি আকারে ক্ষুদ্র, উৎপাদন ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, কিন্তু নবীন চীনের ভিত্তি গঠনে সকলেই যথাসাধ্য সাহায্য দান করছে।

আমরা, আমেরিকানরা নিঃসংশয়ে আসন্ন বিপদ বুঝতে পারি। নূতন চায়নাকে এইভাবে সুগম করে উন্মুক্ত করা আধুনিক ইতিহাসে শুধু আমাদের দেশের পশ্চিমাঞ্চলকে (West) সুগম করার সঙ্গে তুলনীয়। আমরা এই জনগণের সংগ্রাম জানি। তাদের আকাঙ্খা এবং এর কি পরিণতি হবে তার সংকেত-গর্ভ অর্থ কিছু পরিমাণে আমরা জানি। আধুনিক চীনের নেতৃবর্গের তাঁদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টা আমাদের প্রচেষ্টার অনুরূপ। তাঁদের জনগণের জীবনাদর্শের মান উন্নয়ন করার জন্য তাঁরা একটা শ্রম শিল্পগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করতে চান। অনেক বিশেষজ্ঞের ধারণা যে চীনকে শ্রমশিল্পানুগ করা একবার সুরু হ'লে তা আমাদের দেশের চাইতেও দ্রুতগতিতে অগ্রসর হবে। নবীন চীন পরিণত কারুকলার সাহায্য নিয়ে যাত্রা সুরু করেছে। আমাদের যেখানে লোকোমোটিভ্ বা বাষ্পীয়-যানের মন্থর পরিণতির জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে সেখানে তারা ঘণ্টায় তিনশো মাইল গতিবেগ বিশিষ্ট বিমানের সাহায্য পাবে।

এখনও পর্যন্ত তাদের বিমানও ছিল না, বাষ্পীয় যানও ছিল না।

ল্যানচাউ-এ আমি রুষীয় রাজপথের শেষ প্রান্ত দেখেছি; আধুনিক চীনে যাবার এই একমাত্র স্থলপথ। দীর্ঘ পাঁচ বছরেরও অধিককাল কি ভাবে জাপানের আক্রমণের বিরুদ্ধে চীন বীরত্ব ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছে সেই সব কাহিনীর মধ্যে যাঁরা ব্যবসাদারী অতিরঞ্জণ সন্দেহ করেন, ইচ্ছা হ'ল সেই সব সংশয়াচ্ছন্ন আমেরিকান যেন স্বচক্ষে এই সব দেখে যান!

আল্মা-আটার পূবে সোভিয়েট সীমান্ত অতিক্রম করার পর থেকেই আমরা এই রাজপথের উপর দিয়েই উড়ে এসেছি। আল্মা-আটা এক বিরাট শহর, সাইবেরিয়া, সোভিয়েট সেন্ট্রাল এশিয়া ও স্বয়ং রাশিয়ায় শ্রমশিল্প ও কাঁচা মালের সঙ্গে রেল ও বিমান পথ দ্বারা সংযুক্ত। আলমা-আটা থেকে তিহওয়া, হামি এবং পশ্চিম সীমান্তের কান্‌সু প্রদেশ পর্যন্ত ভারী মোটর ট্রাক্ এই কঙ্কর কঠিন পথে পূর্বপ্রান্তে চলাফেরা করে।

এই বণিক-কটক পথ (Caravan route) হয়ত পৃথিবীর ইতিহাসের প্রাচীনতম পথ, মার্কোপলো একদিন এই পথেই প্রাচীন ক্যাথের পথে ভ্রমণে গিয়েছেন। এই পথের উপর দিয়ে উড়ে আসার সময় পথের উপরিস্থ চলমান ট্রাকগুলিকে একদিকে যেমন বাস্তব মনে হ'ল, তেমনই সেকালের এই রেশম সদৃশ পথের উপর তাদের উপস্থিতি একটু বিসদৃশ দেখাল।

পথটির চৈনিক সীমানস্থ প্রান্তদেশ, যেখানে না আছে গ্যাসোলিন না আছে ট্রাক্, সেই অঞ্চলটি রাজপথের ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের সঙ্গে চমৎকার মানিয়েছে। ট্রাকের পরিবর্তে চীনারা শকট, উট বা কুলীর সাহায্য গ্রহণ করে। সীমান্ত প্রদেশ থেকে কান্‌সুর সীমানা পর্যন্ত যেতে সোভিয়েট মালগাড়ির চার দিন সময় লাগে, ল্যানচাউ যেতে আরো সত্তর দিন লাগে। তবু রেলপথের কাছে পৌছান যায়

না, চীনের জনবহুল অংশ, যেখানে সরবরাহের ভীষন প্রয়োজন, সেই অধিকতর উন্মুক্ত স্থানে যাওয়ার জন্য আদিমকালের কল্পনাতীত যানবাহনের সাহায্যে দিনের পর দিন আরো কিছু দূরে যেতে হবে।

ল্যানচাউএর বাইরে, শহর ও বিমান ক্ষেত্রের মাঝে একটি চৈনিক বণিক-কটককে রাশিয়ার দিকে দীর্ঘ পাড়ি দেবার উদ্যোগ করতে দেখ্‌লাম। ছোট্ট দু' চাকার—অশ্বতর-শকট, চাকাগুলি রবারের, আমার রবার-সচেতন চোখে বিস্ময়কর ঠেক্‌ল। চা, লবণ, আর পশমের বোঝাই নিয়েছে। দীর্ঘ কয়েক মাইল ব্যাপী লম্বা সারে খচ্চরগুলি সহিষ্ণুভাবে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের ধারেই কুলীরা ছাড়বার হুকুমের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। দু'মাস ধরে পশ্চিম দিকে তাদের যেতে হবে, তারপর এই বাণিজ্য দ্রব্যের বিনিময়ে গ্যাসোলিন, বিমানের অংশ বিশেষ, ইঞ্জিন, বারুদ প্রভৃতি যে-সব দ্রব্য সোভিয়েট য়ুনিয়ন এখনও চীনকে ঋণ দিচ্ছি, সেই সব মাল নিয়ে ফিরবে। শুনলাম ঋণের পরিমাণ ইতিমধ্যেই এক বিরাট অঙ্কে পৌছেচে।

জুতার ফিতায় যেন বিরাট ভার ঝোলান হয়েছে, রাস্তাটির এমনই অবস্থা, জুতার ফিতা যদি ছেঁড়ে তা'হলে আমাদের সকলের পক্ষেই তা ক্ষতিকর হবে। এই রাস্তার উপর দিয়ে কি পরিমাণ যানবাহন গমনাগমন করে তার কোনও সরকারী বিবরণ সংগ্রহ করতে পারিনি। তবে ল্যানচাউএর আমেরিকানরা অনুমান করলেন এই ১৮০০ মাইল ব্যাপী রাজপথ ধরে প্রতিমাসে চীনে ২০০০ টন মাল পৌছায়। যে বর্মা রোড জাপানীরা বিচ্ছিন্ন করেছে তদনুপাতে এই পথের বহন ক্ষমতা অত্যন্ত কম। কিন্তু মার্কিণ বিমানের সাহায্যে ভারতবর্ষ থেকে হিমালয়ের উপর দিয়ে যেভাবে মাল পাঠান হয় ও চীনের সমগ্র রণাঙ্গন থেকে যে মাল গোপনে আমদানী করা যায় তা ছাড়া বহির্পৃথিবীর সংগে চীনের এই একমাত্র যোগাযোগ পথ।

পীত নদী বা ইয়োলো রিভারের কাছেই ল্যানচাউ শহর, এর উৎস-মুখ তাংকুয়াংএর অনেকটা নিকটে, পরে এইখান থেকেই দু এক সপ্তাহ আমরা জাপানী শিবির সন্নিবেশ দেখেছিলাম। আনুমানিক প্রায় অর্ধ মিলিয়ন বা পাঁচ লাখ লোকের শহর, রেলপথ নেই, পাঁচ বছরের অধিক বয়স্ক কোনও উল্লেখযোগ্য ফ্যাক্টরী নেই, কিন্তু বিরাট সম্ভাবনা আছে। কান্সু প্রদেশ, যে প্রদেশের রাজধানী এই ল্যানচাউ, প্রচুর সম্ভাবনাময় উর্বর দেশ। এই ল্যানচাউ-এ, জেনারেল চু তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে পরিচিত করবার জন্য আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিছ্‌লেন। আমরা, শহর থেকে একটা পাহাড়ের উপর উঠ্‌লাম, এখান থেকে শহর এবং সুদূরস্থ নদী দেখা যায়। পর্বতের চূড়ার কাছে একটি চৈনিক মন্দির আছে, এই স্থানটি চীনের পাঁচটি উত্তর-পশ্চিমস্থ প্রদেশ, সেন্সী, কান্সু, নিন্‌ঘসিয়া, চিংহাই, এবং সিনকিয়াং-এর সামরিক অনুজ্ঞার হেড-কোয়াটার্স হিসাবে ব্যবহৃত হয়। জেনারেল এবং মিসেস চু'র সঙ্গে বসে এইখানে আমি চা পান কর্‌লাম। জেনারেলের কর্মকক্ষের বাইরে এক বারান্দা থেকে মন্দিরের টাইলাবৃত ছাদগুলির ওপর লক্ষ্য পড়ে' যে নদীর দু হাজার বৎসরাধিক সেচ ব্যবস্থা কান্সুকে উর্বর করে রেখেছে, সেই নদী দেখা গেল। অফিস্যরস' মরাল এণ্ডেভার এ্যাসোসিয়েসন হোষ্টেলে সেই রাত্রির মত আমরা অবস্থান করেছিলাম, সেইখানেই কান্সুর গভর্ণর, কু চেঙ্গ-লুন অফ কান্সু আর একটি ভোজ দিলেন। আমার আপ্যায়নকারী ব্যতীত আরো বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এই প্রদেশের অরণ্য সম্পদ, কৃষি এবং জল-সরবরাহ সমস্যা সম্পর্কে তাঁরা আলোচনা কর্‌লেন, অনভিজ্ঞ শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির কথাও হ'ল, একটি কম্বলের কারখানা সমেত এরই কয়েকটি পরদিন প্রাতে আমি দেখেছিলাম।

তখনও চীনের সমরকালীন রাজধানী চুন্‌কিং কয়েকদিনের পথ, কিন্তু ইতিমধ্যেই কিভাবে এই আশ্চর্য জাতি—জাপানকে হটাবার শক্তি সঞ্চয় করেছে তা অনুভব কর্‌লাম।

স্বাধীন চীন কিসের জোরে লড়ে

ল্যানচাউ থেকে চেংটুর দিকে দক্ষিণে পাড়ি দিলাম, তারপর আরো উপরে পর্বতের ভিতর রাজধানী চুন্‌কিং-এ উড়ে গেলাম। চীন থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে উত্তরদিকে সিয়ানে উড়ে গিয়েছিলাম, তারপর আবার চেংটুতে ফিরে উত্তর চীন ও সাইবেরিয়ার পথে দীর্ঘ পাড়িতে গোবী অতিক্রম করেছিলাম। জেক্‌ওয়ান বা য়ুনাণ অঞ্চলে মার্কিন সামরিক হেডকোয়াটার্স দেখার জন্য কয়েকটি স্বল্প-দূরগামী পাড়ি দিয়েছিলাম, এক জাপানী বোমার আঘাত ব্যতীত, যে অঞ্চল এখনও জাপানীর স্পর্শমুক্ত আছে—স্বাধীন চীনের সেই অংশের অনেকখানিই আমার ঘোরা হ'ল।

এই রকম দশটি প্রদেশ আছে, উত্তর-পশ্চিমে পাঁচটি ও দক্ষিণ-পশ্চিমে পাঁচটি। ভবিষ্যৎ চীনের রূপ উত্তর পশ্চিমে দেখ্‌লাম। আর দক্ষিণ-পশ্চিমে বিশেষতঃ জেক্‌ওয়ান প্রদেশ, চেংটু ও চুন্‌কিং-এ চীনের বর্তমান প্রকৃতি বিশেষভাবে দেখা গেল।

এখানে দেশ নয়, জনগণই মনে গভীর ভাবে রেখাপাত করে। এদেশের অক্ষয় জন-বৈভব সম্পর্কে ধারণা করা খুবই কঠিন। যাঁরা চীনকে জানেন, কিন্তু জাপানের চীন বিজয়ের প্রচেষ্টার প্রারম্ভ কাল ১৯৩৭-এর পর আর চীন দেখেননি, তাঁরা বলেন চীনের বীর্যবত্তা, বিত্তশীলতা, স্বাধীনতার জন্য—শৌর্য ও ন্যায়নিষ্ঠা, তাঁদের কাছে ইন্দ্রজালের মত মনে হয়।

চীনের কাপড়ের কল, বারুদের কারখানা, মৃৎশিল্পের কারখানা,

সিমেণ্টের কল প্রভৃতি দর্শন করে এবং সেই সব কারখানার কর্মাধক্ষ্য ও শ্রমিকের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপ করে, আধুনিক কলা-কৌশলের দক্ষতায় চীনের সংযোজনীয়তা ও নিপুণতার আমি প্রকৃতই মর্মগ্রহণ করতে পারলাম। চীনের অধ্যাপক ও বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করে, চীনের জাগরণ সম্বন্ধে সাধারণতঃ যা শোনা যায় তার প্রকৃত রূপ যেন প্রত্যক্ষ দেখা গেল। অতীতকে মুছে ফেলে, একদা যে শিক্ষাব্যবস্থা শুধু মুষ্টিমেয় লোকের পক্ষে সহজলভ্য ছিল আজ তা জনসাধারণের মধ্যে পরিব্যপ্ত করার অদম্য প্রেরণা আধুনিক চীনের জনগণের মধ্যে এঁরাই এনেছেন। ১০০,০০০,০০০ চীনা আজ শিক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ শিক্ষা শুধু নিছক পাণ্ডিত্যের হিসাবে পরিমিত হয়না। চৈনিক পণ্ডিতরা চীনের মূল্যবান বিদ্যাবত্তা আধুনিক জীবনের সমস্যা সমাধানে ব্যবহার করেন। এখন আর তারা শুধু ভিক্ষুসংঘের সন্ধানে বেড়ায় না; যে সমাজ ও রাষ্ট্রের তারা অধিবাসী তার সেবার জন্য তাদের মধ্যে এখন রীতিমত প্রতিযোগীতা।

চেংটুতে আটটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বাধক্ষ্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হ'ল, তাঁদের বহু প্রশ্ন করলাম। এর মধ্যে দুটির শিক্ষাবিভাগ জাপ-অধিকৃত অঞ্চল থেকে পালিয়ে এসে এখানকার দুটি সাশ্রম (residential) বিশ্ববিদ্যালয়ের সহায়তা গ্রহণ করেছেন। সেখানে পর্যায়ক্রমে পড়াশোনা চলে, তার ফলে বিশ্ববিদ্যালয় ভবন, পাঠাগার ও বীক্ষণাগার দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই উন্মুক্ত রাখতে হয়।

একদিন প্রত্যুষে এইসব বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দশ হাজার ছাত্রের এক সভায় যে বক্তৃতা করেছিলাম সে দিনটির কথা ও স্বাধীনতার উল্লেখ মাত্রেই তাদের কণ্ঠোচ্চারিত উল্লাসধ্বনি আমি কোনোদিন ভুলতে পারবো না। সমগ্র চীনে আমি যাদের সঙ্গে আলাপ করেছি তাঁদের অনেকেই চৈনিক কৃষক ও কুলীদের শিশুগণের জন্য ছোটখাট

বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তাদের ইতিহাসে শিক্ষালাভের সুযোগ এই প্রথম।

আজ যা স্বাধীন চীন—দশ বছর আগে সেখানে একশত সংবাদপত্র ছিল, আজ সে জায়গায় এক হাজার সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। প্রায় সকল বড় বড় শহরে এক বা ততোধিক সংবাদপত্র আছে, সেইসব সংবাদপত্রের যে সব সম্পাদকীয় আমাকে অনুবাদ করে শোনান হ'ল তা রীতিমত জোরালো ও তীক্ষ্ণ। চাইনিজ্ সেণ্ট্রাল নিউজ সার্ভিসের সংবাদ সংগ্রহ ও বিতরণের ভঙ্গী আমাদের দেশের সংবাদবাহী প্রতিষ্ঠানগুলি ও ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠান রয়টারের সঙ্গে তুলনীয়।

অপরাহ্ণ শেষে আমি চুন্কিং-এ শহর থেকে কয়েক মাইল দূরবর্তী এক বিমানক্ষেত্রে অবতরণ করলাম। আমাদের মোটরগুলি শহরে পৌঁছিবার বহু পূর্ব থেকে রাস্তার দুধারে বহুলোক সার বেঁধে দাঁড়িয়েছিলেন। শহরের মধ্যভাগে পৌঁছিবার পূর্বেই দেখি রাস্তার ধার থেকে দোকানঘরগুলির সাম্নে পর্যন্ত লোকের ভীড়ে বোঝাই। নর-নারী, তরুণ বালক-বালিকা, শশ্রু বিশিষ্ট বৃদ্ধ ভদ্রলোক, ফেডোরা হ্যাট মাথায় চৈনিক, কারো মাথায় স্কালক্যাপ্, কুলী, মুটে, ছাত্র, সন্তান বক্ষে জননী, কেউ সুসজ্জিত ও কারো মলিনবেশ—এগার মাইল পথ ধরে তাঁরা সার বেঁধে দাঁড়িয়েছিলেন, আমাদের জন্য নির্দিষ্ট অতিথিশালার পথে আমাদের মোটর কার ধীরে ধীরে চল্ল। ইয়াংসি নদীর অপর পার্শ্বেও তাঁরা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগ্লেন। চুনকিং-এর সকল পর্বতে, (পৃথিবীর মধ্যে বোধকরি সর্বাধিক পর্বতবহুল দেশ চুন্কিং)—প্রতীক্ষমান জনগণ দাঁড়িয়ে, মধুর হাস্যে উল্লাসধ্বনি করে ও কাগজের মার্কিন ও চৈনিক পতাকা উড়িয়ে আমাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেণ্ট্ পদের প্রার্থী যিনিই হয়েছেন জনতায় তিনি

অভ্যস্ত। কিন্তু সে জনতা এ জাতীয় জনতা নয়। আমার মন থেকে এসব মুছে ফেলার চেষ্টা করেও আমি পারিনি। যে সব কাগজের পতাকা আন্দোলিত হয়েছিল তা সবই সমান আকৃতির; চুনকিং-এর কল্পনাবিলাসী ও অতিথিপরায়ণ মেয়র ডাঃ কে, সি, য়ু এই জন সমাবেশের আয়োজন করেছিলেন বোঝা গেল। স্পষ্টই বোঝা গেল, এই নগ্নপদ, বা অর্ধছিন্ন পরিচ্ছদ ভূষিত জনগণের অনেকেরই—আমি কে বা কেন সেখানে গিয়াছি, সে বিষয়ে কোনও স্পষ্ট ধারণা ছিলনা। প্রায় প্রতি পথের বাঁকেই আতস-বাজি বিস্ফারিত হচ্ছিল, বুঝলাম এ সবা প্রাচীন চৈনিক ভাবাবেগ।

এ সবঁ তুচ্ছ বিবেচনা করার জন্য যতই কেন চেষ্টা করিনা এই দৃশ্য আমাকে গভীরভাবে ব্যাকুল করেছিল। এই সব মুখে কৃত্রিমতা বা নকল কিছুই ছিলনা।

আমার মধ্যে, তাঁরা পেয়েছিলেন আমেরিকার এক প্রতিনিধি ও বন্ধুত্ব, আসন্ন সাহায্যের আশ্বাস। শুভেচ্ছার এক সমবেত সমাবেশ। চীনের সর্ব শ্রেষ্ঠ জাতীয় সম্পদ জনগণ, ভাবাবেগের সরল সামর্থ্যের এ এক হৃদয়গ্রাহী চিত্র।

সুদূর উত্তর-পশ্চিমে, ল্যান্‌চাউ-এ এই ধরণের ভীড়, (আকারে অবশ্য অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র,) আমি পূর্বেও দেখেছি। পরে, সেনসী প্রদেশের রাজধানী সিয়ানে অধিকতর হৃদয়গ্রাহী আর একটি সমাবেশ দেখেছি, বৃষ্টিতেও সেখানে তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেছে। আমার হৃদয় গভীরভাবে স্পর্শ করতে তারা কোথাও বিফল হয় নি। এই ধরণের স্বল্পকাল স্থায়ী ভ্রমণে, যে-সম্পর্কের সাহায্যে সাধারণতঃ বিদেশীর ভাবাদর্শ ও মনোভংগী বোঝা যায়, চীনের মত বিরাট দেশে, ইচ্ছামত বহু জনের সঙ্গে সে ধরণের ঘনিষ্ঠ ও ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করা সম্ভব নয়। কিন্তু চৈনিক জনগণের এই জনতা আমার মনে যে নিশ্চিত ও

চিরস্থায়ী অনুভূতি এনেছে, চীনের উপরি ভাগ দেখে আমার যে ধারণা হয়েছে, এবং তা পরে এমনভাবে সমর্থিত হয়েছে. যে এই সহস্র মুখের ভাষার ভুল অর্থ কেউ কর্‌তে পারবে না।

যে সব চৈনিকদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল তাঁরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয়। তাঁদের কয়েকজনের সম্বন্ধে আমি পরে স-প্রশংস বর্ণনা কর্‌ব। কিন্তু চীনের অজ্ঞাত জনগণের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের ভাষা আমার নেই।

তাদের মধ্যে একজন, যাঁকে আমার কখনও দেখার সুযোগ হয় নি আমি যখন চীনে ছিলাম আমাকে একটি চিঠি দিয়েছিলেন। তিনি একজন ছাত্র, চিঠির নীচে তাঁর ছবি এঁটে দিয়েছিলেন। অভিধানে যে ছাত্রের বিশেষ দখল আছে, ও যাঁর আত্ম-বিশ্বাস আছে তাঁর চিঠির ইংরাজী ভাষা সেই জাতের। তিনি লিখেছেন :—

প্রিয় মিঃ ওয়েণ্ডেল উইল্‌কী,

আপনাকে জানাচ্ছি সম্মিলিত রাষ্ট্র সমূহের মধ্যে চীন অন্যতম সাহসী ও বিশেষ বিশ্বস্ত রাষ্ট্র, প্রভুত ক্লেশে ও দুর্দশার ভিতর চীন কখনও নিরুৎসাহ হয়নি বা মত পরিবর্তন করেনি; কারণ আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে আমরা সত্তা ও স্বাধীনতার পবিত্র উদ্দেশ্যে সংগ্রাম কর্‌ছি, আর বিশ্বাস করি যে সম্মুখে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎঅপেক্ষমান। যে-বিজয় কামনার ব্যথা ও বেদনায় আমরা ব্যাকুল, বিধাতা আমাদের সে মনোবাসনাপূর্ণ কর্‌বেন।"

যুদ্ধোত্তরকালে শান্তি পরিকল্পনার একটি খসড়া তিনি পাঠিয়েছিলেন, খসড়াটি চমকপ্রদ। কিন্তু চীনের যেখানে গেছি সর্বত্র যেমন জনতা দেখেছি, তেমনি এই চিঠির ভংগীটুকু আমার অন্তর স্পর্শ করেছে। তিনি প্রস্তাব করেছিলেন যুদ্ধের পর স্মারক নির্মান করে জন সাধারণের মনে যুদ্ধের প্রতি আসক্তি নয় ঘৃণা জাগিয়ে তুল্‌তে হবে,

তিনি আরো প্রস্তাব করেছিলেন যে এই যুদ্ধের শেষ দিনটিতে পৃথিবী ব্যাপী আহুতি দানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং দিনটির নাম হবে "শান্তি, স্বাধীনতা ও আনন্দের দিন।" তাঁর পরিকল্পিত অন্যান্য প্রস্তাবাবলীর মধ্যে একটি ছিল "মানব-জাতির মধ্যে পারস্পরিক স্নেহের সম্পর্ক বৃদ্ধি করা।" আর একটি প্রস্তাব ছিল "প্রত্যেক জাতির একটা শান্তি তহবিল" প্রতিষ্ঠা করে তদ্বারা বৈজ্ঞানিক বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করবেন। তিনি লিখেছিলেন যে কেবল মাত্র বিজ্ঞানের সহায়তায় মানব-জাতির যন্ত্রণার উপশম হতে পারে। মানব-জাতির জীবনাদর্শের মাপ কাঠি আরো উন্নত করে দিন, আর সকল মানুষকে যেন প্রকৃতির সঙ্গেই সংগ্রাম করতে হয়, মানব-জাতির বিরুদ্ধে নয়।"

এই যুদ্ধে আমাদের পক্ষে আর কোনও দেশ নেই যে-দেশ চীনের মত একটি মাত্র লোকের ব্যক্তিত্ব ও প্রভাবে পরিচালিত। এই ব্যক্তিটির নাম চিয়াং কাইসেক। চীনের সর্বত্রই তিনি অবশ্য "জেনারেলিসিমো" এই নামে উল্লিখিত হন, অনেক সময় প্রীতিভরে দীর্ঘ কথাটি হ্রস্ব করে শুধু "জি সি মো" বলা হয়।

জেনারেলিসিমোর সঙ্গে আমার অনেকবার দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে, এমন কি শুধুমাত্র মাদাম চিয়াং-এর সঙ্গে পারিবারিক প্রাতঃরাশ গ্রহণ ও অন্যান্য ভোজনও সমাধা করেছি।

একদিন অপরাহ্ন শেষে ইয়াংসী নদীর উত্তুঙ্গ তীরে অবস্থিত চিয়াংএর পল্লীভবনে গেলাম। হোলি টং আমাদের সঙ্গে ছিলেন। সমুখ থেকে বাড়িটি সাধারণাকৃতি, প্রকাণ্ড দেউড়িতে বসে চুন্‌কিং-এর পাহাড় দেখা যায়। নীচে নদীতে অসংখ্য দেশীয় নৌকা ভাঁটার দ্রুততরঙ্গে প্রবাহিত হয়ে, চৈনিক কিষাণ ও তার উৎপন্ন দ্রব্যাদি নিয়ে বাজারের দিকে চলেছে। চুন্‌কিং-এ সেদিন বেশ গরম, তবে মধুর

বাতাস বইছিল। মাদাম চিয়াং আমাদের চা পরিবেশন করছিলেন, আর জেনারেলিসিমো ও আমি কথা কইতে লাগ্‌লাম, মাদাম ও "হোলি" পর্যায়ক্রমে দো-ভাষীর কাজ করলেন।

আমরা অতীতের কথা, এবং চিয়াং-এর পরিচালনাধীনে চীনকে সম্পূর্ণভাবে কৃষি প্রধান দেশ থেকে শ্রম-শিল্পীর দেশে পরিণত করবার লক্ষ্য সম্পর্কে আলোচনা করলাম। ব্যাপকভাবে ছোট ছোট কল-কারখানার প্রতিষ্ঠা দ্বারা, পাশ্চাত্য প্রথায় শিল্পীয় উন্নয়নের ফলে দেশে যে-বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা তা পরিহার করে এই পরিবর্তনে যথাসম্ভব প্রাচীন ঐতিহ্য রাখ্‌তে তিনি ইচ্ছুক। সংযুক্ত কৃষি ও শিল্পীয় সমাজ সম্পর্কে এই সাধারণতন্ত্রের জনক ডাঃ সানের শিক্ষানু-সারে তিনি পথের সন্ধান পাবেন এই তাঁর ধারণা। কিন্তু পশ্চিমের লোকের কাছ থেকে দু'চার কথা তিনি জানতে চান, আমাকেও তিনি বহু প্রশ্ন করলেন। আমি তাঁকে বোঝালাম যে ব্যাপক উৎপাদনের ফলে যে-জাতীয় সামাজিক সমস্যার আশঙ্কা তিনি করেন, আমেরিকায় সে সমস্যার উদ্ভব হয় নি, প্রধানতঃ শক্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ও ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধির বাসনা থেকেই এই জাতীয় সমস্যার সৃষ্টি হয়। অংশতঃ অবশ্য অর্থনৈতিক প্রয়োজনেই এই জাতীয় সমস্যার উদ্ভব হয়, ব্যাপক উৎপাদন বিশেষভাবে ব্যয় হ্রাস করে।

আমি তাঁকে মোটরকারের নমুনা দিলাম, চীনের রাজপথগুলির জন্য অল্প ব্যয়ে তিনি চীনে মোটরকার উৎপাদন করতে ইচ্ছুক। আমি তাঁকে বুঝিয়ে দিলাম যে ছোট্ট-কারখানায় মোটরকার উৎপাদন করলে, তার দাম বৈজ্ঞানিক প্রথায় বিরাট কারখানায় সম্মিলিত-ভাবে উৎপন্ন মোটর-কারের পাঁচ গুন বেশী দাঁড়াবে। উচ্চতর জীবন যাত্রায় যাঁরা অভ্যস্ত তাঁদের উপযোগী দ্রব্যাদি জনসাধারণের আয়ত্তাধীন মূল্যে বিশেষভাবে ক্ষুদ্র কারখানায় উৎপাদনের চেষ্টা করা অসম্ভব। প্রত্যেক চিন্তাশীল

আমেরিকান জানেন যে বহু ক্ষেত্রে আমরা বিরাট আমেরিকান শিল্প সমবায় বৃথাই গঠন করেছি। আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণের জন্য ক্ষুদ্র শিল্প-প্রচেষ্টাকে যথাসাধ্য উৎসাহ প্রদান করিব। কিন্তু কতকগুলি শিল্প-দ্রব্য উৎপাদনে, আমাদের জীবন যাত্রার আদর্শ অব্যহত রাখার জন্য, ব্যাপক উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা আছে। আমি তাঁকে বলেছিলাম, একটি কারখানার অভ্যন্তরে সহস্র শ্রমিকের সম্মিলনের ফলে যে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং প্রায় অ-গণতান্ত্রিক অব্যবস্থার উদ্ভব হতে পারে ও আপেক্ষিক ফল স্বরূপ সকলেরই এক-যোগে কর্মহীন হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান, তা আমরা স্বীকার করি। এই পদ্ধতির ফলে আমাদের জনসাধারণের একটা বিরাট অংশকে যে স্থায়ী কর্মচারী-শ্রেণীভুক্ত করে স্তরীকরণ করা হয়েছে এবং ব্যক্তি-বিশেষকে নিজস্ব ব্যবসার মালিকত্ব থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে তার জন্য আমরা অনুতপ্ত। আমি জেনারেলিসিমোকে আরো বল্লাম যে সকল প্রশ্নের জবাব আমরা আজো খুঁজে পাইনি। কিন্তু আমরা জানি যে বিরাট সংস্থাকে (Unit) অনিপুণ ক্ষুদ্র অংশে বিচ্ছিন্ন করলেই এ সমস্যার সমাধান হবেনা।

পশ্চিম পৃথিবী অপেক্ষা তাঁর আরো নিকটে রাশিয়ায় যে কম্যুনিষ্ট মতবাদের পরীক্ষা চলেছে সে কথা আমি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলাম কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যাপক উৎপাদন ব্যবস্থাই এদের সাফল্যের অন্যতম কারন।

তিনি বল্লেন বিরাট সংস্থাগুলির কিছু ভাগ সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে রেখে কিছু ব্যক্তিগত মূলধনের হাতে ছেড়ে দিলে হয়ত এই সমস্যার সমাধান হতে পারে।

কয়েক ঘণ্টা ধরে আলোচনা চলল। তারপর মাদাম চিয়াং যিনি আমাদের দোভাষীর কাজ করছিলেন, মধুর অথচ স্ত্রীলোকোচিত

দৃঢ়তার সঙ্গে বল্লেন—"দশটা বাজল, আপনারা কিছুই খান্ নি, চলুন এখন শহরে ফিরে যা হয় কিছু খাওয়া যাক্। এ সব কথা আর এক সময় শেষ করা যাবে।"

অন্য সময়ে আমরা এ বিষয়ে ও অন্য বিষয়ে আরো আলোচনা করেছি। ভারতবর্ষ, সমগ্র প্রাচ্য, তার আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দেশ্য, বিশ্বজনীন ব্যবস্থায় কি ভাবে তা মানাবে, সামরিক কৌশল, জাপান ও তার বৈভব, পার্ল হার্বার ও সিঙ্গাপুরের পতন ও প্রাচ্যে পাশ্চাত্য দেশ সম্পর্কে তজ্জনিত মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি বহু বিষয়ে আলোচনা হ'ল। মধ্যপ্রাচ্য, রাশিয়া ও এখন চীনে অত্যুগ্র ও উন্মাদনাময় জাতীয়তার যে-ক্রমবর্ধমান প্রাণ-চঞ্চলতা লক্ষ্য করেছি, এবং এই চাঞ্চল্য কিভাবে পৃথিবীব্যাপী সহযোগীতা অচল করে দিতে পারে, সে বিষয়ে কথা হল। রাশিয়া ও চীনের অন্তর্গত কম্যুনিষ্টদের সহিত চিয়াং-এর সম্পর্ক, গ্রেটব্রিটেন ও প্রাচ্য দেশগুলি সম্পর্কে তার আচরণ, ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট, উইনষ্টন চার্চিল আর জোসেফ্ ষ্ট্যালিন, সকলের কথাই হ'ল।

প্রকৃত পক্ষে যে ছয় দিন আমি জেনারেলিসিমোর সঙ্গে ছিলাম তা আলোচনাতেই কেটেছে।

জেনারেলিসিমো সম্বন্ধে আমার নিজস্ব বক্তব্য না লিখে চীনের সম্বন্ধে কোনো কাহিনী রচনা করাই আমার পক্ষে সম্ভব নয়, মানুষ এবং নেতা হিসাবে তিনি তাঁর উপকথা সুলভ খ্যাতির চাইতেও মহত্তর। আশ্চর্য রকম ঠাণ্ডা প্রকৃতির ও মিঠে কথার মানুষ। সামরিক উর্দি যখন পরেন না তখন চৈনিক পরিচ্ছদ ব্যবহার করেন, সেইকালে রাজনৈতিক নেতার চাইতে, তাঁকে অনেকটা ধর্মযাজক পণ্ডিতের মত দেখায়। স্বভাবতঃই তিনি সুদক্ষ শ্রোতা, অপর ব্যক্তির জ্ঞানভাণ্ডার

আহরণে তিনি অভ্যস্ত। আপনার মতের সমর্থনে তিনি শুধু মাথা নেড়ে বলবেন, ধারাবাহিক ছোট্ট ই য়া-ই য়া। সাধুবাদের এ এক সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি, এতদ্বারা যার সঙ্গে তিনি কথা বলেন তাঁকে নিরস্ত্রীকরণ করা সম্ভব হয়, চ্যাং-এর স্বপক্ষেই তিনি কিছু পরিমাণে ভিড়ে যান।

শোনা গেল জেনারেলিসিমো প্রত্যহ কিছু সময় প্রার্থনা ও বাইবেল পাঠে ব্যয় করেন। এতদ্বারা, কিংবা কোনও বাল্যকালীন প্রভাব জেনারেলকে মননশীল করে তুলেছে, ঠাণ্ডা ভঙ্গী, আর মাঝে মাঝে যেন মনে হয় তিনি স-রবে চিন্তা করেন। নিঃসন্দেহে তিনি ন্যায়নিষ্ঠ আর তাঁর মর্যাদাজ্ঞান ও ব্যক্তিগত অনুদ্বিগ্নমনতা, তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে গুরুত্বদান করেছে।

জেনারেলিসিমো কঠিন পথে শক্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, আর তার জন্য তিনি গর্বিত। বিশ বছরেরও অধিককাল ধরে জাতির অভ্যুদয়ের কঠিনতম সমস্যা তাঁর পরিচিত। হয়ত এই কারণেই, যে অসাধারণ পরিবারে তিনি বিবাহ করেছেন ও তাঁর সংগ্রামের প্রথম যুগের সহযোগীদের প্রতি তাঁর আনুগত্য অবিচ্ছেদ্য, আর কতকাংশে অযৌক্তিক। এর কোনও প্রমাণ দিতে পারব না, তবে খুব স্বল্পকাল চুন্‌কিং-এ থাকার পর যে কোনো ব্যক্তির পক্ষে বোঝা কঠিন হবে না যে এই সাধারণতন্ত্রের অপেক্ষাকৃত তারুণ্য সত্ত্বেও একটা নিজস্ব "*old-school-tie*"-এর সৃষ্টি হয়েছে, স্বংক্রিয়ভাবেই সেই ব্যবস্থায় উচ্চপদে কয়েকজন নিজস্ব লোক রয়েছেন। এই "*old-school-tie*" এর প্রধান ধারকগণ, জেনারেলিসিমো যে-কালে চীনের সমর নায়কদের সঙ্গে সংগ্রাম করেছিলেন সেইকালের সহকর্মী, আর চীনের সৌভাগ্য যে তাঁরা আজো বার্ধক্য কবলিত হন নি।

চুনকিং-এ যেসব নেতাদের দেখেছি তাঁদের মধ্যে যথেষ্ট যোগ্যতার অভাব আছে এ কথা আমি বল্‌তে চাই না; তাঁরা সবাই

সুযোগ্য ব্যক্তি। কিন্তু পাশ্চাত্য ধারানুযায়ী তাঁদের নেতৃত্বের প্রকৃতি সর্বত্র প্রতিনিধিত্বমূলক নয়। চীনের গণতান্ত্রিক ধারণার সঙ্গে যেমন আমাদের গণতন্ত্রের পার্থক্য আছে, তেমনই নেতাদের জীবনের আদর্শেও প্রভেদ আছে। কুয়োমিনটং বা যে দল চীনের বর্তমান শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করেন, চীনের স্বায়ত্তশাসন বিবর্ধন পরিকল্পনায় তাঁরা একটি "অভিভাবকত্বের কাল" স্থির করেছেন। স্বদেশবাসীদের সম্পূর্ণ গণতন্ত্রোপযোগী উত্তম নাগরিক হিসাবে গঠনকল্পে, জীবন-যাপন ও চিন্তাধারা সম্পর্কে তাঁদের নূতন অভ্যাস শিক্ষা দেওয়া হয়। ভবিষ্যৎকালে এদের নির্বাচনী ক্ষমতা প্রদান করা হবে।

এই অভিভাবকত্বের কালে, অনিবার্য কারণে চীনের নেতাদের প্রভূত শিক্ষা দীক্ষা থাকার প্রয়োজন, বৈদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বা সামরিক ও রাজনৈতিক শিক্ষায় তাঁরা শিক্ষিত বটে, তবে জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি নয়। সুতরাং এইভাবেই চলে।

চৈনিক জীবন ধারার ওপর চুন্‌কিংএ কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ নীতি অনুসৃত হয় সেই বিষয়ে বিশেষভাবে বৈদেশিক মহলে এমন কি চীনের প্রতি যাঁরা সহানুভূতি সম্পন্ন, তাঁদের মনেও যে সংশয় ও অসহিষ্ণুতার ভাব জেগেছে, এই তার অন্যতম এবং প্রধানতম হেতু।

আমার প্রশ্নাবলীর জবাবের জন্য ও চৈনিক সমর প্রচেষ্টা প্রদর্শনের জন্য চীন তার কয়েকটি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছেন তাঁদের সকলের নামোল্লেখ করা অসম্ভব।

সমর সচিব জেনারেল হো ইং-চীন, চুন্‌কিং-এর এক পর্বত শিখরস্থ তাঁর গৃহে আমাকে মধ্যাহ্ন ভোজে আপ্যায়িত করলেন, নীচে নদী দেখা যায়। আমি তারপর তাঁর সঙ্গে, লেফ্‌টেন্যাণ্ট্ জেনারেল জোসেফ, ডব্লু, ষ্টিল্‌ওয়েল, এড্‌মিরাল চেন্ সাও-কন্ ও চৈনিক সৈন্যদলের

অন্যান্য অফিসারদের সঙ্গে আলাপ করলাম। পরে কিয়াংসী ত্রিশাসকদের অন্যতম, জেনারেল পাই চুয়াং-সীর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হ'ল।

প্রেসিডেণ্ট লীন সেন তাঁর সরকারী বসতবাটিতে আমাকে লৌকিকভাবে আপ্যায়িত করলেন। য়ুনান প্রদেশের পরিচালকদের ভাইস প্রেসিডেণ্ট ডাঃ এইচ, এইচ, কুং তাঁর বাড়ির লনে এক রাজকীয় ডিনার দিলেন, চুন্‌কিংএ এইটিই সর্বশ্রেষ্ঠ ভোজ। শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ চেন লাই-ফু, অর্থনীতি-সচিব ডাঃ ওং ওয়েন-হো ও তৎকালীন খবরাখবর বিভাগীয় সচিব ডাঃ ওয়াং সী-চে প্রভৃতি সকলেই চীন কি ভাবে এই সংকটের সম্মুখীন হয়েছে তা বোঝাবার জন্য উদারভাবে সময় ও সাহায্য প্রদান করেছেন।

চুন্‌কিং-এর মধ্যভাগে ন্যাশনাল মিলিটারি কাউন্সিলের বিরাট হলে স্বয়ং জেনারেলিসিমোর অধিনায়কত্বে একটি ভোজ সভা অনুষ্ঠিত হয়, গত বৎসর এই জায়গাটিতে বোমা বর্ষিত হয়েছিল, এর মধ্যেই আবার পুনর্নির্মিত হয়েছে। পৃথিবীতে যত ডিনার সভায় যোগ দিয়েছি তার ভিতর এইটির আবেদন সর্বাধিক। উচ্চতর সমাজে, ইদানীংকালে যে-প্রয়োজনীয় ত্যাগ স্বীকার লোকে আশাকরে, সেই সারল্য ও আড়ম্বর হীনতার সঙ্গে এই ভোজসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রাচীন চীনের বাদ্যযন্ত্রাদির সাহায্যে সঙ্গীতবিদ্‌গণ আনন্দ দান করলেন, অধিকাংশ যন্ত্রই আবার একতারা জাতীয় ও আকৃতি ও গঠনে সবগুলিই বিসদৃশ। কিন্তু গানগুলি প্রাচীন চৈনিক লোক সঙ্গীত, সুরগুলিও মধুর।

এই ভোজসভায় একটি ঘটনা ঘটেছিল, আমার সঙ্গীরা আজো সেকথা সানন্দে স্মরণ করেন। পরীক্ষাস্বরূপ ক্ষীরাপ্লুত হাঙ্গরের জিহ্বার আস্বাদ গ্রহণের ফলে মিকে কাওয়েলস্ পূর্বদিন পীড়িত ছিলেন। সেই কারণে ভোজসভায় Desert হিসাবে যথারীতি ভ্যানিলা আইস্

ক্রীমের উপস্থিতি দেখে তিনি বিশেষভাবে প্রীত হলেন। চুনকিং-এর মেয়রের কাছে কাওয়েলস্ আনন্দ প্রকাশ করতে মেয়র বল্লেন :

"এপ্রিল মাসে স্বাস্থ্য বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের আশঙ্কা হ'ল চীন একটা সংক্রামক কলেরায় পরিব্যাপ্ত হবে। কলেরা-প্রতিষেধক কোনো সিরম নেই। আর যেহেতু দুধের সাহায্যেই কলেরা প্রসারিত হয়, সেই কারণে আইসক্রীম কারো দ্বারা পরিবেশিত হলে তাকে ফৌজদারী সোপর্দ করা হবে এই মর্মে একটা ম্যুন্সিপালী অর্ডিনানস্ সৃষ্টি করা হ'ল।

"মিঃ উইল্কী চুনকিং-এ আসায় আমরা এমনই প্রীত হয়েছি, আর 'আইস্ক্রীম' একটি সুন্দর খাদ্য, তাই আজ রাত্রে আপনাদের আইস্ক্রীম পরিবেশন করার জন্য একরাত্রির জন্য অর্ডিনানস্টি প্রত্যাহৃত হয়েছে।"

এরপর কয়দিন, কলেরা প্রতিষেধক এই টীকার প্রতিক্রিয়ার ভয়ে, আমরা শঙ্কিত চিত্তে অপেক্ষা করেছিলুম।

বিশ্রামের জন্য আমার অতিথিপরায়ণ আপ্যায়নকারীদের প্রদত্ত বিরতির অবসরে আরো বহু চৈনিকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার হয়েছে। ডাঃ সুং-এর বাড়িটি সুবিধাজনক মিলন স্থান। আমার কৌতূহলও প্রচণ্ড, আর আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য চৈনিকদের আগ্রহ অসীম।

উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করছি, এইখানেই অবসর সময়ে অব্যাহত ভাবে আমি চৈনিক কম্যুনিষ্ট পার্টির অন্যতম নেতা চৌ-এন-লাই-এর সঙ্গে আলাপ করেছি। এই চমৎকার ভদ্র ও অকপট লোকটির স্বাভাবিক সামর্থ্য আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। ইনি চুনকিং-এ থাকেন, এবং চৈনিক কম্যুনিষ্ট সংবাদপত্র *"Hsin Hua Jih Pao"* সম্পাদনে সহায়তা করেন, প্রতিনিধিত্বমূলক আইন পরিষদের নিকটতম

আদর্শে গঠিত, বর্তমান চীনের একমাত্র প্রতিষ্ঠান "পিপলস্ পলিটিক্যাল কাউন্সিলের" সভায় তিনি পূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন, তিনি ও তাঁর স্ত্রী এই পরিষদের সদস্য।

জেনারেল চুকে আবার দেখালাম—গৃহযুদ্ধ কালে কম্যুনিষ্ট পক্ষে জেনারেলসিমোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তিনি জেনারেল উপাধি লাভ করেন—আমার প্রস্তাব অনুসারে ডাঃ কু'র ডিনার পার্টিতে তিনি সস্ত্রীক নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। পরে জান্‌লাম চীনের কোনও সরকারী পরিবারে তিনি এই প্রথম আপ্যায়িত হলেন। একদা যাদের বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম করেছেন, তাঁদের মধুর অথচ সতর্ক অভ্যর্থনা লক্ষ্যণীয়, দশ বছর আগে হ্যান্‌কাউ-এ জেনারেল ষ্টিলওয়েল তাঁকে জান্‌তেন, তিনিও স্বাভাবিক শ্রদ্ধা প্রকাশ কর্‌লেন।

জেনারেল চৌ নীলাভ পোষাক ব্যবহার করেন, অনেকটা চীনের ঐতিহ্যময় পোষাকের মত, আবার কারখানার কারিকরের পোষাকের মত দেখায়। তাঁর উন্মুক্ত মুখ, চোখ দুটি দূরপ্রসারী ও গাম্ভীর্যময়। তিনি ধীরে ধীরে ইংরাজী বলেন। উভয় পক্ষের আপোষের প্রকৃতি, যদ্বারা চীনের যুদ্ধকালীন সংযুক্ত প্রতিরোধ বাহিনী সংগঠিত হয়েছে, তিনি আমাকে বিশদভাবে বোঝালেন। চীনের ঘরোয়া সংস্কারের শ্লথগতি সম্পর্কিত অসহিষ্ণুতার কথা তিনি স্বীকার কর্‌লেন, কিন্তু আমাকে জানালেন যে জাপানের পরাজয় না ঘটা পর্যন্ত এই সংযুক্ত প্রতিরোধ বাহিনী অটুট থাকবে।

প্রাচীন কুয়োমিনটাং কম্যুনিষ্ট বিরোধের চাপ এড়িয়ে এই আপোষ কি ঠিক থাকবে এই প্রশ্ন করায় স্পষ্টতঃ কিছু ভবিষ্যৎ উক্তি কর্‌তে তিনি রাজী হলেন না। চীনের সম্পর্কে জেনারেলিসিমোর স্বার্থহীনতা ও নিষ্ঠার প্রতি তাঁর নিঃসন্দেহে শ্রদ্ধা বর্তমান। চীনের

অন্যান্য কয়েকটি নেতা সম্পর্কে তিনি কিন্তু এতটা নিশ্চিন্ত নন। সব চৈনিক কম্যুনিষ্ট যদি তাঁর মতই হ'ন, তাহলে তাঁদের আন্দোলন আন্তর্জাতিক বা সর্বহারা চক্রান্তের চাইতেও যে জাতীয় এবং ক্ষেত্রীয় জাগরণ বলেই বিবেচিত হবে, এই কথাই তিনি আমার মনে জাগিয়ে তুলেছেন।

আর একজন যিনি আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছেন, তিনি চ্যাং পো-লিং। তিনি এক বিরাট পুরুষ, বিদগ্ধ-জনোচিত গম্ভীর ও দৃঢ় তাঁর ভঙ্গী, অথচ তার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম গভীর রসানুভূতি বর্তমান। চীনের অন্যতম প্রধান বিদ্যায়তন নানকাই-এর তিনি "প্রধান", আর পিপলস্ পলিটিক্যাল কাউন্সিল বা রাজনৈতিক জন-সংসদের একজন সদস্য। ভারতবর্ষ, বা মাকিন বিশ্ববিদ্যালয় যে কোনো বিষয়েই আলোচনা করেছি, তিনি এমন এক বিচারবুদ্ধি ও পটভূমির পরিচয় প্রকাশ করেছেন যার তুলনা যুক্তরাষ্ট্রে দুর্লভ।

ঐতিহ্যময় চৈনিক জীবনধারা সম্পর্কিত আমার পঠিত গ্রন্থসমূহে যা পাওয়া যায়নি, চুনকিং-এ আর দুজন সেই নব্য-চীনের কথা আমাকে জানিয়েছেন। একজন হলেন জেনারেলিসিমোর প্রাইভেট সেক্রেটারী, লি উই-কুয়ো। ইনি বয়সে নবীন, বয়সের অনুপাতে যথেষ্ট বিজ্ঞ, আর বিরাট নেতার সেক্রেটারীর উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন সুযোগ্য ব্যক্তি। অপর জন Officers' Moral Endeavour Association এর সেক্রেটারী জেনারেল, জেনারেল জে, এল, হুয়াং। এই জেনারেলটি তাঁর বিরাট অট্টহাস্যের মতই বিরাট এবং বলিষ্ঠ। এঁকে বিশেষ ধী-সম্পন্ন আপ্যায়নকারী ও ম্যানেজার বলে বর্ণনা করা সহজ হবে। আমেরিকান বৈমানিকরা চীনে যেসব হোষ্টেলে থাকেন তা সংগঠন করা এঁর অন্যতম কর্তব্য, আর সে কাজ তিনি চমৎকারভাবে সুসম্পন্ন করেন। কিন্তু তাঁর এই সদানন্দ প্রকৃতি ও সামাজিক

নিপুণতার অন্তরালে এক চিন্তাশীল, সহিষ্ণু ও চীনের বিজয়কামী অক্লান্ত যোদ্ধা ও মহত্তর জগতের স্রষ্টা প্রচ্ছন্ন রয়েছেন দেখ্‌লাম।

চুনকিং-এ উচ্চপদে কাজ করার জন্য চীনে ভালো লোকের কোনো অভাব নেই। কিন্তু যে কোনো উচ্চ আদর্শ-ই তাঁরা সৃষ্টি করুন না কেন, চৈনিক জীবনে সুং পরিবারের তুলনা নেই। আমেরিকান কলেজে মেথডিষ্ট মিশনারীর কাছে শিক্ষিত, তিনটি ভাই ও তিনটি বোন, চীনকে ধী-শক্তি,রাজনৈতিক কুশলতা, অতুল সম্পদ ও তাদের তরুণ রাষ্ট্র সম্পর্কে অচঞ্চল আনুগত্যের আভিজাত্য এনে দিয়েছেন। পৃথিবীতে এ এক চমকপ্রদ পরিবার।

আমি টি, ভি, সুং-কে ওয়াসিংটনেই চিন্‌তাম। তিনি চীনের পররাষ্ট্র সচিব, আর সম্মিলিত রাষ্ট্রগুলির একজন অন্যতম বিচক্ষণ রাষ্ট্রনেতা। চীনে তাঁর তিনটি বোনকে আমি দেখেছি। একজন জেনারেলিসিমোর স্ত্রী, আর একজন চীনের অর্থ-সচিব এইচ, এইচ, কুং-এর স্ত্রী, তৃতীয়া চীনের সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের বিধবা স্ত্রী।

আমার জন্য প্রদত্ত ডাঃ কুং-এর ডিনার পার্টি উন্মুক্ত লন-এ সম্পন্ন হ'ল। মাদাম সান ও মাদাম চিয়াং-এর মধ্যভাগে আমাকে টেবিলের গোড়ায় বসানো হয়েছিল। প্রাণবান আলাপ-আলোচনা হ'ল, আমার কাছে এ এক উজ্জ্বল মুহূর্ত। মহিলারা দুজনেই চমৎকার ইংরাজী বলেন, সাধারণ জ্ঞান ও রসজ্ঞানে তাঁরা পরিপূর্ণ।

ডিনারান্তে মাদাম চিয়াং আমার হাত ধরে বল্লেন—"আমার অপর বোনটিকে দেখবেন চলুন, সে স্নায়বিক দৌর্বল্যে কাতর, কাজেই বাইরে পার্টিতে যোগ দিতে পারেনি।" ভিতরে মাদাম কুং-কে দেখ্‌লাম, তাঁর হাতটি ঝোলানো, আমাদের আমেরিকার কথা শোনার

জন্য তিনি উদ্‌গ্রীব, এককালে তিনি আমেরিকায় ছিলেন। আমরা তিনজন আলাপে এমনই মগ্ন হয়েছিলাম এবং আলাপাচার এমনই ভালো লেগেছিল যে আমরা সময় ও বাইরের লোকজনের কথা বিস্মৃত হয়ে গেলাম।

প্রায় এগারোটার সময় ডাঃ কুং এসে আমরা পার্টিতে না ফিরে যাওয়ার জন্য মাদাম চিয়াংকে মৃদু ভৎর্সনা করলেন, পার্টি ততক্ষণে ভেঙ্গে গেছে। তারপর তিনিও বসলেন, আর আমরা চারজনে বসে বিশ্বজগতের সমস্যা সমাধানের জন্য পরিকল্পনা করতে লাগলাম।

যে-ভাবাদর্শের বিপ্লব সমগ্র প্রাচ্যে পরিব্যাপ্ত, ভারত ও নেহরু—চীন ও চিয়াং—স্বাধীনতার জন্য এসিয়ার কোটি কোটি লোকের অপ্রতিরোধ্য অগ্রগতি—শিক্ষা ও উন্নততর জীবন যাত্রার দাবী এবং সর্বোপরি পাশ্চাত্য প্রভাবমুক্ত তাদের নিজস্ব শাসন ব্যবস্থার অধিকার—যেখানেই গেছি সর্বত্রই এই একই কথা আলোচিত হয়েছে।

আমার কাছে এ সব চমকপ্রদ লাগল; এদের তিনজনেরই সকল তথ্য জানা ছিল, সকলেরই মতবাদ সুদৃঢ় এবং আলাপাচারে সকলেই, এবং বিশেষ করে মাদাম চিয়াং, নিজস্ব মতবাদ জ্ঞাপন করলেন। পরিশেষে যখন আমরা ওঠার উদ্যোগ করছি, মাদাম চিয়াং ডাঃ ও মাদাম কুং-কে বল্লেন—গত রাত্রে ডিনারে মিঃ উইলকী প্রস্তাব করছিলেন যে শুভেচ্ছা ভ্রমণে আমার আমেরিকা যাওয়া উচিত।

কুং দম্পতি আমার মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন। আমি বল্লাম—সত্যি কথা, আর এ প্রস্তাব করে আমি ঠিকই করেছি।"

তখন ডাঃ কুং প্রশ্ন করলেন—মিঃ উইলকি, এই কি আপনার প্রকৃত মত, কিন্তু কেন?

আমি তাঁকে বল্লাম—ডাঃ কুং, আমাদের আলাপাচার থেকে আপনি বুঝেছেন এশিয়ার লোকের দৃষ্টিভংগীতে আমাদের দেশের লোক

এশিয়ার সমস্যা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা জানুক, এই আমার সুদৃঢ় বাসনা, পৃথিবীর ভবিষ্যৎ শান্তি যে প্রাচী-র সমস্যাবলীর ন্যায়ানুগ সমাধানের ওপরই নির্ভর করে একথা আমি নিশ্চিত ভাবে বিশ্বাস করি ।

এই অঞ্চলের ধী ও নৈতিক শক্তি সম্পন্ন প্রচারকের চীন ও ভারত সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান সঞ্চয়ে সহায়তা করা সম্ভব। মাদাম চমৎকার রাষ্ট্রদূত হবেন। তাঁর অসীম দক্ষতা,—এ ভাবে ব্যক্তিগত কথা বলার ক্রটী আশাকরি তিনি মার্জনা করবেন—চীনের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ যুক্তরাষ্ট্রে সুপরিজ্ঞাত। তিনি যে সেখানে শুধু প্রীতির-পাত্রী হবেন তা নয়, তাঁর উপস্থিতির অসীম কার্যকারিত্ব দেখবেন। তাঁর কথা আমরাযেমন শুনবো, তেমন আর কারো কাছে শুনবো না। ধী ও মাধুরী, উদার ও সংবেদনশীল হৃদয়, শ্রী সম্পন্ন মনোহর ভঙ্গিমা ও আকৃতি, আর উদগ্র বিশ্বাস—ঠিক এই জাতীয় অতিথিই ত' আমাদের কাম্য।"

এখন তিনি আমেরিকায় এসেছেন, আর কন্‌গ্রেসে তাঁর আবেগপূর্ণ আবেদন, এবং প্রেসিডেণ্টের প্রতি "ভগবান তাদেরই সাহায্য করেন যারা নিজেদের সাহায্য করে", তাঁর এই মনোরম ও তীক্ষ্ণ স্মারকে, আমেরিকা তাঁর শৌর্য ও উদ্দেশ্যের প্রশংসা করেছে।

য়ুনাইটেড ষ্টেটস্‌ আর্মি এয়ার ফোর্সের, চায়না এয়ার টাসক্ ফোর্সের কমাণ্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ক্লেয়ার এল, চেনাউল্টের সঙ্গে একবার কথা কইবার পর তাঁকে ভোলা শক্ত। ভদ্রলোক দীর্ঘাকৃতি, কৃশ ও মলিন।

যোদ্ধা এবং বৈমানিক সমরকুশলী হিসাবে চীনের বিমান বাহিনী গঠন করার জন্য তিনি প্রথম চীনে আসেন। পরে তিনি আমেরিকান ভলেণ্টিয়ার গ্রুপ সংগঠন করেন, চীন ও বর্মায় এই দল গৌরবের সঙ্গে

কাজ করেছে। এখন তিনি সেনাবাহিনীতে আছেন, আর তাঁকে পাওয়া সেনাবাহিনীর সৌভাগ্য।

তিনি এবং তাঁর অধীনস্থ ব্যক্তিরা যা করেছেন তা এখন সুপরিজ্ঞাত কাহিনী। জাপানীদের সঙ্গে বিমান সংঘর্ষে, ১২টায় ১টি থেকে ২০টায় ১টি বিমানের অনুপাতে, তাঁরা জাপানী বিমান ভূপাতিত করেছেন। আমি যখন চুনকিং-এ ছিলাম, নথীপত্রে দেখা গেল সত্তরটি আনুক্রমিক সংঘর্ষে, আমেরিকান অপেক্ষা জাপ বহরের সংখ্যাধিক্য থাকা সত্ত্বেও তিনিই জয়লাভ করেছেন, এই সব সংঘর্ষে তাঁদের একটিও বিমান ধ্বংস হয় নি। তাঁর চীফ্ অফ দি ষ্টাফ্, কর্নেল মেরিয়ান সি কুপার আমার সঙ্গে চুনকিং-এ একদিন লাঞ্চে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁর কমাণ্ডার সম্বন্ধে যে-সব কাহিনী বলেছিলেন তা শুনে তিনি হয়ত লজ্জিত হবেন। জেনারেল, আকাশ যুদ্ধের প্রচলিত ষ্ট্রাটেজির সঙ্গে অপ্রচলিত কৌশলের সংমিশ্রণে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করেছেন যা জাপানীদের কাছে পীড়া-দায়ক। আমাদের সঞ্চালক মেজর কাইট বল্লেন, পারিপার্শ্বিক অবস্থা সত্ত্বেও আবহাওয়া সম্পর্কিত সংবাদ সংগ্রহে, বৈমানিক সঞ্চালন ব্যবস্থা ও ভৌগলিক জ্ঞান সম্বন্ধে জেনারেল চেনাউলটের সংবাদ সংগ্রহ ব্যবস্থা বিস্ময়কর। কারণ বৈমানিকদের সংবাদদানের জন্য চীনে কোনোরকম সুপ্রতিষ্ঠিত আবহাওয়া বিভাগ নেই। চৈনিক হরকরা ডাক কর্তৃক প্রচারিত সংবাদের উপরই জেনারেল চেনাউলটের কর্মীদের নির্ভর করতে হয়।

দেখলাম, জনপ্রিয়তায় চীনে জেনারেলের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। ছাত্রদের কাছে আমেরিকানদের মধ্যে অধিকতর সুপরিচিত প্রিয়জনকে, এই প্রশ্নের উত্তরে চেংটুতে এক বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে জবাব দিলেন—জেনারেল চেনাউলট্। চীনের বহু বিশিষ্ট নেতাকে তাঁর সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধা ও পরম প্রীতিভরে দীর্ঘ আলোচনা করতে শুনেছি।

জেনারেল চেনাউলটের সঙ্গে আলোচনার জন্য কয়েকটি দিন নির্ধারিত হয়েছিল, কিন্তু প্রতিবারেই তা সফল হয় নি। পরিশেষে, আমি চুনকিং-এর সন্নিকটস্থ তাঁর হেড্ কোয়ার্টার্সে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তাঁর বিমানক্ষেত্রে হাঙরের মত চিত্রিত সারবদ্ধ P.40 বিমানগুলির নিকট দণ্ডায়মান তাঁকে দেখে বুঝলাম তাঁর পক্ষে কোনো রকম নির্ধারিত সময় মেনে চলা কঠিন।

প্রত্যক্ষ এবং ব্যক্তিগত নির্দেশে তিনি একটি কর্মব্যস্ত ও উত্তেজনাময় বিমানক্ষেত্র পরিচালনা করছেন। তাঁর প্রতিরোধ ব্যবস্থা শুধু মাত্র য়ুনান প্রদেশের রাজধানী কুনমিং বা চুনকিং-এর আকাশেই সীমাবদ্ধ নয়, ভারত থেকে বর্মার উপর পর্যন্ত বিস্তৃত বিমান-পথের আত্মরক্ষার ভারও তাঁর হাতে।

উপরন্তু হংকং ও ক্যান্টনস্থ জাপানী, এবং সুদূর উত্তরে চীনের উত্তরাঞ্চলে গ্রেটওয়ালের ধারে কৈলান খাদের ওপর বোমা বর্ষণের কাজও আছে। তাঁর বিমান আক্রমণ নির্ধারণ ব্যবস্থার নিপুণতা ও কার্যকারিতার তুলনা আমি আর কোথাও শুনি নি। তাঁর কর্মীবৃন্দের অধিকাংশই আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চল এবং বিশেষভাবে টেক্সাস প্রদেশের অধিবাসী, তাঁরা বিশ্বস্ত সহকর্মী, আর তাঁরা প্রকৃতই ইন্দ্রজালই সৃষ্টি করছেন!

একটা জিনিষে আমি আঘাত পেয়েছি: যে স্বল্প পরিমাণ দ্রব্যে তাকে কাজ চালাতে হয় তা বিস্ময়কর। তিনি যা করেছেন, তা সীমাবদ্ধ বাহিনীর সীমাবদ্ধ সংখ্যার দিকে লক্ষ্য করলে আরো অবিশ্বাস্য হয়ে পড়ে।

তাঁর চাহিদার পরিমাণ আশ্চর্যজনক স্বল্প: আর আমরা যা পাঠিয়েছি তা সেই স্বল্প চাহিদার কাছেও তুচ্ছতম। জেনারেল চেনাউলট্ শান্তভাবে কথা বলেন কিন্তু চীনস্থ জাপানীদের কি ভাবে

বন্ধ করা যায়, চীন সমুদ্রের ভিতর দিয়ে তাদের সরবরাহ পথ কি ভাবে বন্ধ করা যায়, পূর্ব চীনের উপত্যকার ভিতর দিয়ে যে সব চৈনিক বাহিনী বৈমানিক আবরণের সহায়তা পেলে অগ্রগামী হতে পারে তাদের কি ভাবে সাহায্য করা যায়, এ সব ব্যাপারে তাঁর সুদৃঢ় ধারণা বর্তমান। গ্যাসোলিন, তৈল, বাড়তি অংশাবলী প্রভৃতি হিমালয়ের ওপর দিয়ে বর্তমান বিমান পথে আমদানি করিয়ে একটি ছোটখাট বিমান আক্রমণাত্মক বাহিনী পোষণ করা সম্ভব একথা তিনি আমাকে জানালেন।

তাঁর কাছে যা স্পষ্ট ও স্বচ্ছ, স্বদেশস্থ কর্তৃপক্ষের কাছে তা পরিষ্কার না হওয়ার জন্য তাঁর মনে একটা নৈরাশ্যের ভাব আছে।

এই অঞ্চল থেকে কোনো প্রকার আক্রমণাত্মক অভিযান চালালে তার প্রতিক্রিয়া সামরিক প্রতিক্রিয়ার চাইতেও বেশী হবে, চীনদেশীয়দের প্রাণে তা অপূর্ব উৎসাহ এনে দেবে। আমরা আরো এক বছর যুদ্ধের অন্যান্য কোনও ক্ষেত্রে সমস্ত প্রচেষ্টা নিয়োজিত করে চীনকে উপেক্ষা করে যাব চীনাদের মনে এমন কোনো ধারণা হতে দেব না। এই দৃঢ় সংকল্প নিয়ে আমি দেশে ফিরেছি। চৈনিক প্রতিরোধ শক্তির ওপর কি ভাবে এর প্রতিক্রিয়া হবে সে কথা ছেড়ে দিয়েও, মুদ্রাস্ফীতির (inflation) ফলে মনোবলের অধঃপতনজনিত যে ভয়ঙ্কর সমস্যার উদ্ভব হয়েছে তা আরো জটিল হয়ে উঠ্‌বে, আর শান্তি ও যুদ্ধোত্তর পৃথিবী গঠনের জন্যে চীনে সুদৃঢ় ঘাঁটি গঠনের, আমাদের সকল আশাই সংকটাপন্ন হয়ে উঠ্‌বে।

চীনে যতদিন ছিলাম, চীন যে দীর্ঘ পাঁচবছর ধরে যুদ্ধরত সে বিষয়ে সচেতন ছিলাম। জাপানী বোমারু বিমান শহরের ওপর এলেই সমগ্র বে-সামরিক অধিবাসীবৃন্দ যেভাবে চুনকিং-এর পর্বতগাত্রে খনিত গুহায় আশ্রয় নিতেন, আবার বিপদান্তে সেই গুহ থেকেই যে নিপুণতা ও

সহনশীলতার সহিত নিষ্ক্রান্ত হয়ে তাদের বিধ্বস্ত শহর পুনর্গঠনে ও সংগ্রাম চালনায় যোগ দিতেন—তার মধ্যেই আমি সকল রূপ পরিস্ফুট দেখেছি।

চীনে জাপানী লাইনের পিছনে বে-সামরিক নাগরিকবৃন্দ কি অপরিসীম শৌর্যের পরিচয় দিয়ে থাকেন তা আমি দেখিনি বটে তবে চুনকিং তার অজস্র চমকপ্রদ কাহিনী শুনেছি ও সুনিশ্চিত প্রমাণ পেয়েছি। আমি যখন চুনকিং-এ ছিলাম তখনও বহুপদক্ষত বিশিষ্ট অথচ আনন্দিত ইংরাজ ও আমেরিকানগণ জাপ-অধিকৃত শহর সাংহাই হংকং, ও পিকিং থেকে আসছেন। জাপানী অঞ্চলের মধ্যেও চীনারা গরিলা বাহিনীর যে জীবন্ত শিকল রচনা করেছে, সেই দলগুলির সহায়তায়, অর্ধ-মহাদেশব্যাপী দূরত্ব তারা অতিক্রম করে এসেছেন। স্বাধীনতার জন্য কি পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করা সম্ভব ও স্বাধীনতার সংগ্রামে তাদের আগ্রহ চীনার সমগ্র কৃষক বাহিনীর দৈনন্দিন কার্যাবলীর সর্বত্রই পরিস্ফুট।

আজো বহু আমেরিকানের চোখে চৈনিক সৈন্যবাহিনীর অর্থ পেশাদার বদমায়েসের দল, তাদের সর্দার বা জেনারেলরা শত্রুর সঙ্গে দর কষাকষি করতে ওস্তাদ, অসংহত ও কলাকৌশলে পশ্চাদপদ নীতির এ এক ব্যঙ্গচিত্র। আজ আর তা ব্যঙ্গচিত্রও নয়। সামরিক চীন আজ সংহত, তার নেতৃবৃন্দও সুশিক্ষিত সেনানায়ক; আধুনিক যুদ্ধ সরঞ্জামের অভাব সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠান হিসাবে চীনের তরুণ সেনাবাহিনী দুর্ধর্ষ, কি জন্য যুদ্ধ আর কি ভাবে যুদ্ধ করতে হয় সে বিষয়ে তাদের পরিপূর্ণ জ্ঞান বিদ্যমান। রাশিয়ার মত চীনেও এই যুদ্ধ সত্যই জনযুদ্ধ। সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলেরাও আজ সৈন্যদলে প্রাইভেট হিসাবে ভর্তি হচ্ছেন, এক যুগ আগে এসব কল্পনার অতীত ছিল, তখনকার কালে ভাড়াটে ও অজ্ঞ পেশাদার নিয়ে সৈন্যদল গঠিত হত।

চেংটুর বাইরে এক কর্দমাক্ত ও খরস্রোতা নদীর ব্রীজের ওপর দাঁড়িয়েছিলুম। সামনে নদীর তীরে কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়ার প্রাচীরে চোখ অন্ধ। তার ভিতর দিয়েই মেসিনগানের আগুনের ঝলক দেখা যাচ্ছিল, আমার পিছনের মাঠে মর্টার বর্ষিত হচ্ছে—নদীটি তরুণ চৈনিকে পরিপূর্ণ, তারা মরিয়া হয়ে দ্রুত তরঙ্গের বিরুদ্ধে সাঁতার কাটছে, মাথার ওপর কারো বা আবার রাইফেল রয়েছে, আর সবাই ভাসমান একটি পনটুন ব্রীজের দড়ি ধরে আছে।

ব্রীজ্‌টিকে তারা নদী অতিক্রম করে নিয়ে গেল, যদিও এক সময় খর-তরঙ্গের জন্য আমার মনে হ'ল তারা কিছুতেই আর টান্‌তে পার্‌বে না—তারপর সহসা আমার পিছনের মাঠ থেকে শতশত অন্য দল উঠে এল, এমন প্রচ্ছন্নভাবে হেলমেটগুলি বিচিত্রিত যে আমি তাদের দেখ্‌তেই পাইনি। তারা দৌড়ে সেই পনটুন ব্রীজের কাছে ছুটে গেল, তারপর অপর তীরে পৌছে কয়েক মাইল দূরবর্তী গ্রাম আক্রমণে ছুট্‌ল।

কাঁটা তারের গণ্ডী অতিক্রম করে, মাইন ফীল্ড্‌ কাটিয়ে তারা গ্রামটি অধিকার কর্‌ল, মাইনগুলি স্পর্শ করতেই সেগুলি ধূম উদ্‌গীরণ করে বিস্ফারিত হতে লাগ্‌ল। পরিশেষে বুকে হেঁটে মাঠ অতিক্রম কর্‌তে হ'ল, মাথার ওপর কোনো বৈমানিক আবরণ নেই। পরিপূর্ণ সরঞ্জাম নিয়ে শ্রান্ত, উত্তপ্ত, বিস্রস্ত ভঙ্গীতে তারা গ্রামে প্রবেশ কর্‌ল, নবার্জিত জ্ঞানে তারা গর্বিত।

চীনের সর্বশ্রেষ্ঠ সামরিক বিদ্যালয় চেংটু মিলিটারী একাডেমির এটি একটি অনুশীলনী কুচ্‌কাওয়াজ। ওয়েষ্ট পয়েণ্টের জনৈক চৈনিক গ্রাজুয়েট এই অনুশীলন সংগঠন করেছিলেন, আমার পাশে দাঁড়িয়ে তিনি অনুশীলনের নিয়ম কানুন বোঝাতে লাগ্‌লেন। নবীন চৈনিক বাহিনীতে অফিসার হবার জন্য নিয়মিতভাবে যে দশ হাজার ছাত্র

শিক্ষলাভ করেন, তাঁদের অধিকাংশই এই অনুশীলনে যোগ দিয়েছিলেন। এ এক অপূর্ব প্রদর্শনী, পৃথিবীর যে কোনও অঞ্চলে অনুষ্ঠিত অনুরূপ প্রদর্শনীর মতই পেশাদার। সেই সন্ধ্যায় ও চীনে অবস্থানকালে বারবার যা দেখিছি আমার কাছে তদ্দ্বারা এক যুগের অবসান সূচিত হল, যে যুগে ৪০০,০০০,০০০ চৈনিককে জাপানী বা ইংরাজ বা আমেরিকান যে কোনও বাহিনী পদানত করতে পারত, সে যুগের অবসান হল।

চীন যে পাঁচ বছর ধরে যুদ্ধ করে চলেছে পুনরায় পরদিন তার প্রমাণ পেলাম, চেংটুর এয়ার কোর ট্রেণিং স্কুলে। এখানে যাদের দেখলাম তাদের সম্বন্ধে কয়েক বছর পূর্বে অনুগ্রহ করে বলা হত "Not a Fighting race" যুদ্ধ প্রবণ জাতি নয়। শত শত ক্যাডেট এখানে জাপানী রীতিতে ভারী লাঠি দিয়ে পরস্পর আঘাত করছে, আর চীৎকার করে উঠছে, এ ধরণের দুর্ধর্ষ ব্যক্তিগত সংঘর্ষ শিক্ষা আর কখনও দেখিনি। এখানেও চৈনিক ব্রতী বালক বা বয়স্কাউটদের (অনেকের বয়স আবার আট বছর) সৈনিক জীবনের পূর্ণ নিয়মনিষ্ঠা ও শিক্ষাধারার মধ্যে উত্তরকালে পেশাদার সৈনিকবৃত্তিরযোগ্য করে তোলা হয়।

"হোলী" টংকে বল্লাম যে কোনো অংশে চৈনিক রণাঙ্গন দেখতে চাই। প্রথমে তা অসম্ভব মনে হয়েছিল। পরে আমি জানলাম আমার নিরাপত্তা সম্পর্কে জেনারেলিসিমোর আশঙ্কা কাটিয়ে তাঁর মত আদায় করতে "হোলী" টং-এর কিছু সময় লেগেছিল। পরিশেষে যাত্রার ব্যবস্থা হ'ল। যদিও প্রত্যাশিত শারীরিক ক্লেশের চাইতে পরিমাণে অপেক্ষাকৃত কম ক্লেশ ভোগ করতে হয়েছে, তবে পাঁচ বছর ব্যাপী 'সর্বস্ব পণ' যুদ্ধে চীনারা কতটুকু শিক্ষা পেয়েছে তা জানা গেল।

পীত নদী যেখানে পূর্বদিকে ফিরে সমুদ্র মুখে চলেছে সেই বাঁকের

ধারে চীনের প্রাচীন রাজধানী সিয়ানে আমরা উঠে গেলাম। শহরের বাইরে কয়েক মাইল দূরে মোটরে গিয়ে পার্বত্য পথ অতিক্রম করে আমরা আর একটি সামরিক বিদ্যালয়ে পৌঁছিলাম, সিয়ানে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের বিখ্যাত অপহরণের পূর্বে জেনারেলিসিমো এখানেই থাকতেন। অসঙ্গতি মনে হতে পারে, সেই সন্ধ্যায়—অনধিকৃত চীনে যতটুকু রেল পথ এখনও সচল আছে, তারই অন্যতম এই পথে, এক বিলাসবহুল শয়ন গাড়িতে আমরা রণাঙ্গনাভিমুখে পাড়ি দিলাম।

পরদিন প্রত্যুষে ট্রেণ ত্যাগ করে, হাতে ঠেলা গাড়িতে আরো পনের মাইল গেলাম। নদীর কাছ থেকে কয়েক মাইল জুড়ে এই অঞ্চলে রণাঙ্গন, আমাদের সহযাত্রী একজন জেনারেল বল্লেন অপর পারের জাপানীদের চোখে আমাদের পায়রার মত দেখাচ্ছে, বাকী কয়েক মাইল আমরা হেঁটেই গেলাম, সেণ্ট্রাল চীনের আঁঠাল লাল মাটির গভীর খাদের ভিতর দিয়ে এই পথটি কাটা হয়েছে।

রণাঙ্গনটি ট্রেঞ্চে পরিপুর্ণ গ্রামের মত, নদীটি এই অংশে ১২০০ গজ চওড়া কিন্তু গোলন্দাজ দুরবীক্ষণের সাহায্যে, আমাদের দিকে লক্ষ্য করা জাপানী কামানের মুখ ও স্ব স্ব শিবিরস্থ জাপানী সৈন্যদের দেখা গেল। আমরা যখন গিয়াছিলাম তখন শান্ত মুহূর্ত, কিন্তু স্পষ্টই বোঝা গেল সর্বদা এমন শান্ত অবস্থা থাকে না; বস্তুতঃ আমরা আসবার কিছু আগেই এক দফা গোলা বর্ষণ হয়ে গিয়েছে।

এই রণাঙ্গনেই জেনারেলিসিমোর অপর বিবাহ জাত সন্তান ক্যাপ্টেন চিয়াং ইউ-কাওকে দেখ্‌লাম। ক্যাপ্টেন চিয়াং চমৎকার ইংরাজী বলেন, কেন যে জাপানীরা নদী অতিক্রম করে এখানে আসতে পারে না তা তিনি একটি দীর্ঘ দিন ধরে আমাদের বুঝিয়ে দিলেন, পাহাড়ের ফাঁকে এইখানেই চীনের চিরন্তন বহিরাক্রমণ দ্বার।

আমরা গোলন্দাজ পদাতিক, সাঁজোয়া গাড়ি আর পর্বত গাত্রে নির্মিত দুর্গাদি দেখ্‌লাম, এমনই গভীরভাবে খাদ কেটে দুর্গ তৈরী হয়েছে যে জাপানীদের তা সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিতে হবে। ২০৮তম বাহিনীর একটি প্রদর্শনী দেখ্‌লাম, জেনারেলিসিমোর এক উগ্রতম বাহিনী, সুশিক্ষিত, সুসজ্জিত, আধুনিক ও উত্তম যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত। আমি এই সৈন্য দলের সঙ্গে কথা বল্লাম, প্রায় ৯০০০ সৈন্য প্রচণ্ড রৌদ্রে দণ্ডায়মান। আমার জন্য নির্মিত ছোট কাঠের মঞ্চের দিকে তারা চেয়েছিল, আর মনে হল আমার ইংরাজী বক্তৃতা সত্ত্বেও আমার কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত, একটিও প্রাণী এ্যাটেনসন্ ভঙ্গী থেকে এ্কবিন্দু নড়েনি। আমার বক্তৃতা যখন অনুবাদ করে শোনানো হল তখন তারা এমনই উল্লাসভরে চীৎকার করে উঠ্‌ল যে অপর তীরস্থ জাপানীরা কিসের এই উল্লাস ভেবে হয়ত বিস্মিত হয়ে পড়্‌ল।

ট্রেণে ফিরে আমরা ডিনারে বস্‌লাম, তখন কাপ্টেন চিয়াং আমাকে বোঝালেন যে আমরা যা দেখ্‌লাম তা প্রদর্শনী ক্ষেত্রের চাইতেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। ডাইনিং কারে আমাদের দলটিকে উপহার দিবার জন্য তিনি দু'হাতে জাপানী অশ্বারোহী বাহিনীর কয়েকটি তরবারি, আর ফরাসী মদ্য নিয়ে এলেন। উভয় দ্রব্যই • নৈশ অন্ধকারে নদী অতিক্রম করে দ্রুত গতিতে জাপানী লাইন থেকে আক্রমণকারী দল গোপনে নিয়ে এসেছে। তারা এই জাতীয় আরো বহু মূল্যবান চৈনিক বিজয় লব্ধ দ্রব্য, বন্দী, এমন কি সামরিক মানচিত্র পর্যন্ত নিয়ে এসেছে। ক্যাপ্টেন চিয়াং বল্লেন মাঝে মাঝে জাপানী লাইনের ভিতর এই দল সপ্তাহখানেক থেকে যায়, নদীর পশ্চিম পারে নিজেদের হেড-কোয়াটারে পৌছাবার পূর্বে যোগাযোগ লাইন কেটে, স্যাবোটাজ সংগঠন করে, শত্রুকে বিব্রত করে।

চীনের মুদ্রাস্ফীতি

চীনের বর্তমান অর্থনৈতিক ও মুদ্রাস্ফীতি সমস্যা সম্পর্কে কতকটা চিন্তিত হয়েই আমি চীন থেকে ফিরলাম। স্বভাবতই মুদ্রাগত অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থায় শোচনীয় অবস্থা আরো পূর্বেই হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু অর্থনৈতিক সংকট নাকি চীনে তেমন ঘটে না। লোকের ধারণা কোনো প্রকারে চীন কোণ ঘেঁষে আছে, আর সেভাবেই দীর্ঘদিন আছে।

স্ফীতি-সংক্রান্ত কোনোরূপ সিদ্ধান্তে পৌছবার পূর্বে আমেরিকান ব্যাঙ্কার সর্বাগ্রে মূল্য সূচীর খোঁজ নেবেন, চীনে কিন্তু মূল্য সূচীই সব কিছু নয়। আমার দেখা কয়েকটি শহরে দ্রব্যাদির মূল্য স্পষ্টতঃ বিশেষভাবে বিভিন্ন। প্রতিদিনই আমি স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর রূপে বুঝলাম চীনের অগণিত জনগণ মুদ্রানীতির পরিধির বাইরেই বিচরণ করে, আর দ্রব্যাদির মূল্য সম্বন্ধে তাদের অনেকটা স্বাধীনতা আছে কারণ কয়েকটি অপরিহার্য উৎপন্ন দ্রব্য ও সামান্য পোষাকের কাপড় ভিন্ন তাদের আর বিশেষ কিছু দ্রব্যের প্রয়োজন নেই। কিন্তু এই সব গুণাবলী সত্ত্বেও আমাদের চতুস্পার্শ্বস্থ মুদ্রাস্ফীতির লক্ষণ আমেরিকানের কাছে বিশেষ পীড়াদায়ক :

চুনকিংএ শুনলাম যে পাইকারী দর যুদ্ধ পূর্ব সীমানার পঞ্চাশ গুণ উঠে চলে গেছে। খুচরা দর অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূর্ব সীমানার ষাটগুণ বেশী উঠেছে। অক্টোবরে আমার আসার কয়েক মাস পূর্বে বর্ধনের হার মাসে শতকরা দশগুণ করে বেড়ে গেছে। সমগ্র জন সাধারণ

এবং সীমাবদ্ধ আয়ে যাদের জীবন ধারণ করতে হয় তাদের কাছে পূর্ব-ব্যবহৃত বহুজিনিষ আজ অ-প্রাপ্য।

চেংটুতে এক কর্মব্যস্ত দিবসে দুটি তরুণী আমাকে বোঝাবার ভার নিয়েছিলেন। তাঁরা দুজনেই সুশিক্ষিতা, এবং সুন্দর ইংরাজী বলেন। যে-তরুণ সাধারণতন্ত্রে এখনও পর্যন্ত অসহায়ভাবে সুশিক্ষিত লোকের অভাব, সেখানে তাঁরা নিঃসন্দেহে সুযোগ্য নগর-বাসিনী। তাঁরা আমাকে বল্লেন যে প্রাণ ধরণের যোগ্য দ্রব্যাদির মূল্য এমনই দ্রুত-গতিতে বেড়েছে যে তাঁরা এখন মোটবাহী কুলীদের মতও খেতে পারেন না, কারণ তারা নির্ধারিত মাহিনায় কাজ করে না, তাদের মূল্য স্ফীতির হারে বেড়ে গেছে।

সেই শহরেই বহু চৈনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধানগণের সঙ্গে যখন চীনাদের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেছি তখন দেখেছি যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের আয় যথাযথ আছে কিংবা প্রকৃতপক্ষে বেড়ে গেছে। য়ুনাইটেড চায়না রিলিফ য়ুনিভার্সিটি বাজেট যুদ্ধ-পুর্ব সংখ্যানুযায়ী রাখার জন্য তাঁরা প্রচুর সাহায্য করেছেন। কিন্তু দ্রব্যাদির মূল্য যেখানে পঞ্চাশগুণ বেড়েছে, সেখানে আমেরিকান মুদ্রামান (currency) চৈনিক মুদ্রার হিসাবে তিনগুণ বেড়েছে। ফলে এখন শিক্ষক ও ছাত্রদের মত বিশ্ব-বিদ্যালয়কেও সমান সংকটে পড়তে হয়েছে।

আমি যা দেখলাম, এই মুদ্রাস্ফীতির কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমতঃ—চীন যুদ্ধ পরিচালনার জন্য কাগজের মুদ্রামান চালাতে বাধ্য হয়েছে। ১৯৪২-এ গভর্নমেণ্টের ১/৪র্থ অংশ খরচ কর প্রভৃতিতে মিটত। নতুন গভর্নমেণ্টের লবণ, চিনি, দেশলাই, তামাক, চা, মদ্য প্রভৃতির সর্বাধক্ষ্যতার ফলে সরকারী রাজস্ব কিছু বেড়েছে বটে, কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। সরকারী ঋণ মেটাবার জন্য চীনে কোনও সাধারণ

সঞ্চয় ব্যবস্থা নেই। সুতরাং, যুদ্ধ পরিচালনার জন্য সরকারকে মুদ্রাযন্ত্র ব্যবহার করতে বাধ্য হতে হয়েছে। হিমালয়ের উপর দিয়ে বিমানে যে সব মাল উড়ে আসে, আমি সেইসব বিমানের সঞ্চালকদের কাছে শুনলাম তা যুদ্ধ পরিচালনার ক্রমবর্ধমান ব্যয় নির্বাহের জন্য আনীত কাগজের মুদ্রা।

মুদ্রা ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করে, পর্যপ্ত পরিমানে আয়কর ও স্ফীতি-জনিত অবস্থার ফলে যাদের আয় ও লভ্যাংশ বর্ধিত হয়েছে তাদের ওপর কর বসিয়ে, গভর্নমেণ্ট রাজস্ব বিষয়ক একটা দৃঢ়নীতি গ্রহণ করতে পারেন নি কতকাংশে সেটি একটি কারণ। মূল্য পণ্যদ্রব্যাদির ওপর ফাটকাবাজী করা কঠোর ভাবে দমন করতেও সরকার পারেন নি। কয়েকজন স্বতন্ত্র মতাবলম্বী সংবাদপত্রসেবী আমাকে জানিয়েছিলেন যে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীরাও ফাটকাবাজীতে মেতে আছেন। সকলেই আমাকে বলেছেন যে জেনারেলিসিমো এই অব্যবস্থা দূরীকরণের জন্য, একটা অর্থ-নৈতিক নীতি আনার জন্য এবং অসাধুতা দূর করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। কিন্তু জেনারেলিসিমো অর্থনীতির বিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণ করেন নি বা অর্থনৈতিক ঘোঁরপ্যাচ তাঁর জানা নেই। তাঁর শিক্ষা ও ঝোঁক অন্য দিকে। স্ফীতির আরেকটি কারণ অনধিকৃত চীনে দ্রব্যাদির অত্যন্ত অভাব, যথেষ্ট পরিমাণে দ্রব্যাদি চীনে না পাঠানোর জন্য আমরাই (আমেরিকান) দায়ী, আর চীনের গোড়ার দিককার শ্রম-শিল্পশালাগুলি জাপ-বিজয়ের ফলে অধিকৃত হওয়ায় এবং এক রাশিয়া ও হিমালয়ের উপরের শূন্যমার্গ ভিন্ন বাহির বিশ্বের সঙ্গে চীনের যোগাযোগ ছিন্ন হওয়ায় এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। কাঁচা মাল ও অনধিকৃত চীনের সীমানার ভিতর বড়রকমের কোনো উৎপাদন ব্যবস্থার উপযোগী যন্ত্রাদির চীনের বিশেষ প্রয়োজন। উভয় দ্রব্যই এখন সংগ্রহ করা ভীষণ কঠিন।

আমি যা দেখলাম, সেই হিসাবে বিচার করলে বলতে হয় চীন এই সমস্যা সমাধানে ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেছে, কিন্তু ইন্দ্রজালও যথেষ্ট নয়। অর্থনীতি সচিব ডাঃ ওং ওয়েন-হাও, চুনকিং-এ এক উত্তেজনাময় দিবসে একটি কাপড়ের কল দেখালেন, হোনান প্রদেশের জেকওয়ান থেকে সেটি তুলে আনা হয়েছে, আর ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে সাংহাই থেকে আনা হয়েছে একটি কাগজের কল। মোট ১২০,০০০ টনের কাছাকাছি লোহা আর ইস্পাত, বয়ন শিল্পের সরঞ্জামাদি স্থলপথে বয়ে আনা হয়েছে।

দুটি কারখানাই মাঝারি ধরণের, কার্যকরী যন্ত্রাদিতে সুসজ্জিত। জানা গেল কাগজের কলটিতে ব্যাঙ্ক-নোটের কাগজ তৈরীর আয়োজন চলেছে। কারখানাটির বর্তমানে এক দিনে পাঁচ থেকে নয় টন কাগজ দেবার সামর্থ্য আছে, ডাঃ ওং বল্লেন, এবং চীনের ১০০,০০০,০০০ অধিবাসীর প্রয়োজনের তুলনায়, যুদ্ধকালে চীন যে অর্থনৈতিক ভিত্তি গঠনের প্রয়াসী তা যে কি জটিল সমস্যা এই তার প্রমাণ।

চাইনীজ ইন্ডাষ্ট্রীয়াল কো-অপারেটিভ যা ল্যানচাউ-এ দেখেছিলাম, তা এই সমস্যা সমাধানে যথেষ্ট সহায়তা করেছে, কিন্তু তা হলেও কে যে তাদের নিয়ন্ত্রণ করবে এই কথা নিয়ে একটা মতান্তর ক্রমশঃই বেড়ে উঠ্‌ছে। এর যাঁরা প্রযোজক তাঁদের ধারণা চীনের কতকগুলি অর্থনৈতিক ও শিল্পীয় শক্তি তাঁদের ধ্বংস সাধনে চেষ্টিত। কিন্তু জেনারেলসিমো যিনি তাদের সুদৃঢ় ও স্থায়ী বন্ধু, তাঁর সঙ্গে আমি এই সমস্যা আলোচনা করেছিলুম। যাই হোক পর্যপ্ত যানবাহনের অভাব ও বিশাল শিল্পীয় ভিত্তির অভাবে যুদ্ধের চাহিদা মেটান তাদের পক্ষে কঠিন হবে। অধিকৃত চীনে হাজার মাইলেরও কম রেলপথ আছে। রুশীয় রাজপথ, যার কথা আমি পূর্বে উল্লেখ করছি, একমাত্র স্থলপথ যার সাহায্যে কিছু পরিমাণে আমদানী বা রপ্তানি করা সম্ভব। হিমালয়ের

উপরকার বিমানপথ বা জাপানী লাইন থেকে গোপনে আমদানি করার সামর্থ্য সীমাবদ্ধ।

এই হল সমস্যা, আর চীনে দেশী বা বিদেশী যে সব মাথাওলা ব্যক্তিদের দেখেছি সকলেই একটা সমাধানের পথ খুঁজছেন। সমস্যাটি আরো বিশদভাবে না বিবেচনা করে কি যে সমাধান হবে তা আমি বলতে পারিনা। তবে আমার মনে হয়, চৈনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও পৈতৃক সম্পত্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কঠোরতা কমিয়ে, এখানকার চেয়ে অধিকতর ব্যাপকভাবে দেশের এই প্রচুর লোকশক্তিকে উৎপাদনে ও অন্যান্য কাজে লাগিয়ে দেওয়া উচিত।

স্ফীতি সম্পর্কে যে সব আমেরিকানদের সঙ্গে আমি কথা বলেছি সরকারী সদস্যেরা সমস্যাটিতে তাঁদের চাইতেও অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁরা জানালেন যে চৈনিক মধ্যবিত্ত সমাজের শুধু মাত্র নির্দিষ্ট আয় আছে সুতরাং স্ফীতির দ্বারা তাদের জীবন ধারায় ব্যাঘাত ঘটেছে, আর এই মধ্যবিত্ত সমাজ মুষ্টিমেয় লোকের সমষ্টিমাত্র। তাঁরা বল্লেন কুলী, দিনমজুর, চাষা প্রভৃতি যাদের সীমাবদ্ধ আয় নয় অথচ উচ্চমূল্যের বিনিময়ে দ্রব্য বিকিকিনি করে তারাই এই স্ফীতির জন্য লাভবান হয়েছে।

এই মতবাদের সম্বন্ধে এই কথা বলা চলে : অনুরূপ সমস্যা সমাধানে আমাদের (আমেরিকান) অর্থনীতির ব্যবস্থা অনুসারে যাঁরা এই স্ফীতি দমনের চেষ্টা করবেন, তাঁরা ভ্রান্তিজনক মীমাংসায় উপনীত হবেন। চৈনিক অর্থনীতির জনৈক অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছাত্র আমাকে বল্লেন যে শতকরা আশীভাগেরও অধিক চীনা নিজস্ব আহার্য উৎপাদন করে সুতরাং তাদের অর্থের প্রয়োজন সামান্য। তাদের মুদ্রার ক্রয়শক্তি সর্বদাই নগণ্য ছিল।

এই যুক্তি কিন্তু অধিক দূর পর্যন্ত টানা চলেনা। এতদ্বারা যদিও

বর্তমান অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম নিরাশাজনক মনে হতে পারে, উত্তর কালের সম্বন্ধে কিন্তু সামান্যই আশা জাগে। চীনে দেখা শাসন কর্তাদের মধ্যে অন্যতম সুদক্ষ ও চিন্তাশীল শাসক, জেকওয়ান প্রদেশের গভর্ণর, চ্যাং চুয়ান আমাকে বল্লেন—তাঁর প্রদেশে যে সব লোক প্রকৃতই কৃষিকার্য করে তার মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগ, জমীর পূর্ণ অথবা আংশিক প্রজা মাত্র। এই লোকেরা দ্রব্য বিনিময়ে তাদের জমির ভাড়া প্রদান করে, নগদ মুদ্রায় নয়, সুতরাং খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি তাদের পক্ষে কিঞ্চিৎ সুবিধাজনক, আর যে সব সামান্য দ্রব্যাদির তাদের প্রয়োজন তা এই সামান্য উদ্বৃত্ত থেকেই চালিয়ে নিতে পারে, অধিকাংশ চৈনিক কৃষান এই উদ্বৃত্তের সহায়তায় জীবন যাপন করে।

সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং কদর্য তথ্য এই যে—চীনের অর্থনীতি আজো অত্যন্ত নগণ্য, শোচনীয় ভাবে নগণ্য। যুদ্ধ পরিচালনার জন্য, ব্যাপকভাবে উৎপাদন ব্যবস্থা সংগঠন করা চীনের বিশেষ প্রয়োজন।

চীনের মানবীয় এবং কাঁচামালের প্রাকৃতিক সম্পদ যাঁরা সচক্ষে দেখেছেন এবং নিজস্ব সম্পদকে সংহত করে ব্যবহারের জন্য চৈনিক-জনগণের সুগভীর দৃঢ়তা লক্ষ্য করেছেন, তাঁরা এ কথায় সন্দেহ প্রকাশ করতে পারবেন না।

চীনের এই স্ফীতির সর্বোত্তম সমাধান বোধকরি চীনের সামর্থ্য-অনুসারে অধিকতর পরিমাণে দ্রব্য ও কাজের প্রবাহেই সম্ভব। কি ভাবে এই দ্রব্য উৎপাদন ও কাজের এই প্রবাহ, অর্থানুকূলতা ও সংগঠনের ব্যবস্থা করা হবে তা চৈনিক জনগণ নির্ধারণ করবেন। চীনের সর্বত্র যা দেখেছি, তদপেক্ষা আরো ব্যাপকতর ভাবে জমির মালিকানা বন্দোবস্তও কিছু সহায়ক হবে। সিয়ান ও ল্যানচাউ-এ তরুণ ব্যাঙ্কার ও কারখানা পরিচালকদের সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম যে

অধিকতর পরিমাণে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ—অ-কেন্দ্রীভূতকরণেরও প্রয়োজন হবে। গভর্ণমেন্টকে অবশ্য গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করতে হবে, তবে এসব বিষয় চীনাদের-ই বিবেচ্য।

ইতিমধ্যে আমেরিকার অনেক কিছু সাহায্য করার আছে। প্রথমতঃ যে সব চীনারা আমাদের পক্ষে সংগ্রামে রত তাদের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব আরো খাঁটি ও দৃঢ় করা প্রয়োজন! রাশিয়ার ভিতর দিয়ে বা হিমালয়ের ওপর দিয়ে বা বর্মা পুনরধিকার করে বা তিন দিক্ দিয়েই তাদের প্রয়োজনীয় যন্ত্র, বিমান, বারুদ এবং কাঁচামাল পাঠাতে হবে।

এই মৈত্রীর কথা কিন্তু আমাদেরই বিবেচনা করতে হবে। আমাদের দেখ্‌তে হবে পূর্ব এশিয়ায় উৎকৃষ্টতর মিত্রলাভ সম্ভব কিনা, উত্তর যদি নেতিবাচক হয়, (আর তা তো হবেই,) তাহ'লে এই মিত্র-শক্তির প্রয়োজন মেটাবার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। এই প্রয়োজন অর্থনৈতিক সহযোগীতা ও বর্তমান সামরিক সাহায্য। চীনাদের বোঝা ও তাদের সমস্যা বিবেচনা করাও এই সহায়তার অন্তর্গত। আমাদের মহৎ উক্তি ও প্রতিবাদে চীনাদের বিশ্বাস ক্রমশঃ ক্ষীয়মান হয়ে আস্‌ছে।

আমাদের শুভেচ্ছার জলাধার

৯ই অক্‌টোবর চেংটু ত্যাগ করলাম, চীনে প্রায় হাজার মাইল ভ্রমণ করলাম। গোবী ও মঙ্গোলীয় সাধারণতন্ত্রের বিরাট অংশ অতিক্রম করলাম। সাইবেরিয়ায় হাজার মাইল অতিক্রম করে বেরিং সমুদ্র পার হলাম। এলাস্কার সম্পূর্ণ প্রস্থাংশ ও ক্যানাডার সমগ্র দৈর্ঘ্য অতিক্রম করে ১৩ই অক্‌টোবর যুক্তরাষ্ট্রে ফিরলাম। আন্তর্জাতিক দিবস রেখা অতিক্রম করার ফলে আমাদের একদিন লাভ হ'ল।

আকাশপথে ৪৯ দিনে যখন পৃথিবী পর্যটন করে আসা যায় তখন শুধু মানচিত্রেই যে পৃথিবীর আকৃতি ক্ষুদ্র হয়ে যায় তা নয়, মানুষের মনেও তার আকার হ্রাস পায়। সমগ্র পৃথিবী ব্যেপে এমন কতকগুলি ভাবধারা প্রবহমান যা কোটি কোটি লোকের কাছেই সমান, যেন একই শহরের তারা অধিবাসী। এই সব ভাবধারার অন্যতম একটি কথা, যা আমি বিনা দ্বিধায় উল্লেখ করতে পারি, সেটি আমাদের আমেরিকাবাসীদের কাছে বিশেষ অর্থসূচক. সমগ্র পৃথিবী আজ পরম শ্রদ্ধা ও গভীর আশা ভরে আমাদের এই দেশের দিকে চেয়ে আছে।

বেলিম বা নেটাল, বা ব্রেজিলের অধিবাসী, কিংবা মাথায় বোঝাওলা নাইগেরিয়ার লোক, বা ইজিপ্টের প্রাইম মিনিষ্টার বা রাজা, বা প্রাচীন বাগদাদের গুণ্ঠনবতী রমনী, বা উপকথার পার্সিয়ার (অধুনা ইরান) সাহ বা কার্পেটবয়নকারে, বা আমাদের মধ্য পশ্চিম প্রান্তীয় শহরের মত আনকারার পথের আতাতুর্কের অনুগামী কোনো ব্যক্তি, বা বলিষ্ঠ-বাহু রুশীয় কারখানা-শ্রমিক, বা স্বয়ং ষ্ট্যালিন, বা চীনের

স্বনামধন্য জেনারলিসিমোর মনোরমা স্ত্রী, বা রণাঙ্গণের চৈনিক সৈনিক, বা সাইবেরিয়ার পথহীন অরণ্য প্রান্তের কোনও পশুলোমাবৃত টুপী পরিহিত শিকারী—যার সঙ্গেই কথা বলেছি, বা এঁদের বা অন্য কারো সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গে দেখেছি, সকলেরই মন একসূত্রে বাঁধা, সেই সূত্র আমেরিকার প্রতি তাঁদের গভীর মৈত্রী।

তাঁরা প্রত্যেকে এবং সকলে, এমন এক মৈত্রীভরে যুক্তরাষ্ট্রের দিকে চেয়ে আছেন যা অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃত প্রীতির সহিত তুলনীয়। একটা স্পষ্ট ও অর্থসূচক তথ্য জেনে স্বদেশে ফিরে এলাম, আজ পৃথিবীতে আমাদের প্রতি, আমেরিকার জনগনের প্রতি, শুভেচ্ছার এক বিশাল আধার বর্ত্তমান।

এই বিশাল আধার বহু কারণে সৃষ্টি হয়েছে। এই তালিকায় সর্বোচ্চ স্থান আমেরিকার ধর্ম্মযাজক, শিক্ষক ও ডাক্তারদের—তাঁরাই পৃথিবীর সুদূরতম অংশে হাসপাতাল, বিদ্যালয়, কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রাচীন দেশগুলির অধিকাংশ নেতা—(যাঁরা আজ ইরাক, বা তুর্কী বা চীনের শাসন পরিচালনা করছেন)—আমেরিকান শিক্ষকের কাছেই শিক্ষালাভ করেছেন। এই সব শিক্ষকদের একমাত্র শিক্ষাদান করা ভিন্ন আর কোনও অভিসন্ধি ছিল না। এই সব নরনারী এখন আমাদের এই বিপদকালে যারা আমাদের মিত্রসংখ্যা বর্ধন করেছেন, তাঁদের প্রতি আমরা অপরিসীম ঋণজালে জড়িত।

যে সব অগ্রগামী আমেরিকান নূতন পথ, নূতন বিমান পথ, নূতন জাহাজ পথ রচনা করেছেন, তাঁরাও ব্যাঙ্কের জমার মত, আমাদের জন্য শুভেচ্ছা সঞ্চিত করে রেখেছেন। তাঁদের জন্যই পৃথিবীর অধিবাসীরা জানে আমেরিকাবাসীরা পণ্যদ্রব্য ও ভাবধারা সঞ্চালন করেন এবং তা দ্রুততালেই করে থাকেন। এই কারণেই তারা আমাদের পছন্দ করে, শ্রদ্ধা করে।

আমাদের ছায়াচিত্র এই সদিচ্ছার আধার সৃজনে এক উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছে। সারা পৃথিবীতে এই ছবি প্রদর্শিত হয়, যে কোন দেশের লোক সচক্ষে দেখতে পায়—আমাদের কেমন দেখতে, আমাদের কণ্ঠস্বর শুনতে পায়। নাটাল থেকে চুন্‌কিং পর্যন্ত আমেরিকান ছায়াচিত্র অভিনেতা সম্পর্কিত রাশি রাশি প্রশ্নবান আমার ওপর বর্ষিত হয়েছে। দোকানের মেয়েরা—যারা কাফি পরিবেশন করছে, আগ্রহভরে প্রশ্ন করেছে, আবার অনুরূপ আগ্রহের সঙ্গে রাজা বা প্রধান সচিববৃন্দের স্ত্রীরাও প্রশ্ন করছেন।

•

বাহির বিশ্বে আমাদের শুভেচ্ছার এই সঞ্চয় থাকার আরো বহু কারণ আছে। শ্রমশিল্পীয় বা অ-শ্রমশিল্পীয়, সকল দেশের লোকেরাই আমেরিকান শ্রমিকের আকাঙ্খা ও সামর্থ্যের কথা শুনতে ও তা অনুসরণ করতে উদ্‌গ্রীব। সেই কারণেই তারা আমেরিকান শ্রমিকদের প্রশংসক। আমেরিকান রীতি অনুযায়ী কৃষি, ব্যবসা বা শিল্পব্যবস্থায় তারা মুগ্ধ। যে সব দেশে গেলাম, তার প্রায় অধিকাংশেই দেখলাম, কোনো বিরাট বাঁধ বা সেচ পরিকল্পনা বা কোন বন্দর বা কারখানা, আমেরিকানদের দ্বারাই সম্পাদিত হয়েছে। সাধারণে আমাদের কাজ পছন্দ করে তার কারণ তার দ্বারা তাদের জীবন সহজ ও সচ্ছল হয়ে ওঠে বলেই নয়, কারণ আমরা দেখিয়েছি আমেরিকান বাণিজ্য প্রচেষ্টার অর্থ রাজনৈতিক শক্তি সম্প্রসারণের চেষ্টা নয়।

বৈদেশিক শক্তি সম্প্রসারণের আতঙ্ক সর্বত্রই দেখলাম। এই জাতীয় কোনো অভিসন্ধিতে যে আমরা জড়িত নই, জনগনের মনে তার প্রতিক্রিয়া অসীম। যেভাবে তারা আমাদের অনুমোদন করে তা আমার কল্পনাতীত। পৃথিবীর কোথাও কোনো অংশে অপরের ওপর আমরা যে আমাদের শাসনভার চাপাতে চাইনা, বা কোনো বিশেষ

সুবিধার অংশ গ্রহণ করতে চাই না, পৃথিবী যে কি নিবিড় ভাবে তা অনুভব করে তা আবিষ্কার করে আমি অভিভূত হয়েছি।

পৃথিবীর সমগ্র লোক জানে যে তাদের সম্পর্কে আমাদের কোনোরূপ অভিসন্ধি নেই, এমন কি অতীতে যখন আমরা আন্তর্জাতিক ব্যাপার থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলাম তখনও আমাদের কোনও গূঢ় অভিসন্ধি ছিল না। আর তারা জানে, আমরা এখন যে যুদ্ধে নেমেছি তা কোনো প্রকার লাভ, লুট, সীমানা বাড়ানো, বা অপর দেশবাসীদের শাসন ব্যবস্থা বা জীবন ধারার ওপর কোনো সংরক্ষণী শক্তি চাপাবার জন্য নয়। আমার বোধ হয় একমাত্র এই গুরুত্বপূর্ণ কারণেই পৃথিবীর সর্বত্র আমাদের প্রতি শুভেচ্ছার এক বিরাট আধার বর্তমান।

পৃথিবীর চতুর্দিকে যেখানেই গেলাম, (এখানে চতুর্দিকের অর্থ প্রকৃতই চতুর্দিক,) আমি যুক্তরাষ্ট্রীয় সৈন্যবাহিনীর অফিসার ও কর্মীদের দেখেছি। কোনো ক্ষেত্রে তাদের সংস্থা (unit) অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, আবার কোথায় বিদেশী রাষ্ট্রের বহু একর জমির ওপর তারা বিরাট বাহিনীর শিবির রচনা করেছে। যে কোনো পরিস্থিতিতেই তাদের দেখেছি, দেখ্‌লাম আমেরিকা-বাসীদের প্রতি বিদেশী জনগনের শুভেচ্ছা তারা বর্ধন করেই চলেছে।

আমাদের C-87 সৈন্যবাহিনীর বিমানের পরিচালকই এর চমৎকার উদাহরণ। এর একজনও অফিসার বা সহায়ক পূর্বে কখনও বিদেশে যাননি। তাঁরা সুশিক্ষিত কূটনীতিবিদ্‌ নন। তাঁদের অধিকাংশের বৈদেশিক ভাষাজ্ঞান নেই, কিন্তু যেখানেই আমরা গেছি, দেখেছি তাঁরা আমেরিকায় মিত্র সংখ্যা বর্ধন করেছেন। ইরানের সাহকে তাঁর সর্বপ্রথম বিমান-ভ্রমণের সুযোগ দেবার পর, আমাদের সঞ্চালক মেজর কাইটের সঙ্গে তাঁর করমর্দনকালীন মুখভাব ভুলতে

আমার দীর্ঘদিন লাগবে, যেভাবে মেজর কাইটের দিকে তিনি চেয়েছিলেন তা অনুরাগ ও ঈর্ষায় সংমিশ্রত।

যেখানেই আমেরিকান সৈনিকদের দেখেছি সর্বত্র আমি গৌরব বোধ করেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল যে আমাদের যুগে যে শুভেচ্ছার আমরা উত্তরাধিকারী, আমাদের নাগরিক সৈন্য বাহিনী, (পেশাদার সৈন্যগিরির কোন মোহ যাদের নেই,) তা সংরক্ষণে স্বতই সহায়তা করবেন, আর চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা থেকে এই যুদ্ধ কেন আমেরিকার যুদ্ধ, তা বুঝবেন।

আমি যা দেখলাম, তাতে বুঝলাম যে এই জাতীয় শুভেচ্ছার আধারের উপস্থিতি আমাদের কালের এক বিরাট রাজনৈতিক তথ্য। আর কোন পাশ্চাত্য জাতির এ সম্পদ নেই। আমাদের এই সম্পদ, স্বাধীনতা ও ন্যায়নিষ্ঠার মানবীয় অনুসন্ধানে পৃথিবীর জনগণকে সম্মিলিত করার প্রচেষ্টায় ব্যবহৃত হোক। আমাদের যা আশা ও তাদের যে আকাঙ্খা তা ধ্বংস করার জন্য যে অতিকায় হীনশক্তি সচেষ্ট রয়েছে, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আমাদের সঙ্গেই একযোগে কাজ করার জন্য, নিঃসংশয়ে এই জলাধারটি সংরক্ষণ করতে হবে। এই শুভেচ্ছার জলাধারের সংরক্ষণ একটি পবিত্র দায়িত্ব। শুধু পৃথিবীর অভীপ্সাময় জনগণের জন্য নয়, সকল মহাদেশে সংগ্রামরত, আমাদেরই এই বংশধরদের জন্য আমাদের এই জলাধার সংরক্ষণ করতে হবে। কারণ এই আধারের জল পরিষ্কার, তেজবর্ধক স্বাধীনতার জল।

যে কারণে আমরা যুদ্ধ করছি ঘোষণা করেছি সেই আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে যতক্ষন না আমরা কোনও প্রকার চালাকীর বশীভূত হব, ততক্ষণ হিটলার বা মুসোলিনী বা হিরোহিতো কেউই তাদের প্রচার

কার্য বা বাহুবলে আমাদের কাছ থেকে এই শুভেচ্ছার মিলনীশক্তি কেড়ে নিতে পারে না—(পৃথিবীতে এ-জাতীয় অপর কোনও মিলনী-শক্তি নেই)—বা আমাদের দ্বিধা বিভক্ত করতে বা মিত্রশক্তির ভিতর বিভেদ সৃষ্টি করতে পারবে না। কিন্তু স্বার্থানুকূলতার নীতি অযৌক্তিক হয়ে উঠবে। কারণ আমাদের আদর্শ ও নীতি সম্বন্ধে পৃথিবীর জনগণের বিশ্বাসের ফলে যে অমূল্য আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক সম্পদ আমরা লাভ করেছি, তা হারাতে হবে।

প্রাচীন পৃথিবীর চক্রান্তানুযায়ী, ধর্ম, জাতি ও বর্ণ সংক্রান্ত কৌশলে যদি আমরা বিজড়িত হয়ে পড়ি, তাহলে দেখা যাবে যে আমরা সখের কূটনীতিবিদ। কিন্তু যদি আমরা আমাদের ভিত্তিগত নীতির প্রতি নিষ্ঠাবান হই, তাহলেই দেখা যাবে পৃথিবীর সকল অংশের জনগণের আকাঙ্খা ও আদর্শানুযায়ী আমরা পেশাদার হয়ে উঠেছি।

কেন আমরা যুদ্ধ করছি

এই যুদ্ধ একটা বিপ্লব, পৃথিবীব্যাপী মানব-মনের চিন্তাধারার বিপ্লব, জীবনধারার বিপ্লব, একথা বলা অনর্থক হয়ে উঠেছে। কিন্তু যে বিপ্লব ঘটছে, আর আমি সচক্ষে যা দেখেছি তা নিরর্থক নয়। সেই বিপ্লব, উত্তেজনাময় ও আতঙ্কর। এই বিপ্লব, পারিপার্শ্বিক অবস্থা পরিবর্তনের জন্য মানব-মনের বিরাট অন্তর্নিহিত শক্তির একটা সজীব প্রমাণ, যে স্বাধীনতায় সব কিছু সুলভ, নবজাগ্রত বিশ্বাস ও সহজাত প্রবৃত্তিবশে সেই স্বাধীনতার জন্যই এই যুদ্ধ। এই বিপ্লব উত্তেজনাময় ও আতঙ্কর কারণ সম্মিলিত জাতি সমূহের বিভিন্ন অংশ, এমন কি তাদের নেতৃবৃন্দ, কিজন্য এই যুদ্ধ সে বিষয়ে একটা সম্মিলিত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন নি, অথচ আমাদের যুদ্ধরত সৈনিকদের এই ভাবধারায় অভিষিক্ত করার প্রয়োজন রয়েছে।

মানবজাতীর উন্নয়নে বেয়নেট ও কামানের যে কোন অংশই থাক, ভাবাদর্শের ভূমিকা কিন্তু অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও উত্তরকালে অধিকতর প্রত্যয়মূলক। ঐতিহাসিক যুগে মানুষ মনুষকে শুধু সংহার করার আনন্দেই যুদ্ধ করেনি। একটা উদ্দেশ্যের জন্য তাঁরা যুদ্ধ করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে সেই উদ্দেশ্য হয়ত তেমন প্রেরণাময় হয়নি, কখনও হয়ত অত্যন্ত স্বার্থমূলক হয়ে উঠেছে, কিন্তু উদ্দেশ্যহীন যুদ্ধের জয়লাভ,—বিজয়হীন যুদ্ধ হিসাবে বিবেচিত হবে।

উদ্দেশ্যমূলক যুদ্ধের এক উল্লেখযোগ্য উদাহরণ আমাদের আমেরিকান বিপ্লব। আমরা ইংরাজদের ঘৃণা করি বা সংহার করতে চাই এই উদ্দেশ্যে

যুদ্ধ করিনি, আমরা যুদ্ধ করেছি স্বাধীনতার জন্য, স্বাধীনতা আমাদের একান্ত কাম্য ছিল তাই স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা যুদ্ধ করেছি; পৃথিবীর কাছে স্বাধীনতা যা রূপ ও অর্থ নিয়ে আছে, সেই হিসাবে একথা বলা বোধকরি সমীচিন হবে যে ইয়র্ক টাউনে যে বিজয়লাভ হয়েছে, তা পৃথিবীর ইতিহাসে এক বৃহত্তর অস্ত্রযুদ্ধের স্মারক হয়ে আছে। আমাদের সেনাদল বৃহৎ ও অপরাজের ছিল বলেই এই বিজয়লাভ ঘটেনি, বিজয় ঘটেছিল তার কারণ আমাদের উদ্দেশ্য ছিল স্পষ্ট, উচ্চ ও সুনির্দিষ্ট।

দুঃখের বিষয় ১৯১৪-১৮-র যুদ্ধ সম্পর্কে এ কথা বলা যায় না। এ কথা আজ প্রায় ঐতিহাসিক সত্যে পৌছেচে যে এই যুদ্ধ বিজয়হীন যুদ্ধ। একথা অবশ্য সত্য যখন আমরা যুদ্ধে রত ছিলাম তখন আমরা ভেবেছি বা বলেছি যে একটা উচ্চ আদর্শের জন্য লড়্ছি। আমাদের কমাণ্ডার-ইন্-চীফ্, উড্রো উইলসন আমাদের উদ্দেশ্য ওজস্বিনী ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন। আমরা পৃথিবীকে গণতন্ত্রের পক্ষে নিরাপদ করে তোলবার জন্যই যুদ্ধ করছিলাম। এই নিরাপদ করা একটা স্লোগান বা ধ্বনিমাত্র নয়, "চতুর্দশ দফা" বা Fourteen Points[১] নামে খ্যাত

(১) **Fourteen Points**—১৯১৪-১৮ মহাযুদ্ধের সমাপ্তিসাধনে প্রেসিডেণ্ট উড্রো উইলসন, ৮ই জানুয়ারী ১৯১৮ তারিখে প্রদত্ত বক্তৃতায় এই চতুর্দশ দফা নীতির উল্লেখ করেন। ১ম দফা (গোপন কূটনীতির বিলোপসাধন) এবং ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৯ম দফাগুলি প্রতিপালিত হয়নি, বাকীগুলি এবং বিশেষতঃ দশম (অষ্ট্রিয়া হাঙ্গেরীতে স্বায়ত্বশাসনের ক্রমোন্নতিতে অব্যাহত সুযোগ দান) ও দ্বাদশ (তুর্কীর অ-তুরস্ক অঞ্চলের ক্রমোন্নতিসাধন ও দার্দানেলিসে অবাধ গতিবিধি দান) দফাদ্বয় একটু অধিকভাবেই প্রতিপালিত হয়েছিল। ৪র্থ দফা (নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত প্রস্তাব) প্রতিপালিত হয়নি বলে জার্মানী উত্তরকালে অনুযোগ করে, তারা বলে "Germany had laid down her arms in 1918 in trust of Wilson's promises and had been deceived."

—অনুবাদক

মতবাদ গ্রহণ করে, ও "জাতি সংঘ" বা League of Nations প্রতিষ্ঠা করে সদিচ্ছার সততা প্রমাণিত করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যগুলি নিঃসন্দেহে মহৎ। কিন্তু শান্তি চুক্তিতে যখন এই মতবাদ কার্যকরি করার-চেষ্টা হল তখনই মারাত্মক ত্রুটী আবিষ্কৃত হল। আমরা দেখলাম যে আমরা এবং আমাদের মিত্রশক্তিগুলি উদ্দেশ্যগুলি পালন করতে একমত হলেন না। একদিকে আমাদের মিত্রপক্ষের কেউ বা গুপ্ত চুক্তি করে বসলেন, আর মিঃ উড্রো উইলসনের নীতি গ্রহণের চাইতে সেইসব গোপন চুক্তি পালনে ও ঐতিহ্যময় শক্তিতান্ত্রিক কূটনীতি পালনেই তাঁরা অধিকতর আগ্রহবান হয়ে উঠলেন।

অপরদিকে আমরাও পৃথিবীকে যেমন বুঝিয়েছিলাম তদনুযায়ী আমাদের ঘোষিত নীতি প্রতিপালনে গভীর আন্তরিকতা প্রদর্শন করিনি। ফলে এই দাঁড়াল, যে সব উদ্দেশ্যের জন্য যুদ্ধ করা হয়েছিল তার অধিকাংশই পরিত্যক্ত হল। এই উদ্দেশ্যগুলি পরিত্যক্ত হয়েছিল বলেই সেই যুদ্ধ আমাদের যুগে এক বিরাট ব্যর্থ হানাহানি হিসাবে অস্বীকৃত হয়েছে। কোটি কোটি লোকের জীবনহানি ঘটেছে। কিন্তু তাদের সেই আত্মবলিদানের ভষ্মরাশি থেকে কোন নূতন ভাবধারা, নূতন অভীপ্সার উদ্ভব হয়নি।

এখন আমার ধারণা, এইসব দিক বিবেচনা করলে আমরা এক অপরিতজ্য মীমাংসায় পৌঁছব। আমার বিশ্বাস, আমাদের এই সিদ্ধান্ত করতে হবে যে যুদ্ধের ভিতর যা লাভকরা যায়নি, শান্তির ভিতর তাকে পাওয়া যাবে না। আমি এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছিনা। একথা অবশ্য সত্য যে যুদ্ধের চাপে যে সব খুঁটিনাটি বিচার করা সম্ভব নয় শান্তি বৈঠকে সেইসব বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচিত হবে। আমরা—(অর্থাৎ আমরা এবং আমাদের মিত্রশক্তি)—অবশ্য যুদ্ধ জয়ের পর বর্মা সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে সে কথা জাপানের

সঙ্গে যুদ্ধ থামিয়ে বিবেচনা করতে পারি না, কিংবা পোলাণ্ডের যুদ্ধোত্তর অবস্থার বিস্তারিত ব্যবস্থার জন্য হিটলারের প্রতি চাপের দৃঢ়ত্ব এখন কমাতে পারি না।

এখন এই যুদ্ধকালেই, আমাদের মতবাদগুলির জয়লাভই প্রয়োজনীয়। আমাদের মীমাংসার ধারা কি তা জানা দরকার। আবার উদাহরণ স্বরূপ আমেরিকান বিপ্লব উল্লেখ করছি। যখন সেই যুদ্ধ চালানো হয়েছিল, তখন য়ুনাইটেড ষ্টেটস অফ আমেরিকা সম্বন্ধে কারো বিন্দুমাত্র ধারণা ছিলনা, কনষ্টিট্যুশন বা শাসনতন্ত্রের কথা কেউ শোনেনি। বিস্তারিত বিষয়াবলী শুধু দেশের শ্রেষ্ঠতম চিন্তানায়কদের মনেই ছিল, আর সকল বিষয় তাঁাদর কাছেও স্পষ্ট ছিলনা। বিরাট রাজনৈতিক কাঠামো যা পরে য়ুনাইটেড ষ্টেটস্ অফ আমেরিকায় পরিণত হল তার ভিত্তিগত নীতি স্বাধীনতার ঘোষণায় ও তৎকালীন সঙ্গীত ও বক্তৃতাবলীর ভিতর, আন্তরাষ্ট্রিক আলোচনা ও আতলান্তিক কূলের সকল সৈনিক শিবিরের ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনার ভিতরই নিহিত ছিল। আস্পষ্ট ঘোষণা ও নগণ্য রাজনৈতিক দলের প্রভাব যদিচ মাসাচুসেট ও ভার্জিনিয়া প্রদেশ একত্রিত ছিল তবুও তার অধিবাসীবৃন্দের যে কারণের জন্য যুদ্ধ ও যে লক্ষ্যে তাঁরা পৌছিতে চায় সে বিষয়ে তাদের মধ্যে একটা রীতিমত মতৈক্য ছিল।

যুদ্ধকালেই যদি এই মতৈক্য না থাকত, ম্যাসাচুসেটস্ ও ভার্জিনিয়া নিশ্চয়ই যুদ্ধান্তে শান্তি প্রস্তাবে একমত হতে পারত না। যা যুদ্ধে পেয়েছিল, শান্তিতে তারা তাই লাভ করেছিল, একবিন্দু বেশী বা কম নয়। এই সত্য যদি, প্রত্যক্ষ না হত, তাহলে একটা দুর্ঘটনার উল্লেখ করে প্রমাণ করা যেত। এই দুটি ষ্টেটের জনগন নিগ্রোদের স্বাধীনতা ও দাসত্ব সম্পর্কিত সিদ্ধান্তে একমত হতে পারেনি। ফলে এই হল যে দক্ষিণের দাস নিগ্রোদের মধ্যে, উত্তর অপেক্ষা একটা বিভিন্ন অর্থনীতির

সৃষ্টি হ'ল আর তার ফলে আর একটি অধিকতর ভয়ঙ্কর যুদ্ধের উদ্ভব হ'ল।

এই সামান্য উদাহরণ থেকে এবং ইতিহাসের অনুরূপ উদাহরণ থেকে আমাদের আজ কি কর্তব্য তা কি আমরা স্থির করে নিতে পারি না? আমাদের নিজস্ব "বিপ্লবের" মত, এখানে খুঁটিনাটির ঐক্যের প্রয়োজন নেই আর তা বাঞ্ছনীয় নয়। তবে আমরা যদি গত যুদ্ধের অশুভ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করতে না চাই, একটা নীতিগত ঐক্যে উপনীত হতেই হবে। এবারও শুধুমাত্র মিত্রশক্তির নেতাদের মধ্যেই এই ঐক্য থাকা চাই। নীতি সম্পর্কিত যে ভিত্তিগত ঐক্যের কথা আমি ভেবেছি তা মিত্রশক্তির জনগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আমাদের সকলকে নিশ্চিত হতে হবে যে আমরা সকলে অপরিহার্য ভাবে একই উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করছি।

এখন, এর প্রকৃত অর্থ কি? এর অর্থ, আমরা সকলেই প্রশান্ত মহাসাগর বা আতলান্তিক অতিক্রম করে, বা এই আমাদের স্বদেশেই খোলাখুলি কথা বলব, ভাব বিনিময় করতে পারব! আমরা আমেরিকায় কি চিন্তা করছি তা যদি বৃটিশ জনগণ জানতে না পারে, ও অন্তরে উপলব্ধি করতে না পারে, বা ইংলণ্ডে ও কমনওয়েলথে তাঁরা কি চিন্তা করছেন আমরা জানতে না পারি তাহ'লে মীমাংসার কোনো আশাই নেই। রাশিয়া ও চীনের জনগণের কি লক্ষ্য আমাদের জানা উচিত আর আমাদের লক্ষ্যও তাদের জানানো উচিত। নেতৃবৃন্দের সন্ত্রাসকর নীতির জন্য পাছে কোনরূপ অসুবিধাজনক অবস্থা সৃষ্টি হয় সেই হেতু সেই দেশের অধিবাসীদের কণ্ঠরোধ করা একরকম মূর্খতা—একপ্রকার আত্মহত্যা।

একটা উদাহরণ দিচ্ছি, আমাদের বলা হয়েছে, বে-সামরিক নাগরিক, যারা সমর নীতিতে দক্ষ নয়, বা শাসনব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্ক-

হীন, তারা সামরিক, শিল্পীয়, অর্থ-নৈতিক বা রাজনৈতিক প্রভৃতি যুদ্ধ পরিচালনা সংক্রান্ত কোনো ব্যাপারে কোনো প্রকার মন্তব্য করতে বিরত থাকবেন। বলা হয়েছে নির্বাক থেকে নেতৃবৃন্দ এবং বিশেষজ্ঞদের এইসব সমস্যার অব্যাহতভাবে সমাধানের সুযোগ দিতে হবে।

এই পরিস্থিতির ফলে একটি কঠিন প্রাচীরের সৃষ্টি হচ্ছে, যদ্দারা সত্য বাহিরে প্রকাশ হবেই। আর ভুল বোঝানো ও ভ্রান্ত নিরাপত্তা আবদ্ধ হয়ে থাকবে। আমার প্রত্যাবর্তনের পর. আমেরিকাবাসীদের জানিয়েছিলাম যে অনেক দিক দিয়ে আমরা ভালো কাজ করছিনা: আমরা বিজয়ের পথে আছি বটে, তবে প্রয়োজনাতিরিক্ত মানুষ ও মশলা ব্যায় করার গুরু দায়িত্ব বহন করে চলেছি। এই বিবৃতির ভিত্তি প্রকৃত তথ্যের উপর। এইসব তথ্যের সেন্সার হওয়া উচিত নয়। সকলের কাছে এই সংবাদ সুলভ হওয়া উচিত। যদি আমরা আমাদের ত্রুটি স্বীকার না করি ও সংশোধনের চেষ্টা না করি তাহলে যুদ্ধাবসানের পূর্বেই আমাদের অর্ধেক মিত্রশক্তির বন্ধুত্বেরও অবসান হবে আর তারপর শান্তিও হস্তচ্যুত হবে।

এই যুদ্ধ জয় করতে হলে এই যুদ্ধ আমাদের যুক্ত করে তুলতে হবে এ কথা সরল তথ্য। আর তা করতে হলে শুধুমাত্র সামরিক নিরাপত্তা জনিত সংবাদ বাদ দিয়ে এ বিষয়ে আমাদের যতদূর সম্ভব জানান উচিত। অর্বাচিনোচিত সেন্সার ব্যবস্থায় এ অবস্থা সৃষ্টি করা সম্ভব নয়।

ফ্রান্সে ম্যাজিনো নামে এক সমরনেতা ছিলেন। একজন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ফরাসী ভদ্রলোক প্রসঙ্গত প্রস্তাব করলেন যে আধুনিক যুদ্ধ এমনই ধারায় চালিত যে বিমান ও ট্যাঙ্কবাহিনীর কাছে ভূগর্ভস্থ দুর্গ যথেষ্ট নয়, তাঁকে বলা হয়েছিল বিষয়টি বিশেষজ্ঞদের হাতে ছেড়ে দিলে

ভালো হয়। আজ পর্যন্ত এই যুদ্ধের ইতিহাস এমন নয় যে আমাদের রাজনীতি সমরনীতি ও নৌবাহিনীর নেতৃবৃন্দ অপরাজেয়তা সম্পর্কে আমাদের মনে একটা দৃঢ় বিশ্বাস উদ্রেক করে।

গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র সততা ও স্বাধীনচিন্তা প্রসূত জনমতের কড়া চাবুকে সামরিক বিশেষজ্ঞ ও আমাদের নেতৃবৃন্দকে সচেতন রাখতে হবে।

উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করছি যে উত্তর আফ্রিকার পৌনপৌনিক অসাফল্য সম্পর্কে প্রকাশ্য সমালোচনার ফলে সেই রণাঙ্গনে নায়কের পরিবর্তনসাধন হয়েছিল। আমি যখন ইজিপ্টে ছিলাম তখন সেই নূতন নায়কত্বের ফলেই রোমেলকে থামান হয়েছিল। আমার মনে হয় সেই জয়ের কৃতিত্ব কতকাংশে ব্রিটিশ জনসাধারণের প্রাপ্য।

যুক্তরাষ্ট্রে জন-সাধারণের মনে হতে পারে যে স্বৈরতন্ত্রমূলক Absolutism শাসনব্যবস্থায় জনমত বলে হয় ত কিছু নেই। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু যে সব স্বৈরতন্ত্রমূলক শাসনব্যবস্থাধীন দেশে আমি গিয়েছি, জন-সাধারণ কি ভাবছে সে কথা জানাবার কর্তৃপক্ষের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। এমন কি ষ্ট্যালিনের ও নিজস্ব প্রথায় "Gallup-Poll" ব্যবস্থা আছে, ইতিহাসে বলে যে নেপোলিয়ান তাঁর প্রতিষ্ঠার চরম মুহূর্তে মস্কোর বিধ্বস্ত অঞ্চলে শাদা ঘোড়ার পিঠে বসে প্যারীর জনতা কি ভাবছে সেই কথা জানার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁর সৈনিক-হরকরার আগমন প্রতীক্ষা করতেন।

পৃথিবীর সর্বত্র যে সব দেশ দেখেছি, সেখানেই লক্ষ্য করেছি যুদ্ধ পরিচালনা ও যুদ্ধোত্তর শান্তি পরিকল্পনা সম্পর্কে সেখানকার জনমত প্রবলভাবে প্রবহমান। বাগদাদের অসংখ্য কফি হাউসের, প্রায় প্রত্যেকটিতেই এই আলোচনা শুনেছি। রাশিয়াতে বিরাট কারখানায়, সভায় এবং সর্বত্র এই আলোচনাই চলে, সোভিয়েট রাশিয়া সম্পর্কে

সাধারণ ধারণা হিসাবে একথা একটু বৈষম্য. মনে হতে পারে, কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ার জনগণ আমাদের মতোই স্বাধীনভাবে সব কথা আলোচনা করে। চীনের সংবাদপত্রগুলি আমাদের মত অনিয়ন্ত্রিত না হলেও তারা আশ্চর্যজনক স্বাধীনতার সঙ্গে জনমত গঠন ও প্রতিফলিত করে। চীনে যার সঙ্গে কথা বলেছি, কম্যুনিষ্ট নেতা ও কারখানা শ্রমিক বা কলেজের অধ্যাপক বা সৈনিক, নিজস্ব মতবাদ প্রকাশে কেউ দ্বিধা করেন নি, অনেকক্ষেত্রে এই মতবাদ আবার সরকারী নীতি বিরোধী।

সকল দেশেই রণাঙ্গণের পিছনে জনগণের মনে ক্লান্তি ও সংশয় লক্ষ্য করেছি। সকলেই একটা সম্মিলিত উদ্দেশ্য সন্ধান করছে। যুদ্ধান্তে আমেরিকা ও বৃটেন সম্পর্কে যে সমস্ত প্রশ্ন করা হয়েছিল, বা যখন চীনে ছিলাম তখন রাশিয়া সম্পর্কে যেভাবে জিজ্ঞাসিত হয়েছিলাম তার মধ্যেই এই ভাব পরিস্ফুট ছিল।

আত্ম-বলিদান যদি কিঞ্চিৎ পরিমাণে ফলপ্রদ হয় এমন আশ্বাস পাওয়া যায় তাহলে জগতের জনগণ অভূতপূর্ব আত্মত্যাগের জন্য আগ্রহ, দাবী নিয়ে, বুভুক্ষিত ও আকাঙ্ক্ষাময় চিত্তে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে মনে হল।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপেও এই মনোভাব ছিল। রক্তপাত ও যুদ্ধ জনিত ক্লেশের এ এক অবশ্যম্ভাবী অনুসিদ্ধান্ত। অতঃপর ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে লেলিন এর একপ্রস্থ উত্তরদান করেছিলেন। কিছু পরে উইলসনও আর একদফা উত্তর দিয়োছলেন। উভয় দফায় প্রদত্ত উত্তরাবলী যুদ্ধে কখনও "রক্ত-ও-মাংস" গত অংশ হয়ে উঠেনি, কিন্তু বিভিন্ন চুক্তি ও শান্তি প্রস্তাবের মধ্যে অবশ্য কিছু কিছু চাপানো হয়েছিল। কিন্তু কোনো দফা জবাবেই যুদ্ধের হাত থেকে নিস্কৃতি পাওয়া যায়নি, বা শক্তি লাভের জন্য মূল্যবান হানাহানির উর্ধেও কখনো ওঠেনি, যুদ্ধ বিরতিতে (armistice) এর সমাপ্তি, প্রকৃত শান্তিতে নয়।

আমার বিশ্বাস হয় না যে এই যুদ্ধও অনুরূপ হয়ে দাঁড়াবে। এখন এই যুদ্ধকালে গ্রেটব্রিটেন ও ফ্রি কমনওয়েলথ, এবং আমেরিকান, রাশিয়ান ও চৈনিক জনগণের মনে একই উদ্দেশ্যের উদ্ভব হয়েছে, কিন্তু আমাদের এই সম্মিলিত উদ্দেশ্যকে উচ্চারিত ও প্রকৃত করে তুলতে হবে।

যুদ্ধকালেই যুদ্ধের উদ্দেশ্য সুপ্রকট করতে হবে। আমি কতকটা স্বেচ্ছাকৃতভাবেই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণের মধ্যে এই আলোচনা উদ্বুদ্ধ করেছি। কি জন্য যুদ্ধ ও যুদ্ধান্তে কি তাদের আশা এ বিষয়ে পৃথিবীর জনগণ একটা সম্মিলিত সিদ্ধান্তে পৌছবার পূর্বেই এই যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে এই সম্বন্ধে আমার মনে নিয়তই একটা শঙ্কা আছে। গত যুদ্ধে এবং যুদ্ধান্তের পরও আমি একজন যোদ্ধা ছিলাম, আমাদের বহু উজ্জ্বল স্বপ্ন আমি মিলিয়ে যেতে দেখেছি, সংশয়বাদীদের কাছে আমাদের মর্মস্পর্শী শ্লোগান উপহসিত হয়েছে, আর সবই যা ঘটেছে তার কারণ যুদ্ধরত জনগণ যুদ্ধকালে কোনো সম্মিলিত যুদ্ধোত্তর নীতিতে পৌছতে পারেনি। এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন আর না ঘটে, এ আমাদের দেখা কর্তব্য।

কোটি কোটি লোক এই যুদ্ধে ইতিমধ্যেই নিহত হয়েছে, আর আরো অনেক কোটি যুদ্ধ শেষ হবার পূর্বেই নিহত হবে। এই যুদ্ধের সম্মিলিত সহযোগিতার মধ্যেই যদি বৃটিশ, ক্যানাডিয়ান, রাশিয়ান, চৈনিক ও আমেরিকান এবং আমাদের অন্যান্য যুদ্ধরত মিত্রপক্ষগুলি, যুদ্ধান্তে সমবায় প্রচেষ্টার খুঁটিনাটি ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে কোনো সার্বজনীন সিদ্ধান্তে উপনীত না হতে পারেন, তাহলে আমাদের যুগ ও জীবনে সেটি একটি বিরাট ত্রুটি ও কলঙ্ক হয়ে দাঁড়াবে।

আমাদের নেতৃবৃন্দ সংযুক্ত ও এককভাবে আমাদের সম্মিলিত অভীপ্সার কিছু অংশ প্রকাশ করেছেন। গত নভেম্বর মাসে ন্যু ইয়র্ক হেরাল্ড্ ট্রিবিউন পত্রিকার চলতি ঘটনা স্তম্ভে পাশ্চাত্যজাতি সমূহের

প্রতি প্রদত্ত বাণীতে চিয়াং কাইশেক একটি চমৎকার অভিমত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন:

"পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের পরিবর্তে এশিয়ায় নিজস্ব বা অপর কারো প্রাচ্য সাম্রাজ্যবাদ বা স্বাতন্ত্র্যনীতি প্রতিষ্ঠার বাসনা চীনের নাই। আমরা বিশ্বাস করি যে বিশেষ আনুগত্য ও দেশগুলিকে ক্ষুদ্রাংশে বিভক্ত করার সংকীর্ণ আদর্শ, (যা পরিশেষে বৃহত্তর যুদ্ধের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে,) পরিত্যাগ করে, পৃথিবীব্যাপী একতার জন্য, একটা কার্যকরী প্রতিষ্ঠান গঠন করতে হবে। আত্ম-স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ নূতন জগতে স্বাতন্ত্র্য ও সাম্রাজ্যবাদ নীতির যে কোনো প্রকার রূপ পরিহার করে, পৃথিবীব্যাপী প্রকৃত সহযোগিতার সূত্র রচনা না করলে, আপনাদের বা আমাদের কারো দীর্ঘস্থায়ী নিরাপত্তা থাকবে না।"

এর সঙ্গে ৬ই নভেম্বর ১৯৪২-এ, অক্টোবর বিপ্লবের পঞ্চবিংশ বার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে ষ্ট্যালিন কর্তৃক প্রদত্ত কার্যসূচী, যা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, তা যোগ করা যাক্—

"জাতিগত অনন্যসাধারণত্ব বর্জন। সব জাতির সমত্ব ও তাদের ভৌগোলিক সীমানার অখণ্ডত্ব স্বীকার। পরাধীন জাতিসমূহের মুক্তি ও তাদের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠা। স্বেচ্ছানুসারে প্রত্যেক জাতির নিজস্ব ঘরোয়ানীতি পরিচালনার অধিকার প্রদান।

দুর্গতজাতি সমূহকে অর্থনৈতিক সাহায্যদান ও তাদের লৌকিক মঙ্গলকল্পে সহায়তা করা।

গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

হিটলারী শাসনতন্ত্রের ধ্বংস সাধন।"

ফ্রাঙ্কলীন রুজভেল্ট চতুর্বর্গ স্বাধীনতার কথা (Four Freedoms) ঘোষণা করেছেন, আর ফ্রাঙ্কলীন রুজভেল্টের সহযোগে উইনষ্টন চার্চিল পৃথিবীর কাছে Atlantic Charter "অতলান্তিক সনদ" চুক্তির কথা ঘোষণা করেছেন।

ষ্ট্যালিনের বিবৃতি ও অতলান্তিক সনদের মধ্যে একই রকমের বিভ্রান্তিকর সিদ্ধান্ত আছে মনে হয়। নিজস্ব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক

ও সামরিক সার্বভৌমদের সংগে পশ্চিম য়ুরোপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসমূহের প্রাচীন বিভাগ-গুলির পুনঃপ্রতিষ্ঠার আভাষ এই বিবৃতিতে আছে। এই পচা পদ্ধতিতেই য়ুরোপে কোটি কোটি লোক হিটলারের প্রস্তাবিত নব-

---

অতলান্তিক সনদ—১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই আগষ্ট তারিখে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও উইনষ্টন চার্চিল অতলান্তিক বক্ষে "প্রিন্স অফ্ ওয়েলস্" জাহাজে বসে এই সনদ রচনা করেন এবং ঐ তারিখে এই সনদের কথা পৃথিবীময় ঘোষিত হয়। এই সনদ অনুসারে বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্মিলিত আন্তর্জাতিক নীতি নিম্নলিখিত আট দফায় নির্ধারিত হয়।

(১) উভয় দেশ কোনো সীমানা অতিরিক্ত দেশের দাবী করেন না (২) জাতিসমূহের স্বাধীন ইচ্ছা ভিন্ন কোনো প্রকার সীমানা পরিবর্তনে তাদের ইচ্ছা নাই (৩) নিজস্ব শাসন ব্যবস্থা নির্বাচনে জাতিগণের স্বাধীনতা; বল প্রয়োগের ফলে যাদের স্বাধীনতা হানি ঘটেছে তাদের স্বাধীনতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। (৪) পৃথিবীর বানিজ্যে ও কাঁচামালে সকলের সমানাধিকার (৫) সকল জাতির মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগীতা (৬) সকল জাতি নিজস্ব সীমানার ভিতর নিরাপত্তায় বসবাস করবে, ভয় ও অভাব থেকে মানুষ মুক্ত থাকবে (৭) সমুদ্রে সকল জাতির বাধাহীন বিচরণ (৮) যে সব জাতি অপরের সীমানায় আক্রমণ করবে, তাদের অস্ত্রহীন করা হবে ইত্যাদি।

এই ঘোষণা প্রকাশের পর সর্বত্র বিশেষ চাঞ্চল্য অনুভূতি হয় এবং শুধু মাত্র পাশ্চাত্যখণ্ড এই ঘোষণার অন্তর্গত না প্রাচ্যেও এই ঘোষণা বলবৎ এই সম্পর্কে তুমুল আলোচনা চলে, ভারতবর্ষ এই সনদের অন্তর্ভুক্ত কি না সে বিষয়েও মতামত সংশয়াচ্ছন্ন থাকে।

বিগত ১৯শে ডিসেম্বর ১৯৪৪ তারিখে, ওয়াশিংটনে, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট এক সাংবাদিক সম্মিলনে বলেন—আতলান্তিক সনদে কেহ সই করে নাই, উহার নকলও নাই, কোনোদিন আনুষ্ঠানিক ভাবে ঐ দলিলের অস্তিত্বও ছিল না। উহা তাড়াতাড়িতে রচিত একটি খসড়া মাত্র, চার্চিল সেই খসড়া সংশোধিত করেন এই পর্যন্ত, সুতরাং উহার কোনও মূল্য নাই। জর্জ বার্ণাড শ' বলেন অতলান্তিক সনদের সমাধি ঘটেছে। —অনুবাদক

বিধানে (New Order) মোহিত হয়েছে। হিট্‌লারের অত্যাচার স্বত্বেও নিজস্ব সীমানার পরিধি বাড়িয়ে আধুনিক জগতের অর্থনৈতিক অবস্থার কিঞ্চিৎ সুবিধা গ্রহণ করা যেতে পারে, এই আশা অনেকেই করেছিল।

যাই হোক, জেনারেলিসিমোর বিবৃতি, মার্শাল ষ্ট্যালিনের ঘোষণা, অতলান্তিক সনদের ব্যবস্থাবলী ও চতুর্বর্গ স্বাধীনতার নীতি একটা বিরাট প্রগতির চিহ্ন, এবং পৃথিবীর সর্বত্র এতদ্বারা একটা তীব্র আশার সঞ্চার হয়েছে।

ঘোষণা অনুসারে এই নীতিগুলি যদি প্রতিপালিত না হয় বা জাতি-সমূহের স্বতন্ত্র অভীপ্সায় এই নীতি প্রতিপালন করা সম্ভব না হয়, তাহলে পৃথিবীর জনগণ একটা মর্মান্তিক সংশয়ে আচ্ছন্ন হয়ে পড়্‌বে এবং পৃথিবীতে নব-বিধান আনার সকল আশা চূর্ণ হবে।

নেতৃবৃন্দের দ্বারা ঘোষিত এই দলিলগুলির নীতি তাঁদের অন্তরের কথা কি না তা দেখার জন্য সকল দেশের জনসাধারণ উৎকণ্ঠ আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে।

আমার এই যাত্রারম্ভের পূর্বে মিঃ উইনষ্টন চার্চিল অতলান্তিক সনদ সম্পর্কে দু'টি বিবৃতি দিয়েছিলেনঃ (১) নাৎসী কবলিত য়ুরোপের রাষ্ট্র ও জাতিগুলিকে স্বায়ত্ব শাসন দান, জাতীয় জীবন ও সার্বভৌমত্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করাই এই সনদের রচয়িতাদের কাছে প্রাথমিক কর্তব্য বিবেচিত হয়েছে। এবং (২) "ভারতবর্ষ, বর্মা ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলের উন্নয়ন ও শাসনতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নীতি বিষয়ক যে সব বিভিন্ন বিবৃতি মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়, তা অতলান্তিক সনদের আওতায় পড়ে না।"

যে সব দেশে আমি গিয়েছি, প্রকৃতপক্ষে প্রায় সব দেশেরই প্রধান মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র সচিব, আমাকে প্রশ্ন করেছেন যে এর অর্থ কি অতলান্তিক সনদ শুধু পশ্চিম য়ুরোপেই প্রযোজ্য। আমি তাঁদের

বলেছিলাম যে, মিঃ চার্চিল কি বল্‌তে চান, তা অবশ্য আমার জানা নেই, তবে মিঃ চার্চিল যখন বলেছেন, এই সনদের রচয়িতাদের মনে য়ুরোপের কথাই জেগেছিল, তদ্বারা একথা বোঝায় না যে অন্যান্য দেশগুলি এই সনদের আওতায় পড়ে না। আমার প্রশ্নকর্তারা আমার এই উত্তর আইন মাফিক এবং তুচ্ছজ্ঞানে পাশ কাটিয়েছেন। মিঃ চার্চিল যখন পরে পৃথিবী-চাঞ্চল্যকর মন্তব্য করেন, "আমরা আমাদের স্বত্ব স্বামীত্ব অক্ষুন্ন রাখ্‌তে চাই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি ঘোষণার আসরে সভাপতিত্ব করার জন্য আমি সম্রাটের প্রধান মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিনি।" ("We mean to hold our own. I did not become His Majesty's first minister in order to preside over the liquidation of the British Empire.") তখন এই কারণেই আমি এত মর্মান্তিক অন্তর্জ্বালা অনুভব করেছিলাম। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী, বহু ব্রিটিশের সঙ্গে আলাপ করে, ব্রিটিশ সংবাদপত্র দেখে, এবং ইংলণ্ডের জনগণ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ থেকে প্রাপ্ত অসংখ্য পত্রে বুঝেছি যে, যুক্তরাষ্ট্রের ব্রিটিশ জনসাধারণ এই সব বিষয়ে অধিকতর অগ্রগামী, এবং তজ্জন্য পরে অবশ্য আমি পুলকিত হয়েছি। প্রাচীন সাম্রাজ্যবাদের অবসানে ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্বত্র দ্রুতগতিতে ব্রিটিশ ফ্রী কমনওয়েলথ অফ নেশনস্‌ নীতির প্রসারের জন্য, আমি যতদূর জানি, ব্রিটিশ জনসাধারণের তেমন অনুশোচনা নেই।

ঘোষিত-নীতির অনুপাতে আমাদের নেতৃবৃন্দের নর্থ-আফ্রিকায় অনুসৃত নীতি আমার কাছে একটা বিরাট ট্রাজেডি মনে হয়েছিল। নর্থ অফ্রিকায় আমেরিকান সৈন্যদলের বিজয় গর্বে প্রবেশের পর, প্রেসিডেন্ট তাঁর ঘোষণায়, আমাদের এই প্রবেশের কোনো যথার্থ যুক্তি প্রদর্শন না করে, সেই চিরপুরাতন বাঁধাধরা গণতান্ত্রিক বুলী আওড়ালেন, এই বাণী কোনোদিন কারো চোখে ধাঁধা দিতে পারেনি। বেলজিয়াম

ও হল্যাণ্ড প্রবেশকালে অন্ততঃ হিটলারও অনুরূপ যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন ঃ

"জার্মানী ও ইতালী কর্তৃক আফ্রিকা আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য, (কারণ তা যদি সাফল্যলাভ করে তাহলে তারা পশ্চিম আফ্রিকা থেকে অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ সাগর পথে, আমেরিকার প্রতি প্রত্যক্ষ বিপদের কারণ হয়ে উঠবে) আজ একটি শক্তিশালী আমেরিকান বাহিনী আফ্রিকার ফরাসী সাম্রাজ্যের ভূমধ্যসাগর ও অতলান্তিকস্থ উপকূলে অবতরণ করল।"

তারপর দাঁরলার সঙ্গে ব্যবহার ও পরে পেরুতোঁর নিয়োগে এই নীতিই অনুসৃত হ'ল। আমেরিকার শুভেচ্ছার জলাধার যদি পরিপূর্ণ না থাকত, তাহলে এই বিরাট খরচ মেটানো যেতনা। গ্রেট বৃটেন, রাশিয়া ও য়ুরোপের অধিকৃত অঞ্চলের জনগণ নিজেদের বঞ্চিত ও প্রতারিত মনে করল। ইতিমধ্যেই আমরা ইন্দো-চীন উদ্ধার করে ফরাসীদের হাতে তুলে দেবার খামখেয়ালী প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় সুদূর-চীনে যে প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হয়েছিল, আমাদের এই ব্যবহারে তার উপর আর একটি নিদারুণ আঘাত দেওয়া হ'ল।

উইনষ্টন চার্চিল ও ফ্রাঙ্ক্লিন রুজভেল্ট-ই একমাত্র নেতা নন, যাঁদের কথা ও কাজ তাঁদের ঘোষণার অনুপাতে লক্ষ্য করা হয়। পশ্চিম য়ুরোপ সম্পর্কে রাশিয়ার কি নির্ধারিত নীতি, সে কথা মিঃ ষ্ট্যালিন ঘোষণা না করায়, নেতৃবৃন্দের ঘোষণায় জনগণ অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্ব আরোপ করে।

যদি না আমরা যুদ্ধকালেই পরিকল্পনা রচনা করি ও সেই পরিকল্পনাকে রূপায়িত করি, তাহলে নেতৃবৃন্দের এই সব ঘোষণা বা পৃথিবীর জনগণের মতামতে কিছুই হবে না।

সম্মিলিত জাতি সমূহের চুক্তি যখন ঘোষিত হল, তখন দক্ষিণ

আমেরিকা, আফ্রিকা, রাশিয়া, চীন, ব্রিটিশ কমনওয়েলথ, যুক্তরাষ্ট্র, য়ুরোপের অধিকৃত দেশ সমূহ, এমন কি হয়ত জার্মানী ও ইতালীর কোটি কোটি নর-নারীর মনে একটি স্বপ্নমায়া রচিত হয়েছিল, এই চুক্তির স্বাক্ষরকারীরা যেন সমগ্র মানবজাতির মুক্তির জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সংগ্রামে নেমেছেন। তারা ভেবেছিল যে এই জাতিগুলি যুদ্ধকালে একটা সমবেত সম্মিলনে বসে যুদ্ধকৌশল, অর্থনৈতিক সংঘর্ষ ও যুদ্ধোত্তর কালীন পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করবেন। কারণ তাঁরা জানতেন যে সেই ভাবেই যুদ্ধের দ্রুততর সমাপ্তি আনয়ন করা সম্ভব। তাঁরা আরো জানতেন, এখন একত্রে কাজ করতে শেখা, ভবিষ্যৎকালে একত্রে বাস করার শ্রেষ্ঠতম বীমাকরণ।

সেই চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পরও বৎসরাধিক কাল অতীত হয়েছে। আজ সম্মিলিত জাতিসমূহ একটা বিরাট প্রতীক ও মৈত্রীর চুক্তি। পৃথিবীর এই স্বপ্ন যদি চূর্ণ করতে না চাই, যদি এই সম্মিলিত জাতিসমূহের নর-নারীকে অসংখ্য আশাহত করতে না চাই, তাহলে এখনই, আগামী কাল নয়, আজই, প্রকৃত তথ্যের সম্মুখীন হয়ে, সমবেত সম্মিলনে বসে, শুধু যুদ্ধ জয়ের কথা নয়, মানব-জাতির ভবিষ্যৎ মঙ্গল ব্যবস্থার পরিকল্পনা করতে বসতে হবে।

এই যুদ্ধকালেই একত্রে কাজ করার জন্য আমাদের এমন এক পন্থা উদ্ভাবন করতে হবে যা যুদ্ধান্তেও টিঁকে থাকবে। জাতিক বা আন্তর্জাতিক শাসন ব্যবস্থার সাফল্যজনক পরিণতি শুধু সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের ফলেই সম্ভব। একদিনে তা সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। যুদ্ধোত্তর-কালে সাধারণতঃ যে স্বার্থপরতা ও নৈতিক অধঃপতন ঘটে, বা অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হয়, সেই নবজাগ্রত জাতীয়তার ভাবাবেগের মধ্যে কিছুই গঠন করা সম্ভব নয়। এখন এই সম্মিলিত

জাতি সমূহের সমবেত সংকট কালেই সেই পন্থা উদ্ভাবন করা সম্ভব। দৈনন্দিন সাধারণ সমস্যাবলীর ঘর্ষনে সেই পন্থা কার্যকরী ও মসৃণ করে তুল্‌তে হবে।

অর্থনৈতিক সংঘর্ষ নিবারণকল্পে ও জাতিগণের মধ্যে শান্তি বৃদ্ধির জন্য, যুদ্ধান্তে কোনো পন্থা স্থির করার কথা চিন্তা করা বাতুলতা, যদি না সেই পন্থার মালমশলা, এখনই শত্রুজয়ের এই সমবেত চেষ্টার মধ্যে, সংগৃহীত হয়। এখন এই একযোগে যুদ্ধকালেই যদি সঙ্গতি, শ্রদ্ধা ও পারস্পারিক বোঝাপড়ার মধ্যে কাজ কর্‌তে না পারি, তাহলে যুদ্ধান্তে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের হিসাবের মধ্যে পরিপূর্ণ ভাবে নিয়োগ ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা অলীক স্বপ্নে পরিণত হবে। চীনের সঙ্গে আজ যদি একটা সংযুক্ত সামরিক ষ্ট্রাটেজি রচনা না করি তাহলে কি যুদ্ধান্তে চীন ও সুদূর প্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব হবে? রাশিয়ার সামরিক বিশেষজ্ঞ ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সহযোগে ও সমবেত সম্মিলনে যদি এখনই কাজ কর্‌তে না শিখি, তাহলে কি উত্তরকালে, অসীম সম্ভাবনাময় এই রাশিয়াকে, যুদ্ধোত্তরকালীন সংহত অর্থনৈতিক জগতের বিক্ষেপবৃত্তে (orbit) টেনে আনার কোনো আশা রাখ্‌তে পারব?

আজ আমাদের প্রয়োজন সম্মিলিত জাতিগণের দ্বারা গঠিত একটি পরিষদের, সাধারণ পরিষদ, সকলে একযোগে যেখানে বসে পরিকল্পনা রচনা করবে। নির্বাচিত মুষ্টিমেয় ব্যক্তিবৃন্দ, যাঁরা নিজেদের বিজ্ঞ মনে করেন, এ শুধু মাত্র তাঁদের পরিষদ নয়। আমাদের এমন এক সামরিক ষ্ট্রাটেজির পরিষদের প্রয়োজন, যে পরিষদে, যে সব জাতি যুদ্ধের আঘাত বহন করছেন তাঁরাই প্রতিনিধিত্ব কর্‌তে পারবেন। হয়ত চীনাদের কাছে আমাদের অনেক শিক্ষনীয় আছে, কারণ অতি সামান্য নিয়েই

তারা এত ভালো ভাবে দীর্ঘদিন যুদ্ধ করে চলেছে, কিংবা রাশিয়ার কাছে কিছু শিখ্‌বে, যুদ্ধের আর্ট সম্প্রতি গভীর ভাবেই তাঁরা জেনেছেন।

সম্পূর্ণভাবে যুদ্ধজনিত উৎপাদনের জন্য, সম্মিলিত জাতিসমূহের অর্থ-নৈতিক সামর্থ্য সংযুক্ত করার জন্য ও অর্থনৈতিক সহযোগীতার সম্ভাবনা এখনই সংযুক্তভাবে বিবেচনার জন্য, প্রয়োজন একটি সমবেত পরিষদের।

আর সম্মিলিত জাতি হিসাবে অধিকৃত দেশসমূহ ধীরে ধীরে উদ্ধার করার সঙ্গে, আমাদের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণের জন্য, এখনই একটা নির্দিষ্ট নীতি উদ্ভাবনার প্রয়োজন রয়েছে।

আমাদের বিজয়ী সৈন্যদলের অগ্রগমনের প্রতিক্ষেপেই যে সব সমস্যার উদ্ভব হবে তার জন্য এখনই একটা সংযুক্ত পন্থা উদ্ভাবনার প্রয়োজন। অন্যথায় দেখা যাবে, আমরা একটির পর একটি স্বার্থানু-কূলতার জন্য ভবিষ্যৎ অশান্তির বীজ বপন করে চলেছি। সে অশান্তি জাতি, বর্ণ, ধর্ম ও রাজনীতিগত—আর যাদের আমরা স্বাধীন করতে চলেচি শুধু তাদের মধ্যে নয়, আমাদের এই সম্মিলিত জাতিসমূহের মধ্যেই, অশান্তির আগুন ধূমায়িত হয়ে উঠ্‌বে। এই অশান্তির আগুনই যুগে যুগে সদিচ্ছাসম্পন্ন জনগণের সকল আশা চিরদিন ব্যাহত করে এসেছে।

এই যুদ্ধ মুক্তির যুদ্ধ

পৃথিবীর সর্বত্র যে যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হতে দেখ্‌লাম, মিঃ ষ্ট্যালিনের ভাষায়, সেই যুদ্ধ মুক্তির যুদ্ধ (War of Liberation)। নাৎসী বা জাপানী সৈন্যবাহিনীর কবল থেকে কতকগুলি জাতিকে উদ্ধার করা। আর সেই সব সৈন্যদের শঙ্কা থেকে কতকগুলি জাতিকে ত্রাণ করার জন্যই এই যুদ্ধ। এই পর্যন্ত সকলেই এক মত। কিন্তু মুক্তির অর্থ যে এর চাইতে অধিক কিছু সে বিষয়ে কি আমরা এখনও একমত হয়েছি? বিশেষতঃ যে একত্রিশটি জাতি এখন একযোগে যুদ্ধরত, মুক্তিদানের এই সমবেত দায়িত্বে, স ক ল জনগণকেই কি তারা যোগ্যতা অর্জন করলেই, তাদের স্বাধীনতা দান করে স্বায়ত্বশাসনের সুযোগ দান করতে একমত? যার উপর স্থায়ী স্বায়ত্বশাসন একান্ত নির্ভরশীল সেই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা কি দেওয়া হবে?

এই যুদ্ধে স্বাধীনতার এই দুই দিক আমাদের সততার স্পর্শমণি। যে-স্বাধীনতার জন্য আমরা যুদ্ধ করছি, আমার বিশ্বাস এই উভয়বিধ রূপই তার ভাবাদর্শের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। অন্যথায় আমরা যে শান্তিলাভ করতে পারব না সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত, আর আদৌ যুদ্ধ জয় করতে পারব কিনা সন্দেহ।

চুনকিং-এ ৭ই অক্টোবর, ১৯৪২, আমি চীনাদের কাছে ও বৈদেশিক সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি প্রদান করি, আমার এই পৃথিবী পরিভ্রমণে উপনীত কয়েকটি সিদ্ধান্ত সেই বিবৃতিতে দেবার চেষ্টা করি। অংশত আমি যা বলেছিলাম তা এই:

তেরটি দেশ পরিভ্রমণ করলাম। সাম্রাজ্য, সোভিয়েট, সাধারণতন্ত্র, আত্মাধীন অঞ্চল, উপনিবেশ ও নির্ভরশীল রাষ্ট্র আমি দেখলাম। জীবনধারা, শাসনব্যবস্থা ও শাসিতদের অবস্থার এক হতবুদ্ধিকর বৈচিত্র্য আমি লক্ষ্য করেছি, এই সব দেশেই একটি জিনিষ কিন্তু সমান, আর সাধারণ লোকের আলোচনায় একই কথা শোনা গেছে:

সম্মিলিত জাতির জয়লাভ সকলেরই কাম্য।

এই যুদ্ধাবসানে মুক্তি ও স্বাধীনতার মধ্যে তারা থাকতে চায়।

পৃথিবীর নেতৃস্থানীয় গণতন্ত্র রাষ্ট্রাবলী, যুদ্ধাবসানে অপরের স্বাধীনতার জন্য কতখানি সহায়তা করবেন সে বিষয়ে এদের অনেকেরই কিছু পরিমাণে সন্দেহ আছে। এই সন্দেহ আমাদের স্বপক্ষে উদ্দীপনাময় সহযোগিতার সুযোগ নষ্ট করে।

এই সাধারণ জনগণের প্রকৃত সমর্থন ভিন্ন এই যুদ্ধ জয় করা আমাদের পক্ষে ভীষণ কঠিন হবে। আর শান্তিলাভ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠবে। এই যুদ্ধ শুধু সৈনিকবাহিনীদের একটা সাধারণ ও কৌশলমূলক সমস্যা নয়। এই যুদ্ধ মানব মনের যুদ্ধ। আমাদের স্বপক্ষে শুধু সহানুভূতি নয়, সাউথ আমেরিকা, আফ্রিকা, পূর্ব য়ুরোপ এবং পৃথিবীর যে ৩/৪ অংশে লোক এশিয়ার বাস করে, তাদের সক্রিয়, আক্রমণশীল ও আক্রমণাত্মক মনোবৃত্তি সম্পন্ন জনগণকে সংগঠিত করতে হবে। আমরা তা করিনি, বর্তমানে তা করছিও না—কিন্তু আমাদের তা করতেই হবে…

এই জাতীয় যুদ্ধ পরিচালনায় ও বিজয়ে, মানুষের, অস্ত্রের চাইতেও বড় কিছুর প্রয়োজন। তারা চায় ভবিষ্যতের জন্য প্রেরণা, আর চায় যে পতাকাতলে তারা যুদ্ধ করছে তার রঙ যেন উজ্জ্বল ও অম্লান থাকে। এ কথা সত্য যে, জাতি হিসাবে, জয়লাভের পর কি জাতীয় পৃথিবী আমাদের কাম্য সে বিষয়ে আমরা এখনও মনস্থির করতে পারিনি।

বিশেষতঃ এই এশিয়ায়, সাধারণ লোকের ধারণা যে, আমরা তাদের যুদ্ধে যোগ দিতে বলেছি তার কারণ জাপানী শাসন পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের চাইতেও নিকৃষ্ট ধরণের হবে। এই মহাদেশে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের ইতিহাস মিশ্রিত ও দীর্ঘ—কিন্তু এইখানে জনগণ (স্মরণে রাখতে হবে সংখ্যায় এরা বহু কোটি)—বৈদেশিক পরাধীনতার হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্য দৃঢ় সংকল্প। এশিয়ার জনগণের কাছে স্বাধীনতা ও সুযোগ কথা দুটি আধুনিক ম্যাজিক, আর এই কথা দুটি আমরা

জাপানীদের (আধুনিক পৃথিবীর নিষ্ঠুরতম সাম্রাজ্যবাদী), আমাদের কাছে থেকে চুরি করে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করবার সুযোগ দিয়েছি।

এশিয়ার অধিকাংশ লোক ডেমোক্রেসী বা গণতন্ত্রের নাম শোনোনি। আমাদের ধরণের ডেমোক্রেসি হয়ত তাদের কাম্য বা অবাঞ্ছিত হতে পারে। আগামী মঙ্গল বারের ভিতর রূপার থালায় ডেমোক্রেসী পরিবেশিত হোক, এ তারা নিশ্চয়ই চায় না। কিন্তু তারা নিজেদের নির্বাচিত শাসন ব্যবস্থায় নিজেদের ভাগ্য গঠন করে নিতে বদ্ধপরিকর। আমি যে সব চিন্তাশীল লোকের সঙ্গে আলাপ করেছি তাঁদের কাছে অতলান্তিক সনদের নাম পর্যন্ত বিরক্তিকর; এরা প্রশ্ন করেন, যে সব ব্যক্তি এই সনদে স্বাক্ষর করেছেন, তাঁরা সকলেই কি প্যাসিফিকে সেটি প্রয়োগ করতে এক মত? এই সব প্রশ্নের একটি স্পষ্ট জবাব দিয়ে, আমরা কোথায় আছি, তার একটা সরল বিবৃতি দেওয়ার প্রয়োজন আছে। এই জাতীয় একটা বিবৃতিকে এই কোটি কোটি লোকের কাছে অর্থপূর্ণ ও দৃঢ় সংবদ্ধ করে তোলার সার্বজনীন সমস্যায় আমাদের স্বেদাপ্লুত হয়ে উঠতে হবে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমেরিকানদের কাছে কয়েকটি পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই পরিস্ফুট :

আমাদের বিশ্বাস এই যুদ্ধে এক জাতির উপর অপর জাতির সাম্রাজ্যনীতি চাপানোর অবসান হবে। যেমন চীনের মাটির এক ফুট পরিমাণ জায়গায়, যে জাতি সেখানকার অধিবাসী, এখন থেকে তারা ছাড়া অপর কেউ রাজত্ব করতে পারবে না। আর একথা আমাদের এখনই বলতে হবে, যুদ্ধান্তে নয়।

মুক্ত ও স্বাধীন হবার জন্য যে সব ঔপনিবেশিক জনগণ সম্মিলিত জাতিসমূহের জন্য যুদ্ধে অবতরণ করেছেন আমরা বিশ্বাস করি তাদের সাহায্য করার দায়িত্ব সমগ্র পৃথিবীর। তাদের নির্বাচিত শাসন ব্যবস্থা রচনা ও গঠনের সুনির্দিষ্ট কাল আমরাই নির্ধারিত করে দেব, এবং সমস্ত সম্মিলিত জাতির সংযুক্ত দায়িত্বে আমাদের এখনই সুদৃঢ় জামানত দিতে হবে যে, তাদের আর ঔপনিবেশিক অবস্থায় ফিরে যেতে হবে না।

অনেকে বলেন জয়লাভের পূর্বে এসব কথা চাপা থাক, এর বিপরীতই কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সত্য। প্রগতিমূলক সিদ্ধান্ত আনয়নের আন্তরিক প্রচেষ্টাই আমাদের বাহুতে শক্তিদান করবে। একথা স্মরণ রাখতে হবে যে সামাজিক পরিবর্তনের শত্রুরা

সবদাই কোনো প্রকার উপস্থিত সংকটের উল্লেখ করে সর্বদাই বিলম্বের দাবী করেন। যুদ্ধাবসানে পরিবর্তন হয়ত কমই হবে এবং তখন হয়ত অনেক বিলম্ব হয়ে যাবে।

আমেরিকায় আমরা যে সুবিধার অধিকারী, শান্তিকালে তাদেরও সেই প্রতিষ্ঠিত স্বার্থের অধিকারী করে আমরা জাতির বাণিজ্য ও বাণিজ্য পথের উন্নয়ন করবো। চক্রশক্তিকে ধ্বংস করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে সাময়িকভাবে আমাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পরিহার করতে বলা হয়েছে। যুদ্ধাবসানে এই স্বাধীনতা আমাদের পুনরুদ্ধার করতে হবে। আমাদের ঐতিহ্যময় আমেরিকান জীবনযাত্রার পুনরুন্নয়নের জন্য, সকলের জন্য, এমন এক জগৎ সৃষ্টি করতে হবে, যে জগতে সবাই স্বাধীন।

এই বিবৃতির ফলে চারিদিকে প্রচুর সমালোচনার উদ্ভব হ'ল। তার কিছু অংশ রুষ্ট, কিন্তু অধিকাংশ প্রতিক্রিয়াই আমাকে ভীষণভাবে উৎসাহিত করল। জনমত, যা নিঃশব্দ, অথচ প্রবলভাবে ক্রিয়াশীল, আমাদের অধিকাংশ নেতৃবৃন্দের চাইতেও যে তা এই সব বিষয়ে ইতিমধ্যেই অগ্রগামী হয়েছে, আমার এই ধারণাই এতদ্বারা আরো বলবৎ হ'ল। শীঘ্রই পৃথিবীর কাছে আমাদের যা দৃঢ় ধারণা তার প্রকাশ্য স্বীকৃতি ঘোষণা করতে তারা বাধ্য করবে।

যুদ্ধের লক্ষ্যবস্তু সীমাবদ্ধ করার প্রলোভন আমাদের প্রবল। সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে আমরা মনে করতে পারি যে সব বড় বড় কথা আমরা ব্যবহার করেছি শান্তি বৈঠকে তা ছোট হয়ে যাবে, বা স্বাধীন লোকের প্রকৃত স্বাধীনতা সংরক্ষণে বহু মূল্যবান এবং কঠিন পুনঃ-সমাবেশ আমরা হয়ত এড়িয়ে যেতে পারি।

বহু নর-নারী যাঁদের সঙ্গে আফ্রিকা থেকে আলাস্কায় কথা বলেছি, তাঁরা, সমগ্র এশিয়ায় যে কথা আজ প্রায়

প্রতীকে দাঁড়িয়েছে, সেই প্রশ্নই করেছেন ঃ ভারতবর্ষের কি ব্যবস্থা হবে? এ যাত্রায় আমার ভারতবর্ষ যাওয়া হল না। এই জটিল প্রশ্ন আলোচনা কর্‌তে আমি চাই না। কিন্তু প্রাচ্যে এর একটি দিক আছে, সে কথা আমি উল্লেখ কর্‌ব। কাইরো থেকে সুরু করে, প্রতি বাঁকেই এই কথা আমার সম্মুখীন হয়েছে। চীনের বিজ্ঞতম ব্যক্তি আমাকে বলেছেন ঃ

"ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অভীপ্সা ভবিষ্যতের গর্ভে সরিয়ে রাখার ফলে সুদূর প্রাচ্যের জনসাধারণের চোখে গ্রেটব্রিটেন যে-হেয় প্রতিপন্ন হয় তা নয়, যুক্তরাষ্ট্রের সম্মানই ক্ষুন্ন হয়।"

এই বিজ্ঞ ব্যক্তি যখন এই কথা বলেছিলেন, ভারতবর্ষের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি তখন তিনি কলহ মগ্ন নন, তিনি যা বলেছিলেন তাকে বলা যায়.—উপচিকীর্ষু সাম্রাজ্যবাদ (a benevolent Imperialism)।

তিনি এই নীতিতে বিশ্বাসী নন, এমন কি তিনি এ বিষয়ে কথাও বল্‌তে চাননি। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমাদের নীরবতার ফলে প্রাচ্যে আমাদের শুভেচ্ছার জলাধার থেকে প্রচুর পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাচ্যের জনগণ, যারা আমাদের ওপর নির্ভরশীল হতে চায়, তারা সংশয়শীল হয়ে উঠেছে। ভারতবর্ষ সম্পর্কিত সমস্যায় আমাদের মনোভংগী থেকে তারা বুঝতে পারেনা যুদ্ধাবসানে প্রাচ্যের অন্যান্য কোটী কোটি লোকের সম্বন্ধে আমরা কি ব্যবস্থা করব। আমাদের অস্পষ্ট ও দোদুল্যমান কথাবার্তা থেকে, আমরা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার পরিপোষক কি না কিংবা স্বাধীনতা বল্‌তে কি বুঝি, সে কথা তারা বল্‌তে পারে না।

যে সমস্ত ছাত্র, তাদের হাজার মাইল দূরবর্তী দেশ থেকে শরণাগত

(refugees) হয়ে এসেছে, চীনে তারা আমাকে প্রশ্ন কর্‌ল, যুদ্ধাবসানে আমরা সাংহাই আবার নিয়ে নেব কি না। বেরুটে, লেবানীজরা আমাকে প্রশ্ন কর্‌ল যে, (পৃথিবী এক তৃতীয়াংশ লেবানীজ যুক্তরাষ্ট্রের বাসিন্দা)—তাদের ব্রুক্‌লীনস্থ আত্মীয়বর্গ, যুদ্ধাবসানের পর, ব্রিটিশ ও ফরাসী অধিকারী সৈন্যবৃন্দকে (occupying force) সিরিয়া ও লেবানন পরিত্যাগ কর্‌তে বাধ্য কর্‌তে এবং তারা নিজেরাই যাতে তাদের নিজেদের দেশ শাসন কর্‌তে পারে, তার জন্য সহায়তা কর্‌তে পার্‌বে কিনা।

আফ্রিকায়, মধ্য প্রাচ্যে, সমগ্র আরব জগতে, এমন কি চীন ও সমগ্র সুদূর প্রাচ্যে, স্বাধীনতার অর্থ, ঔপনিবেশিক শাসনের নিয়মানুগ অথচ নির্ধারিত বিলুপ্তি। আমরা পছন্দ করি আর নাই করি, এই প্রকৃত সত্য। পৃথিবীতে, ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অব্‌ নেশনস্‌, এই জাতীয় নিয়মানুগ পদ্ধতির এক চমকপ্রদ উদাহরণ। এই বিরাট পরীক্ষার সাফল্য, স্বায়ত্তশাসনের সমস্যার মীমাংসা সাধিত হ'লে, সম্মিলিত জাতিসমূহের কাছে বিশেষ উৎসাহজনক হবে, কারণ পৃথিবীর বৃহত্তম অংশ এখনও ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় পরিচালিত। কমনওয়েলথ ব্যতীত গ্রেটব্রিটেনের বহু উপনিবেশ আছে, স্বদেশে এবং সমগ্র কমনওয়েলথে কোটী কোটী ইংরাজ স্বার্থহীনভাবে ও বিশেষ কৌশল সহকারে সংখ্যা হ্রাসের চেষ্টা কর্‌লেও এখনও সামান্য স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা-বিশিষ্ট বা ব্যবস্থাহীন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বহু ভগ্নাংশও আছে।

ইংরাজ অবশ্য কোনো মতে একমাত্র ঔপনিবেশিক শাসক নন। ফরাসীরা এখনও আফ্রিকা, ইন্দো-চীন, সাউথ আমেরিকা ও সমগ্র পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত অসংখ্য দ্বীপে সাম্রাজ্যের দাবী রাখে। ডাচেরা এখনও নিজেদের ইষ্ট-ইণ্ডিজের সুদীর্ঘ অঞ্চলের পশ্চিমাংশের অনেক

জায়গার মালিকানা দাবী করে। পোর্তুগীজ, বেলজিয়াম ও অন্যান্য জাতিদেরও ঔপনিবেশিক সম্পত্তি আছে। আর আমরা নিজেরা এখনও ওয়েষ্ট-ইণ্ডিজের সমগ্র জনসাধারণের (যাদের দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করেছি) সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করি নি। আর তা ছাড়া আমাদের ঘরোয়া সাম্রাজ্যবাদ আছে।

তবে পৃথিবী আজ জাগ্রত। অন্ততঃ এক জাতির উপর ওপর জাতির প্রভুত্ব যে স্বাধীনতা নয় এবং তা সংরক্ষণে যে আমাদের সংগ্রাম করা চল্‌বে না, এ বিষয়ে সকলে সচেতন।

আরো বহুবিধ দুর্দ্ধর্ষ সমস্যা সামনে আছে। বিভিন্ন আজ্ঞাবহ রাষ্ট্র ও উপনিবেশে তার বিভিন্ন রূপ। পৃথিবীর সকল লোকই স্বাধীনতার যোগ্য হয়ে ওঠেনি, বা আগামী পরশ্ব তা রক্ষা করতে পার্‌বে না। কিন্তু আজ তারা কাজ অগ্রসর করার জন্য একটা নির্দিষ্ট তারিখ চায়, সেই নির্দিষ্ট তারিখের প্রতিশ্রুতি প্রতিপালিত হবে কিনা জানতে চায়। আর সুদূর ভবিষ্যতে আমরা যে তাদের সমস্যা সমাধান করি তা তারা চায় না। তারা ততদূর নির্বোধ বা দুর্বলচিত্ত নয়। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সহযোগীতায় তারা তাদের নিজস্ব সমস্যা সমাধান করতে চায়।

পৃথিবীর জনগণ শুধু মাত্র রাজনৈতিক পরিতৃপ্তির জন্য স্বাধীনতা কামনা করে না। অর্থনৈতিক অগ্রসরত্ব ও তাদের লক্ষ।"

আমাদের ঘরোয়া সাম্রাজ্যবাদ

পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদের কথা উল্লেখকালে আমি আমার স্বদেশস্থ নিজস্ব সাম্রাজ্যবাদের কথাও উল্লেখ করেছি। এই যুদ্ধ আমাদের কাছে নূতন দিগন্ত উন্মুক্ত করেছে, নূতন ভৌগলিক ও মানসিক দিগন্ত। আমরা এতকাল প্রধানতঃ ঘরোয়া স্বার্থে বিজড়িত জাতি ছিলাম, এখন আমরা সেইজন, যাদের স্বার্থ সমুদ্রপ্রান্ত অতিক্রম করেছে। বাশিয়ান বর্মীজ, তিউনিসিয়ান বা চৈনিক নগরসমূহের নামই আজ সংবাদপত্রে সর্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অষ্ট্রেলিয়া নিউগিনি, গুয়াদালকানাল, আয়ারল্যাণ্ড ও নর্থ আফ্রিকাস্থ অঞ্চল থেকে প্রেরিত আমাদের দেশের যুবকদের চিঠিই আমরা উদগ্র আগ্রহে গ্রহণ করি। আমাদের স্বার্থ তাদের স্বার্থে বিজড়িত, আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে সমগ্র বিশ্বে যুদ্ধ সমাপনান্তে, নিছক প্রাদেশিক আমেরিকান হিসাবে তারা ঘরে ফিরবে না—আর আমাদেরও তারা সেভাবে দেখতে পাবে না। এ সবের অর্থ কি। এর অর্থ এই যে যদিও আমরা পূর্বতন পৃথিবীব্যাপী সমরের পর বেড়ে উঠেছি, ঘরোয়া ব্যাপারে বিজড়িত তরুণ জাতির পর্যায় থেকে এখন আমরা সম্পূর্ণভাবে আন্তর্জাতিক স্বার্থ ও বিশ্বজনীন দৃষ্টি ভংগী সম্পন্ন বয়ঃপ্রাপ্ত জাতিতে পরিবর্তিত হতে চলেছি।

শাসক দেশ উচ্চ মনোবৃত্তি সম্পন্ন হলেও বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে প্রকৃত বিশ্বজনীন মনোভংগীর কোনো সুসমঞ্জস সংযোগ নেই। কোনো জাতির অন্তর্লোকে সঞ্জাত কোনো প্রকার সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গেও তা অনুরূপ ভাবেই সঙ্গতিহীন। স্বাধীনতা অবিভেদ্য কথা। আমরা যদি তা ভোগ করতে চাই ও তার জন্যই সংগ্রাম করি, তাহলে

ধনীই হোক, বা দরিদ্র হোক, আমাদের মতাবলম্বী হোক্ আর না হোক্, জাতি, বর্ণ বা চামড়ার রঙ যাই হোক না কেন, সেই স্বাধীনতা সকলের মধ্যেই সম্প্রসারণে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। আমেরিকার যারা অধিবাসী তাদের সকলকে যদি আমরা নিজেরাই মুক্তি দিতে মনস্থ না করি তাহলে ব্রিটিশরা যে একটা নিয়মানুগ ক্রম অনুসারে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করবে এ আমরা প্রত্যাশা করতে পারি না।

এই যুদ্ধে চীনের চারশো মিলিয়ান জনগণের সঙ্গে আমরা মৈত্রীর বন্ধনে জড়িত, আর ভারতবর্ষের তিনশ মিলিয়ান জনগণকে আমরা বন্ধু হিসাবে স্বীকার করি। আমাদের সঙ্গেই ফিলিপিনো এবং জাভা, ইষ্ট ইণ্ডিজ ও সাউথ আফ্রিকার অধিবাসীরা সংগ্রামে রত। একত্রে এই সব জনগণ পৃথিবীর লোক সংখ্যার অর্ধেক। তাদের কারো সঙ্গেই আমেরিকানদের কোনো জাতিগত বন্ধন নেই। কিন্তু এই যুদ্ধে আমরা বুঝছি যে কোনো জাতিগত শ্রেণী বিচার বা নৃতত্ত্ব বিচারে মানুষকে একসূত্রে বাঁধেনি; সার্বজনীন লক্ষ্যবস্তু ও মতবাদে সমভাবে অংশ গ্রহণেই এই যোগাযোগ ঘটেছে।

আমরা বুঝছি যে মানুষের পরিচয় তার লক্ষ্যে, তার রঙে নয়। এমন কি হিটলারের জাতি ও বর্ণগত উচ্চ প্রাচীরের সম্পূর্ণতা জাপানকে "Honorary Aryans" বা সৌজন্যের খাতিরে সৌখীন আর্য হিসাবে গ্রহণ করায় কিছু পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করেছে। আমাদেরও স্বাভাবিক মিত্র রয়েছে। জাতি বা রঙ যাই হোক্ না কেন, জন্মগত অধিকারে যারা নিজেদের ও অপরের স্বাধীনতা মূল্যবান মনে করে, এখনই এবং অতঃপর সেই সব জাতিসমূহের অদৃষ্টের সঙ্গে জাতি হিসাবে আমাদের অদৃষ্টও বিজড়িত রাখতে হবে। এখনই এবং ভবিষ্যতে এই সব জাতি সমূহের সঙ্গে একযোগে যে সাম্রাজ্যবাদনীতি পৃথিবীকে অন্তহীন সংগ্রামে লাঞ্ছিত করে রেখেছে, সেই সাম্রাজ্যবাদনীতি প্রত্যাখ্যান

করতে হবে। পুনরায় বিশেষভাবে এই কথা বলতে চাই যে এই যুদ্ধে জাতি ও রঙের ভিত্তিতে কারা আমাদের মিত্র ও কারা শত্রু তা বিচার করা চলে না। প্রাচ্যে আমাদের সরল নমুনা মিলেছে। জাপান আমাদের শত্রু, তার কারণ, অপেক্ষাকৃত দুর্বলতর জাতিসমূহের উপর উচ্ছৃঙ্খল ও বর্বরোচিত আক্রমণে সাম্রাজ্যবাদ নীতি বিস্তার করে জাপান পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। জাপান আমাদের শত্রু, তার কারণ, রাজ্য বিস্তার পরিকল্পনায় সবগুলি আক্রমণেই জাপান বিশ্বাস ঘাতকের মত অনুত্তেজক (unprovoked) সংঘর্ষ সৃষ্টিকরেছে।

চীন আমাদের মিত্র, তার কারণ, আমাদের মতোই তার কোনো প্রকার রাজ্য বিজয়ের স্বপ্ন নেই, আর স্বাধীনতা তাদের কাছে মর্যাদা মণ্ডিত। চীন আমাদের মিত্র, তার কারণ, জাতিসমূহের মধ্যে চীনই সর্বপ্রথম আক্রমণ ও দাসত্বীকরণের প্রতিবাদে প্রতিরোধ করেছে।

দুটি প্রাচ্য জাতি রয়েছে : একটি আমাদের শত্রু অপরটি আমাদের মিত্র। আজ যে জন্য আমরা যুদ্ধ করছি তাতে জাতি বা রঙের কোনো কথাই নেই। জাতি বা রঙের বিচারে কোন পক্ষে আমাদের যুদ্ধ করতে হবে তা নির্বাচিত হয়নি। এই যুদ্ধে শ্বেত জাতিরা এই কথাই বুঝতে পারছেন। এই সব কথা জানার প্রয়োজন আমাদের ছিল।

এমন কি আমাদের শত্রু জাপানও আমাদের এই জাতিগত দৌর্বল্যকে আঘাত দিতে পেরেছে। শ্বেতজাতি এমন কিছু 'নির্বাচিত' জাতি নয়, এবং অতীত প্রগতি ও গৌরবের জন্য এমন কিছু উচ্চস্তরের দাবীও তার নেই, এই রূঢ় তথ্য সম্পর্কে জাপান আমাদের সচেতন করে তুলেছে। অথচ দেড় বছর আগে, সম্ভাব্য শত্রু হিসাবে জাপানকে আমরা অবজ্ঞা করেছি, এখন কিন্তু বুঝতে পারছি যে কি দুর্ধর্ষ শত্রুর আমরা সম্মুখীন হয়েছি। এই শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের সম্পূর্ণ শক্তি নিয়োজিত করতে হবে।

এই অনুপাতেই আমাদের মিত্ররাষ্ট্র চীনের কাছে, আমাদের এক নূতন অথচ স্বাস্থ্যকর নমনীয়তার শিক্ষা লাভ ঘটেছে। কোনো প্রকার আধুনিক অস্ত্র ও সমর সরঞ্জামে সজ্জিত না হয়েও সেই দুর্ধর্ষ শক্রর বিরুদ্ধেই বিগত পাঁচ বছরকাল ধরে চীনকে আমরা একক লড়তে দেখ্‌ছি। আজও সেই চীনের জনগণ জাপ অগ্রগতি প্রতিরোধ করে চলেছে, আর আমরা এই যুদ্ধে পূর্ণাঙ্গ অংশ গ্রহণের জন্য এখনও প্রস্তুত হচ্ছি। যে-নৈতিক পরিমণ্ডলে শ্বেতজাতির বসবাস তা ক্রমে পরিবর্তিত হচ্ছে। শুধু যে সুদূর প্রাচ্যের জনগণের প্রতি আমাদের মনোভংগীতেই তা পরিবর্তিত হচ্ছে, তা নয়—এইখানে, আমাদের স্বদেশও তা পরিবর্তিত হতে চলেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের বহির্বিশ্ব সম্পর্কে সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধি অনেক আগে ছিল। আমরা কিন্তু আমাদের নিজস্ব সীমানার মধ্যে এক হিসাবে একটা বর্ণ (colour) গত সাম্রাজ্যবাদের নীতি গ্রহণ করেছি। নিগ্রোদের প্রতি এই দেশের শ্বেতজাতিগণের দৃষ্টিভংগীর সঙ্গে বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদীর মনোভংগীর অনেকটা আকৃতিগত সাদৃশ্য বর্তমান। বর্ণগত একটা ভূয়া উৎকৃষ্টত্ব ও অহংকারে অ-রক্ষিত জাতিদের দ্বারা স্বার্থসিদ্ধি করানোর আগ্রহ পরিস্ফুট। এর সমর্থনে মনকে আমরা অনেকে এই বলে প্রবোধ দিই যে এর ভবিষ্যৎ কল্যাণকর। এক সময় হয় ত তাই ছিল—সাম্রাজ্যবাদের নীতিও তাই ছিল। যে-নৈতিক পরিমণ্ডলে এই অবস্থার অস্তিত্ব ছিল, লোকে—এমন কি শুভার্থীরা, যাকে "White man's Burden" বা শ্বেতমানবের বোঝা বলে থাকেন, তদনুরূপ। সেই আবহাওয়া কিন্তু পরিবর্তিত হচ্ছে। আজ চিন্তাশীল আমেরিকানের কাছে এ কথা ক্রমশঃই প্রকট হচ্ছে যে—ঘরে কোনো আকারের সাম্রাজ্যবাদ বজায় রেখে বাইরের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বা ভাবাদর্শের সঙ্গে সংগ্রাম করা চলে না। যুদ্ধ আমাদের চিন্তাধারাকে এইভাবেই প্রভাবান্বিত করেছে।

আমেরিকার রঙীন জাতিদের কাছে প্রগতির আবির্ভাব হয়েছিল যুদ্ধজনিত অবস্থার ফলে। এ সব হোল সামরিক প্রয়োজন। এ কথা অবশ্য সত্য যে যুদ্ধ না ঘটলেও জনহিতকর সংস্কারের মন্থর প্রক্রিয়ায় ও সামাজিক উন্নয়ন ব্যবস্থায় প্রগতি হয়ত সম্ভব হত। বর্তমান কালের এই সংঘর্ষের চাপে পড়ে আমরা দেখ্‌ছি যে দীর্ঘস্থায়ী বাধা ও কুসংস্কার আজ ভেঙে পড়্‌ছে। আমাদের নিজস্ব গণতন্ত্রের প্রতি আক্রমণশীল বহির্শক্তির প্রতিরোধে আজ আমাদের ঘরেই গণতন্ত্রের কয়েকটি ত্রুটী সুস্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ছে।

কি জন্য আমরা যুদ্ধ করছি, সে বিষয়ে আমাদের ঘোষণাতেই আমাদের অসহিষ্ণুতা প্রতীয়মান হয়ে উঠেছে। যখন সকল জাতির জন্য স্বাধীনতা ও সুবিধাদানের কথা আমরা বলি, তখন আমাদের নিজস্ব সমাজস্থ হাস্যকর বৈষম্য এমনই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, যা কোনো মতে উপেক্ষা করা চলে না। স্বাধীনতার কথা বলতে হলে, আমরা আমাদের এবং অপরের স্বাধীনতার কথাই বুঝব, আমাদের সীমানার ভিতর ও বাহিরস্থ সকলের স্বাধীনতার কথাই চিন্তা করব। যুদ্ধকালে এ সব বিষয়ের সবিশেষ গুরুত্ব বর্তমান।

একটিমাত্র বর্ণ (race), ধর্ম বা সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারে আমাদের নেশন বা জাতি গঠিত নয়। বিভিন্ন ধর্মনীতি, দর্শন এবং ঐতিহাসিক পটভূমি-সম্পন্ন ত্রিশটি বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে এই 'নেশন' গঠিত। স্বাধীনতার ঘোষণায় (Declaration of Independence) বর্ণিত যে শাসনতন্ত্র আমাদের ও আমাদের বংশধরগণের জন্য রচিত হয়েছে, গণতান্ত্রিক নীতির প্রতি তজ্জনিত শ্রদ্ধাবশতঃ তারা একসঙ্গে জড়িত হয়ে আছে। আমাদের ষ্টেটগুলির মূলমন্ত্র স্বাধীনতা। এই দেশের ব্যক্তি বিশেষের স্বেচ্ছানুসারে ধর্মোপাসনার স্বাধীনতা, স্বেচ্ছানুযায়ী মনোমত কাজ গ্রহণের স্বাধীনতা, এবং স্বেচ্ছানুসারে সন্তান পালনের স্বাধীনতা

আছে। স্বাধীনতা যদি সকলের প্রতি প্রযোজ্য হয়, তার যতদূর সম্ভব বিকীরণার্থে, তার সংরক্ষণার্থে ভিত্তিগত নিরাপত্তা ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন, অপরের অধিকারে যারা হস্তক্ষেপ করে তারা কোনো প্রকার সুবিধাই আশা করতে পারবে না। বড় বড় শহর, কারখানা সৃষ্টি করা হয়েছে বা বিশাল অঞ্চল কৃষিকার্যের উপযুক্ত করা হয়েছে বলেই জাতি হিসাবে আমরা সাফল্য লাভ করিনি, স্বাধীনতার এই মূলগত প্রতীতি, যার ওপর আমাদের লৌকিক উন্নয়ন নির্ভরশীল, তা আমরা বর্ধন করেছি। আমরা অপেক্ষাকৃত নূতন জাতি। এমন কি পঞ্চাশ বছর পূর্বেও আমাদের অর্ধেক খনিজ ব্যবস্থা ও সম্পূর্ণ উৎপাদন ব্যবস্থার এক তৃতীয়াংশ পরদেশীদের দ্বারাই পরিচালিত হ'ত। আমাদের প্রধানতম কয়েকটি কৃষিশালার অর্ধেকের ওপর অধিবাসীর বৈদেশিক উৎপত্তি। ১৮২০ খৃঃ থেকে ১৮৯০ খৃঃ পর্যন্ত আমাদের জাতির সংগঠনের যুগে ১৫,০০০,০০০ অধিক নবাগত আমাদের দেশে এসেছে আর গত যুদ্ধের আরম্ভ কালের পূর্ববর্তী ২৪ বৎসরে আরো অধিক সংখ্যক লোক এসেছে। এক কথায়, দুই শত বৎসর কাল ধরে এই পুনরুজ্জীবনদায়ক পরদেশীর আগমনে, নূতন রক্ত, নূতন অভিজ্ঞতা ও ভাবধারা আমাদের মধ্যে এসেছে।

আমেরিকায় আমাদের এই একযোগে থাকার রীতি অত্যন্ত দৃঢ় অথচ সূক্ষ্ম বস্ত্রের মত। বহু সুতার সংযোগে এই বস্ত্র বয়ন করে তোলা হয়েছে। স্বাধীনতাপ্রিয় অসংখ্য নর-নারীর স্বার্থত্যাগ ও সহিষ্ণুতার ফলে বহু যুগ ধরে এই বস্ত্র বয়ন করা হয়েছে। ধনী বা দরিদ্র, শাদা বা কালো, ইহুদী বা অ-ইহুদী, বিদেশী বা দেশী সকলের সংরক্ষণার্থে এই হোল নিরাপত্তার আঙরাখা।

আমরা যেন এই বস্ত্র ছিন্ন করে না ফেলি। কারণ, একবার ধ্বংস করা হলে, এর সংরক্ষণী উত্তপ্ততা মানুষ পুনরায় কবে আর কখন যে খুঁজে পাবে তা বলা যায় না।

অখণ্ড-জগৎ

অধিরাজিক জার্মানীর দিগ্বিজয়ী ও আক্রমণশীল সেনাবাহিনীর ওপর মিত্রশক্তিগুলি মাত্র কিছুকাল পূর্বে (বিশ বছরেরও কম)—যুগান্তকারী জয়লাভ করে।

সেই যুদ্ধাবসানের পরবর্তী শান্তি-ব্যবস্থা কিন্তু অনুরূপ সাফল্যলাভ করল না। যে-যৌথ লক্ষ্যবস্তুর ওপর শান্তির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়, মানব-মনে তা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি, এই অসাফল্যের সেইটিই প্রধান কারণ, আর এই কারণেই চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠাও সম্ভব হল না। পূর্ণাংগ জাতিসঙ্ঘ বা লীগ অফ্ নেশনস্ প্রতিষ্ঠিত হ'ল; সার্বজনীন শত্রুকে পরাজিত করা ভিন্ন অপর কোনো যৌথ উদ্দেশ্য না থাকায়, নর-নারী এর আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পর্কিত চপল যুক্তিজালে বিজড়িত হয়ে পড়ল। অপরপক্ষে, প্রাচীন ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যগুলিকে নূতন এবং খেয়ালানুযায়ী নামে সংরক্ষণ করার জন্য এটি হ'ল প্রধানতঃ এ্যাংলো-ফ্রেঞ্চ-আমেরিকান সমাধান। সুদূর প্রাচ্যের গুরুতর প্রয়োজন সম্পর্কে এঁরা যথেষ্টভাবে বিবেচনা করলেন না। পৃথিবীর অর্থনৈতিক সমস্যার যথোচিত সমাধানেরও চেষ্টা করা হল না। পৃথিবীর সমস্যা সমাধানে এদের প্রচেষ্টা হল নিছক রাজনৈতিক। কিন্তু অর্থনৈতিক আন্তর্জাতিকতা ব্যতীত রাজনৈতিক আন্তর্জাতিকতা অনেকটা বালিতে গড়া প্রাসাদের মত, কারণ কোনো জাতি একাকী পরিপূর্ণ-ক্রমোন্নতিতে পৌঁছতে পারে না।

আমাদের নিজস্ব ইতিহাস বোধকরি এই অসাফল্যের আর একটি কারণ প্রদান করবে। আজ যা ঘটছে সেই অনুপাতে বিচার করে

বল্‌তে হবে যে আমাদের সর্বাপেক্ষা প্রবল দুর্বলতা হ'ল, পররাষ্ট্র নীতিতে আমাদের কোনো ধারাবাহিকত্ব নেই। অপেক্ষাকৃত কম সময়, গত ৪৫ বৎসরের মধ্যে, এখানকার কোনো বড় দল, আন্তর্জাতিক সহযোগীতার সুসমঞ্জস বা দৃঢ় নীতি অনুসরণ করেছেন এ কথা বল্‌তে পারেন না। দীর্ঘকাল ধরে উভয় দলেই বহু ব্যক্তি স্বীকার করেছেন পৃথিবীতে যদি শান্তি, অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ও স্বাধীনতা প্রচলিত রাখ্‌তে হয় তাহলে পৃথিবীর জাতিগণকে অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব ও সমবায় প্রচেষ্টার একটা কার্যকরী রীতি উদ্ভাবন কর্‌তে হবে।

পৃথিবীব্যাপী প্রথম যুদ্ধের পর, এই অভীপ্সার ফলেই উড্রো উইলসনের সভাপতিত্বে আন্তর্জাতিক সহযোগীতার ভিত্তিতে একটি কার্যক্রম রচিত হয়। তদনুসারে সামরিক আক্রমণের বিরুদ্ধে সকল জাতির নিরপত্তা ব্যবস্থা, জাতিগত সংখ্যালঘুদের সংরক্ষণ ও অনাগত জগৎকে একটা আশ্বাস দান করা হয়েছিল যে অনুরূপ বিশৃঙ্খলাময় বীভৎস যুদ্ধের আর পুনরাবৃত্তি ঘটবে না। সেই কার্যক্রমের খুঁটিনাটি অংশ সম্বন্ধে যাই কেন আমরা মনে করিনা, পৃথিবীর শান্তি ব্যবস্থায় এই নীতিই সুনির্দিষ্ট ও নিশ্চিতাত্মক ছিল। এই কার্যক্রমে যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন ও প্রভাব দান করে সক্রিয় অংশ গ্রহণ কর্‌লে, এই ব্যবস্থা যে কতদূর সার্থক হয়ে উঠ্‌ত, সে কথা আমরা সুনিশ্চিতভাবে অবশ্য বলতে পারিনা। তবে আমরা জানি যে বিপরীত গতি গ্রহণ করে দেখা গেছে তা নিরর্থক। বিশ্বজনীন ঘটনাবলী থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে আমরা এক যুগ ধরে সরে দাঁড়িয়েছিলাম। আমাদের বহু রিপব্লিকান ও ডেমোক্রেটিক (দলের) জন-নেতা চারিদিকে বলে বেড়িয়েছেন যে কৌশল করে গতযুদ্ধে আমাদের নামানো হয়েছিল, এ ভাবে বিশ্বজনীন রাজনীতিতে বিজড়িত হয়ে আর কখনও আমরা সশস্ত্র সংঘর্ষে নাম্‌বো না। তাঁরা বলেছিলেন—আমাদের চারিদিকে প্রাকৃতিক প্রাচীর আছে

—আমাদের সীমানার বাইরে প্রাচীন পৃথিবীর জটিল ও অপ্রীতিকর ঘটনাবলীতে বিজড়িত হওয়া আমাদের কাজ নয়।

অতিরিক্ত বাণিজ্যকরের ব্যবস্থায় বহির্বাণিজ্য থেকে আমরা নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিলাম। জার্মানী যখন নিরস্ত্রীকৃত হল তখন তার অদৃষ্টে আমরা কোনো প্রকার আগ্রহ দেখাইনি—য়ুরোপীয় মহাদেশের ঘটনাবলী থেকে আমরা নিজেদের সরিয়ে নিয়ে কোনোরূপ দায়িত্ব গ্রহণের ভার নিইনি। অর্থনৈতিক শোচনীয়তায় য়ুরোপীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রাবলীর জীবন যখন বিপন্ন হয়ে উঠেছিল, পুনরুজ্জীবনের পথে বৈদেশিক বিনিময় ব্যবস্থা যখন প্রধানতম বাধা, তখন সেই সংকট থেকে ত্রাণের জন্য তারা ফ্রান্সকে পিছনে নিয়ে যে লণ্ডন একনমিক কনফান্সের উদ্যোগ করেছিলেন, আমরা তা ডুবিয়ে দিয়েছি। আর তদ্বারা গণতান্ত্রিক জাতিগুলির পুনর্গঠন ও শক্তিবৃদ্ধির এক স্বর্ণ সুযোগ, আমরা হারিয়েছি। সেই মুহূর্তেই যে আমক্রমণাত্মক শক্তি সংগঠিত হতে সুরু হয়েছিল, তা প্রতিরোধের প্রাচীর আমরা সৃষ্টি করতে পারতাম।

এই দায়িত্ব প্রধানতঃ কোনো একটি রাজনৈতিক দলের নয়; কেননা কোনো বড় দল সুসমঞ্জস গতিতে ও চূড়ান্তভাবে সার্বভৌম দৃষ্টিভংগী বা স্বাতন্ত্র্যবাদী (Isolationist) দল হিসাবে আমেরিকান জনসাধারণের কাছে দাঁড়াননি। রিপাব্লিকান নেতৃত্ব, ১৯২০তে লীগ অফ্ নেশনস্ ধ্বংস করেছে, একথা যদি বলি, তাহলে বলতে হবে, ডেমোক্রেটিক নেতৃত্ব ১৯৩৩খৃষ্টাব্দে লণ্ডন একনমিক কনফারেন্স ভেঙেছে।

জাতিসঙ্ঘের ব্যবস্থায় আমি বিশ্বাসী ছিলাম। এই সময়ে লীগ পরিকল্পনার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোনো যুক্তি প্রদান না করে, যুক্তরাষ্ট্রে কি ভাবে তার পরাজয় ঘটল সে বিষয়ে দু একটি তথ্য উল্লেখ করব। স্বাধীন জগৎ, ন্যায়নিষ্ঠ জগৎ ও শান্তিকালীন জগতে বিশ্বাসী জাতির

দায়িত্ব যদি আমরা প্রতিপালন করতে চাই, তাহলে কি জাতীয় নেতৃত্ব আমরা বর্জন করব, তার উজ্জ্বল প্রমাণ এই সংঘর্ষে বিদ্যমান।

সিনেটের রিপাব্লিকান নেতৃত্বের বিনা সহযোগে ও বিনা পরামর্শে প্রেসিডেন্ট উইলসন ভার্সাই-এ শান্তি প্রস্তাব এবং তৎসহ লীগ চুক্তি আলোচনা করেন। ডেমোক্রেটিক দলের মতবাদের তিনি একাধিপত্যের সুযোগ দেন এবং তদ্দ্বারা বহু রিপাব্লিকানের (এমনকি আন্তর্জাতিক মনোভংগীসম্পন্ন রিপাব্লিকান) মধ্যে বিরোধ সঞ্চারিত হয়।

প্রেসিডেন্ট উইলসনের প্রত্যাবর্তনের পর এই চুক্তি ও সংবিৎ (Treaty) আইনসিদ্ধ করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় সেনেটে উপস্থিত করা

ডেমোক্রেটিক পার্টি—আমেরিকার অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল। ১৭৮৭ খৃঃ "ফেডারেলিষ্ট"দের বিরোধী হিসাবে এই দলের প্রথম উদ্ভব, য়ুনিয়নের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করার জন্য এই দল তখন সুপারিশ করতেন (এখন সম্পূর্ণ বিপরীত)। এই দল পূর্বে "রিপাব্লিকান পার্টি" এই পরিচয় প্রদান করতেন। এর নেতা জেফারসন ১৮০১ খৃঃ প্রেসিডেন্ট হন, এবং তথাকথিত "শুভানুভূতি যুগে" (১৮১৭-১৮২৫) বা Era of good feeling এ, এটি একমাত্র প্রচলিত দল ছিল। তারপর Tariff Issue বা শুল্ক সংক্রান্ত প্রশ্নে বিভেদের সৃষ্টি হয়, শুল্ক-পক্ষীয় গোষ্ঠি, রিপাব্লিকান পার্টি নাম গ্রহণ করেন, অবশিষ্ট জ্যাকসন গোষ্ঠি, ডেমোক্রেটিক পার্টি নাম গ্রহণ করেন। দাসত্ব প্রথা সম্পর্কিত প্রশ্নে আর একটি বিরোধের সৃষ্টি হয়। গৃহযুদ্ধ যুগে রিপাব্লিকান বিজয়ের ফলে ডেমোক্রাটরা পিছিয়ে পড়েন এবং ১৮৭৬ খৃঃ পূর্বে আর প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেননি। ডেমোক্রাটিক শাসকবৃন্দ ১৮৮৪, ১৮৯২, (ক্লীভ ল্যাণ্ড) ১৯১২, ১৯১৬ (উইলসন) ১৯৩২, ১৯৩৬, ১৯৪০ ১৯৪৪ (রুজভেল্ট) প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। এই দলটি আমেরিকার অপেক্ষাকৃত উদার নীতিক দল হিসাবে প্রসিদ্ধ। এই দল আমেরিকার স্বাতন্ত্র্যবাদনীতি (Isolationism) প্রত্যাখ্যান করেছেন। হাউস অফ্ রিপ্রেসেন্টেটিভ্-এর ৪৩৫টি আসনের ভিতর ২৮টি, ও সেনেটের ৯৬টি আসনের ভিতর ৬৮টি, এই দলের অধিকারে। প্রধান নেতৃবৃন্দঃ ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট (প্রেসিডেন্ট) জন, এন, গার্ণার (ভাইস-প্রেসিডেন্ট), কার্ডেল হাল প্রভৃতি। —অনুবাদক,

হ'ল। তার ফলে আমেরিকার ইতিহাসের অন্যতম নাটকীয় পর্বের সূচনা হল। এর প্রতিক্রিয়ার ফলে আমেরিকাকে বিশ্বের নেতৃত্ব অস্বীকার করতে হ'ল, সেই সংকটের বিস্তারিত বিবরণ এইখানে লিপিবদ্ধ করতে চাইনা। কিন্তু সেই ছবির বলিষ্ঠ প্রান্তরেখাগুলি আমাদের স্মরণে রাখা কর্তব্য।

প্রথমতঃ সিনেটের সেইসব গোষ্ঠী যারা তথা কথিত 'battalion of death' বা "irreconcilables" বা "bitter enders" ইত্যাদি নামে খ্যাত ছিলেন তাদের কথা স্মরণ করুন। এই গোষ্ঠীর কোনো দলগত রূপ ছিল না। কিন্তু রিপাব্লিকান দলের "বোরার" মতই এই গোষ্ঠীর নেতৃত্বে ডেমোক্রেটিক বক্তা, জেমস্ এ, রিডের অনুরূপ খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি ছিল।

অপর প্রান্তে ছিলেন সমর কালীন প্রেসিডেন্ট আপোষ বিরোধী উড্রো উইলসন। চুক্তির অনুস্বার বিসর্গ সমেত (with all 'i's dotted and 't's crossed) সমস্তই স্বীকার করে নেবার জন্য তিনি জেদ করলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন বিভিন্ন রূপ ও বিভিন্ন মতবাদের রিজার্ভেসনিষ্ট। তাঁদের মধ্যে অনেকেরই আবার রিপাব্লিকান ও ডিমোক্রেটিক দলানুগত্য ছিল।

কয়েকটি নিরপত্তাসূচক সংরক্ষণী বিধিনিষেধের সহায়তায় লীগকে গ্রহণ করা, কিংবা লীগকে বিনাশ করা, কি যে সেনেটের তদানীন্তন রিপাব্লিকান নেতা হেনরী ক্যবটলজের মনোগত বাসনা ছিল তা আজ পর্যন্ত আমাদের জানা নেই, কোনোদিন আর হয়ত জানতেও পারবো না, এমনকি তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুগণ ও পরিবারস্থ ব্যক্তিবৃন্দ এই বিষয়ে তাঁর বিপরীতাত্মক মতের উল্লেখ করেছেন।

আমরা কিন্তু জানি যে ১৯২০ খৃষ্টাব্দের বিরাট রাজনৈতিক সম্মেলনে তাঁদের উভয়ের মধ্যে কেউই প্রেসিডেন্ট যে চুক্তি নিয়ে এসেছিলেন, তার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোনও কথা বলেন নি।

ডেমোক্রেটিক সম্মিলনের মঞ্চে সংরক্ষণের ব্যবস্থায় বাধা দেওয়া হয়নি। রিপাব্লিকান সম্মিলন একটা আপোষমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। যার বলিষ্ঠ দৃষ্টিভংগীর ফলে এই দলের অন্তর্ভুক্ত লীগের বহু দৃঢ় সমর্থক সদস্যের ইচ্ছা পূরণ করা সম্ভব হয়। সেখানেও লীগ বিরোধী প্রতিনিধিরা নিরাপদ আশ্রয় লাভ করেন।

রিপাব্লিকান পার্টি—আমেরিকার দুটি প্রধানতম রাজনৈতিক দলের অন্যতম, অপরটির নাম ডেমোক্রেটিক পার্টি। ১৮২৮ পর্যন্ত এই নাম ডেমোক্রেটিক পার্টির দ্বিতীয় নাম হিসাবে ব্যবহৃত, তারপর জন কুইন্সি, আডামস্ হেনরী ক্লের নেতৃত্বে তাঁর অনুগামীরা এই দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে "ন্যাশানাল রিপাব্লিকান" বা "হুইগস" নামে দল প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমান রিপাব্লিকান পার্টি, এই "হুইগস্" ও নর্দান ডেমোক্রাটসে"র দাসত্ব বিরোধী দল থেকে ১৮৫৪ খৃঃ উদ্ভূত। ১৮৬০ খৃঃ লিনকলনের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে এই দল সর্বপ্রথম শক্তিশালী হয় এবং ১৮৮৪, ও ১৮৯২-এ দুইবারের বিরতি ব্যতীত, ১৯১২ খৃঃ পর্যন্ত—অব্যাহত ভাবে শাসন কার্য পরিচালনা করে। উইলসনের ২য় দফার শাসনকালের অবসানে, ১৯২০ খৃঃ এই দল পুনরায় ক্ষমতালাভ করে এবং Treaty of Versailles-র প্রবর্তন ও যুক্তরাষ্ট্রের League-এ যোগদানের পথে অন্তরায় হয়। হার্ডিং, কুলীজ, হুভার প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টগণ এই দলভুক্ত ছিলেন। বিরাট অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য ১৯৩২ খৃঃ শক্তিশালী ডেমোক্রাটিক পার্টির হাতে এই দলের পরাজয় ঘটে। আমেরিকার দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলের মধ্যে এই দলটিকেই অধিক পরিমাণে দক্ষিণপন্থী বলা হয়, তবে উভয় দলের মধ্যে দক্ষিণ বা বামের প্রভেদ তেমন বোঝা যায় না, তবে উভয় দলেই "প্রগতিশীল" ও রক্ষণশীল" সদস্যের সংখ্যাধিক্য আছে। এই রিপাব্লিকান দল, প্রবলভাবে Isolationist বা স্বাতন্ত্র্যবাদী ছিল, তবে ১৯৪০ খৃঃ মিঃ ওয়েন্ডেল উইলকীর নেতৃত্বে এবং ডিসেম্বর ১৯৪১-এ আমেরিকার যুদ্ধাবতরণের পর, মিত্রপক্ষ অভিমুখী হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সমর প্রচেষ্টায় পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করছে। হাউস অফ রিপ্রেসেন্টেটিভ-এ এর ৪৩৫টি আসনের মধ্যে এর সদস্য সংখ্যা ১৬২ এবং সেনেটের ৯৬টি আসনের মধ্যে ২৮টি। প্রধান নেতৃবৃন্দের নাম: ওয়েন্ডেল উইলকী, হার্বার্ট হুভার (ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট প্রভৃতি)। —অনুবাদক

উভয় রাজনৈতিক মঞ্চই অস্পষ্ট : অপর জাতির সঙ্গে সহযোগীতা সম্পর্কে এই দলগুলির কোনো সুসমঞ্জস ঐতিহাসিক পটভূমি ছিলনা। দৃঢ় আত্ম-প্রত্যয়হীন, চমৎকার, ভদ্র ও মনোজ্ঞস্বভাব বিশিষ্ট রিপাব্লিকান সদস্য মিঃ ওয়ারেন হার্ডিং-এর প্রবল দৃষ্টিভংগীর জন্য এই সংশয় দ্বিগুনিত হয়ে উঠ্‌ল। বহু ডেমোক্রেটিক নেতা বিরোধী পক্ষে প্রবল হলেও ও সংরক্ষণ ব্যবস্থার সম্ভাবনায় দলগত উদারতা থাকা স্বত্বেও, ককসের ডেমোক্রেটিক্ চিহ্নিত 'মর্যাদা' উইলসনের চুক্তিতে যে সুনিশ্চিত সমর্থন প্রদান করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। হার্ডিং শুধু লীগের বিরুদ্ধে ঘুঁষি দেখাচ্ছিলেন এবং নির্বাচনান্তে পরিবর্তিত আকারে লীগ সমর্থনের বাসনা রাখেন কি না সে বিষয়ে কেউ নিশ্চিত ছিলেন না। তবে এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, যেহেতু ডেমোক্রাটেরা লীগ্‌কে একটি রাজনৈতিক প্রশ্ন করে তুলেছেন, সেই কারণেই তার বিরুদ্ধাচারণ করতে হবে। ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনায় যে যা প্রশ্ন করেছেন, তিনি তাঁরই মনোমত উত্তর দিয়েছেন। নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত হার্ডিং লীগ সম্পর্কে "অধুনা মৃত" এই কথাটি স্পষ্ট করে বলেন নি।

নির্বাচন কিন্তু শ্লেষাত্মকভাবে মূলতঃ বিভিন্ন প্রশ্নাবলীতে পরিণত হল। উভয়পক্ষের ত্রুটিতে পৃথিবীর সঙ্গে আমেরিকার সহযোগীতার বিরাট প্রশ্ন, স্থানীয় প্রশ্ন প্রপীড়িত এক নির্বাচনের পরীক্ষায় বিজড়িত হল। ডিমোক্রেটিক পার্টি ও তার নেতৃবৃন্দ অজ্ঞানের মত আন্তর্জাতিক মর্যাদার উপর একাধিপত্য বিস্তার করার চেষ্টা করলেন আর রিপাব্লিকান পার্টি অজ্ঞানের মত বিপরীত দিকে পরিচালিত হতে লাগ্‌ল। আমেরিকা আবার বিশ্বজনীন ঘটনাবলীতে যথোচিত আসন গ্রহণ করবে কি না তা নির্ধারণ করার সময় আসন্ন হয়ে আস্‌ছে, আমরা দলগত কৌশলে সেই নির্ধারণের নিস্পত্তি আর হতে দেব না।

আমেরিকান জনগণ কখনও স্বেচ্ছায়ও নিশ্চিতভাবে আন্তর্জাতিক সহযোগীতার কার্যক্রমে পশ্চাদপদ্ হয়নি। ভার্সাই চুক্তির প্রকৃত রূপের পরিবর্তন হয়ত তাদের বাঞ্ছনীয় ছিল, কিন্তু অপর জাতি-বৃন্দের কার্যকারিতায় সম্পূর্ণ বীতস্পৃহতা তাদের কখনই বাঞ্ছনীয় ছিলনা। আত্মপ্রত্যয়হীন নেতৃবৃন্দের দ্বারা তারা প্রতারিত হয়েছিল, দলগত ভোটসংগ্রহ ও দলগত সুবিধার দিক্ দিয়েই তারা সব কিছু বিচার করেছেন।

বিগত যুদ্ধের পর বিশ্বজনীন ঘটনাবলী থেকে আমাদের অপসারণ যদি এই যুদ্ধের ও বিগত কড়ি বছরের অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণ হয়, (আর এই যে কারণ তা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে) এই যুদ্ধের পর, সমস্যা ও দায়িত্ব ভার থেকে পুনরায় অপসরণ এক সুনিশ্চিত দুর্ঘটনার কারণ হয়ে উঠবে। আমাদের আপেক্ষিক ভৌগলিক স্বাতন্ত্র্যও এখন আর নেই।

গত যুদ্ধের পর, একটিও বিমান অতলান্তিক অতিক্রম করেনি। আজ সেই মহাসাগর, নিয়মিত বৈমানিক উড্ডয়ণের কাছে সামান্য ফিতার সামিল। আকাশের মহাসমুদ্রের কাছে প্রশান্ত মহাসাগর কিঞ্চিৎ প্রশস্ততর ফিতা, আর য়ুরোপ আর এশিয়া ত' আমাদের দ্বার প্রান্তে।

আমেরিকাকে তিনটি নীতির অন্যতম একটি গ্রহণ করতে হবে; সংকীর্ণ জাতীয়তা, যার অবশ্যম্ভাবী অর্থ আমাদের নিজস্ব স্বাধীনতা-হানি; আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ, যার অর্থ অপর কোনো জাতির স্বাধীনতা বলি; কিংবা এমন এক জগৎ সৃষ্টি করা—যে জগতে সকল জাতি ও বর্ণের সুযোগ ও সুবিধার সমীকরণ সম্ভব হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমেরিকার জনগণ এই তিনটির মধ্যে শেষোক্ত পন্থাটীই প্রচুর সংখ্যাধিক্যে গ্রহণ করবে। এই মনোনয়ন কার্যকরী করতে

হলে, আমাদের শুধু যুদ্ধজয় করলেই হবে না, শান্তিজয়ও করতে হবে, আর সেই বিজয় যাত্রা আমাদের এখনই সুরু করতে হবে।

এই শান্তি লাভ করতে হলে আমার মনে হয় তিনটি জিনিষের বিশেষ প্রয়োজন,—প্রথমতঃ বিশ্বজনীন ভিত্তিতে আমাদের শান্তি পরিকল্পনা করতে হবে; দ্বিতীয়তঃ পৃথিবীকে রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক স্বাধীনতা প্রদান করতে হবে; তৃতীয়তঃ—স্বাধীনতা দানে ও শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য আমেরিকাকে সক্রিয় ও গঠনমূলক অংশ গ্রহণ করতে হবে।

যখন বলি, বিশ্বজনীন ভিত্তিতে শান্তি পরিকল্পনা করতে হবে, তখন এ কথা আক্ষরিক ভাবেই মনে করি যে সেই শান্তি মাটিকে আলিঙ্গন করবে। আকাশমার্গ থেকে দেখলে মনে হয়, মহাদেশ আর মহাসাগর যেন এক বিরাট অখণ্ড বস্তুর দুটি বিভিন্ন অংশমাত্র. আমিও এইভাবেই দেখলাম। ইংলণ্ড ও আমেরিকা একটি অংশ, রাশিয়া ও চীন, ইজিপ্ট, সিরিয়া ও তুর্কি, ইরাক এবং ইরাণ এরাও এক একটি অংশ। একথা অপরিহারণীয় যে পৃথিবীর সকল অংশে শান্তির ভিত্তি নিরাপদ না হলে পৃথিবীর কোনো অংশেই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনা।

অতলান্তিক সনদের মত, আমাদের নেতৃবৃন্দের কোনো ঘোষণায় এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। পৃথিবীর জনগণের স্বীকৃতির উপরই এর সাফল্য বিশেষভাবে নির্ভর করে। কারণ বিগত যুদ্ধের পর আন্ত-র্জাতিক বোঝাপড়ার অসাফল্য যদি আমাদের কোনো শিক্ষা দিয়ে থাকে তা এই, : সমর নেতারা যুদ্ধকালে আপাতভাবে কোনো সাধারণ নীতি বা ঘোষণায় এক মত হলেও যুদ্ধান্তে শান্তি বৈঠকে বসে তাঁদের পুর্বতন ঘোষণার নিজস্ব ভাষ্য ও টীকা প্রদান করেন। সুতরাং, আজই, যে মুহূর্তে যুদ্ধের গতিবেগ পূর্ণভাবে প্রবহমান সেইক্ষণে যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেন, রাশিয়া ও চীন এবং অপর সকল সম্মিলিত রাষ্ট্রের জনগণ

যদি তাঁদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে একমত না হন, তাহ'লে অতলান্তিক সনদের মত সুন্দর, ভাবাদর্শপূর্ণ বাক্যাবলী উত্তরকালে মিঃ উইলসনের "চতুর্দশ দফার" মতই আমাদের ব্যঙ্গ করবে। আজ যাঁরা সাময়িক ভাবে প্রতিষ্ঠিত, তাঁদের ঘোষণার ফলে "চতুর্বর্গ স্বাধীনতা" (Four Freedoms) লাভ হবেনা। জগতের জনগণ যদি সেগুলি সক্রিয় করে তোলে তখনই তা বাস্তব হয়ে উঠবে।

যখন বলি, যে শান্তিলাভ করতে হ'লে পৃথিবীকে মুক্ত করতে হবে, তখন আমি সেই আন্দোলনের কথাই উল্লেখ করি, যে-আন্দোলন ইতিমধ্যেই সুরু হয়েছে এবং যা কোনো ব্যক্তির (হিটলার ত নয়ই) প্রতিরোধ করার ক্ষমতা নেই। সমগ্র পৃথিবীর নরনারী আজ কায়িক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক জয়যাত্রায় বেরিয়েছে। বহু শতাব্দীর অজ্ঞতা ও নির্জীব বশ্যতার পর আজ পূর্ব য়ুরোপ ও এশিয়ার কোটি কোটি নর-নারী বই-এর পাতা খুলেছে। প্রাচীন ভীতি ও শঙ্কা আজ আর তাদের অন্তরে ত্রাস সঞ্চার করেনা। পাশ্চাত্য লাভের জন্য তারা আর প্রাচ্য ক্রীতদাস হয়ে থাকতে রাজী নয়। তারা জানতে পেরেছে যে সমগ্র জগতের মঙ্গলামঙ্গল অন্যোন্যাশ্রয়ী। আমাদের মতই তারা আজ দৃঢ়সংকল্প যে, তাদের নিজস্ব সমাজে অপর জাতির সমাজের মতই, সাম্রাজ্যবাদের আর স্থান নেই। শৈলশিখরে মাটির কুটীর বেষ্টিত বিরাট প্রাসাদ আজ তার ভয়বিপ্লুত মাধুরী হারিয়েছে।

আমাদের পশ্চিম জগৎ ও আমাদের অনুমিত শ্রেষ্ঠত্বের আজ চরম পরীক্ষা। আমাদের দম্ভ ও বড় বড় কথা আজ এশিয়ায় স্পন্দন জাগায় না, রাশিয়া, চীন ও মধ্যপ্রাচ্যের অগণিত নর-নারী তাদের নিজস্ব সম্ভাব্য শক্তিতে সচেতন। তারা বুঝতে পারছে যে ভবিষ্যৎ জগতের বহুবিধ সিদ্ধান্ত তাদেরই হাতের ভিতর। আরা তারা চায় এইসব সিদ্ধান্তের ফলে সকল জাতির জনগণ বৈদেশিক অধীনতার নাগপাশ

থেকে মুক্তি পাবে, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও অধ্যাত্মিক উন্নয়নের মুক্তিলাভ করবে।

রাজনৈতিক মুক্তির মতই অর্থনৈতিক মুক্তিও গুরুত্বপূর্ণ। অপর দেশের জনগণের উৎপাদিত দ্রব্যেই যে শুধু মানুষের সংস্পর্শ থাকবে তা নয়, বিনিময়ে তাদের নিজেদের উৎপন্ন দ্রব্যাদিও পৃথিবীর সকল জনগণের কাছে পৌঁছবার সুযোগ তারা পাবে। দ্রব্যাদির গতিবিধির উপর অপ্রয়োজনীয় বাধা নিষেধগুলি ভেঙে দেবার কোনো উপায় যদি আমরা উদ্ভাবন করতে না পারি, তাহলে শান্তি, অর্থনৈতিক স্থায়ীত্ব বা প্রকৃত উন্নয়ন কিছুই সম্ভব হবেনা। আকস্মিক ও আপোষহীন শুল্ক প্রথা নিরোধের ফলে সংকটের সৃষ্টি হবে সন্দেহ নাই। তবে এ কথাও নিশ্চিত, যে আমরা যে সব স্বাধীনতার জন্য আজ সংগ্রাম রত, বাণিজ্যের স্বাধীনতা তার অন্যতম। আমাদের জীবনযাত্রার আদর্শ অবশিষ্ট পৃথিবীর জীবন যাত্রার আদর্শ অতিক্রম করে গেছে, এজন্য আমি জানি, অনেক ব্যক্তি এখনও আছেন, (বিশেষতঃ আমেরিকায়), যারা বিশেষভাবে আতংকিত হয়ে আছেন, কারণ এই জাতীয় কোনো পন্থায় হয়ত তাঁদের স্বাচ্ছন্দ্য ক্ষুণ্ণ হবে। এর বিপরীতই কিন্তু যথার্থ সত্য।

যুক্তরাষ্ট্রের চমকপ্রদ অর্থনৈতিক ক্রমোন্নতির বহু কারণ দেওয়া যায়। আমাদের জাতীয় বৈভবের প্রাচুর্য, আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাধীনতা ও আমাদের জনগণের চরিত্র, নিঃসন্দেহে এর প্রধানতম কারণ। আমার বিচারে কিন্তু এই কথাই মনে হয় যে সৌভাগ্যের অভ্যুদয়ের ফলে আমেরিকা পৃথিবীর মধ্যে এক বিশাল অঞ্চলে পরিণত হয়েছে যেখানে, দ্রব্য ও ভাব বিনিময়ের কোনো বাধা নেই।

যাঁরা শঙ্কাকুল তাঁদের কাছে আমি একটি অপরিহারণীয় তথ্যের কথা উল্লেখ করছি। এই যুদ্ধাবসানের পর আমাদের জাতীয় ঋণ যে জ্যোতিষিক অঙ্কে পৌঁছবে এবং যানবাহন ও শিল্পীয় উন্নয়নের ফলে

আকারে অপেক্ষাকৃত হ্রাসপ্রাপ্ত পৃথিবীতে, সমগ্র পৃথিবীতে, অধিকতর অবাধভাবে দ্রব্যবিনিময়ের ব্যবস্থা না হলে আমেরিকায় বর্তমান জীবন-যাত্রার আদর্শ পালন করাও সম্ভব হবে না। আর এ কথাও অপরিহারণীয় সত্য, যে পৃথিবীর কোনো অংশে কোনো ব্যক্তির জীবনযাত্রার আদর্শ উন্নয়ন করলে, পৃথিবীর সর্বত্র সকল মানুষের জীবনযাত্রার আদর্শের কিছু পরিমাণে উন্নয়ন করতেই হবে।

পরিশেষে, আমি যখন বলি, যে এই জগৎ আত্মবিশ্বাসী আমেরিকার পূর্ণাংগ অংশ গ্রহণ দাবী করে, তখন প্রাচ্যের জনগণের প্রেরিত আমন্ত্রণই আমি পেশ করছি। এই বিরাট অভিযাত্রায় তারা চায় যুক্তরাষ্ট্র ও অপর সম্মিলিত রাষ্ট্রসমূহ অংশীদার হোক। পশ্চিমের অর্থনৈতিক অবিচার ও প্রাচ্যের রাজনৈতিক অনাচার মুক্ত স্বাধীন জাতিগণের জন্য নূতন সমাজ গঠনে আমরা তাদের সঙ্গে যোগ দিই, এই তাদের কাম্য। কিন্তু এই বিরাট সমবায়ে, তারা আমাদের অযোগ্য, সংশয়াকুল, ও সন্ত্রস্ত অংশীদার হিসাবে গ্রহণ করতে চায় না। পৃথিবীর যে কোনো অংশে অনুষ্ঠিত অবিচারের সংশোধনে দ্বিধাহীন অংশী হিসাবেই আমাদের তারা চায়।

আমাদের প্রাচ্যখণ্ডস্থ মিত্রগণ জানেন যে এই যুদ্ধে আমরা আমাদের সকল বৈভব উজাড় করে দিতে চাই। কিন্তু তারা আশা রাখে যে, এখনই—যুদ্ধান্তে নয়—স্বাধীনতা ও সুবিচারের উন্নয়ন কল্পে আমরা যেন আমাদের অপরিসীম ক্ষমতা প্রয়োগ করি।

এখনও যারা যুদ্ধলিপ্ত নয়, উদগ্র আগ্রহে সেই জনগণ জগতের ইতিহাসের এই এক অত্যন্ত দুঃসাহসিক সুযোগ আমাদের গ্রহণ করাতে চায়, নূতন সমাজ গঠনের এই অপূর্ব সুযোগ, স্বাধীনতা ও মুক্তির প্রাণ-চঞ্চল আনন্দে পৃথিবীর নর-নারী সেই সমাজে শুধু যে বিরাজমান থাকবে তা নয়, সেই নব সৃষ্ট সমাজে তারা ক্রমোন্নতি লাভ করবে।